TRANSLATION DEPARTMENT

সিলসিলায়ে ফয়যানে আশারায়ে মুবাশশারার সপ্তম সাহাবী

হযরত সায়্যিদুনা

আব্দুর রহমান বিন আউফ رضي الله عنه

উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া (দাওয়াতে ইসলামী)
Islamic Research Center

'ফয়যানে আশরায়ে মুবাশশারা'-এর ধারাবাহিকতায় সপ্তম সাহাবী

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ رضی اللہ عنہ

উপস্থাপনায়:

মজলিস মদীনাতুল-ইলমিয়্যা (দাওয়াতে ইসলামী)

ফয়যানে-সাহাবা বিভাগ

প্রকাশনা:

মাকতাবাতুল মদীনা

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ الله وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ الله

গ্রন্থের নাম : **হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ** رضی اللہ عنہ

উপস্থাপনায় : **মজলিস মদীনাতুল-ইলমিয়া** (দাওয়াতে ইসলামী)
ফয়যানে-সাহাবা বিভাগ

প্রকাশনা : **মাকতাবাতুল মদীনা** (বাংলাদেশ)

সত্যায়ন পত্র

তারিখ: ২২ সফরুল মুযাফফর ১৪৩৩ হিজরী **সূত্র:** ১৭৪

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

এই মর্মে সত্যায়ন করা যাচ্ছে যে, এই কিতাব

"হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ**"**

(মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত কিতাব)' কিতাব ও পুস্তিকা নিরীক্ষণ 'মজলিসে এর পক্ষ থেকে পুনঃনিরীক্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে। মজলিস এটিকে আকাইদ, কুফরী বাক্য, নৈতিকতা, ফিকহী মাসায়েল এবং আরবী ইবারত ইত্যাদির দৃষ্টিকোণ থেকে সাধ্যানুযায়ী পর্যবেক্ষণ করেছে। তবে কম্পোজিং বা লিখনের ভুলের দায়ভার মজলিসের উপর থাকবে না।

মজলিসে তাফতীশে কুতুব ওয়া রাসায়েল (দাওয়াতে ইসলামী)

www.dawateislami.net
Email: ilmia@dawateislami.net

বিনীত অনুরোধঃ অন্য কারো এই কিতাবটি ছাপানোর অনুমতি নেই।

সনাক্তিকরণ

কিতাব পাঠের সময় প্রয়োজন অনুসারে আন্ডারলাইন করুন, সুবিধামত চিহ্ন ব্যবহার করে পৃষ্ঠা নম্বর নোট করে নিন, اِنْشَآءَاللّٰه জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পাবে।

নং	বিষয়	নং	বিষয়

www.dawateislami.net

নং	বিষয়	নং	বিষয়

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

এই কিতাব পাঠ করার ১৪টি নিয়ত

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ অর্থাৎ মুসলমানের নিয়ত তার আমলের চেয়ে উত্তম।

(আল-মু'জামুল কাবীর লিত তাবারানী, হাদীস: ৫৯৪২, খন্ড ৬, পৃষ্ঠা ১৮৫)

দুটি মাদানী ফুল:

- ভালো নিয়ত ছাড়া কোনো ভালো কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।
- ভালো নিয়ত যত বেশি, সাওয়াবও তত বেশি।

(১) প্রত্যেকবার হামদ (আল্লাহর প্রশংসা), (২) সালাত এবং (৩) তায়াউয اَعُوْذُ بِاللّٰه এবং (৪) তাসমিয়াহ্ بِسْمِ اللّٰهِ সহকারে শুরু করবো। (এই পৃষ্ঠার প্রারম্ভে দেওয়া আরবী ইবারত পাঠ করলে এই চারটি নিয়তের উপর আমল হয়ে যাবে)। (৫) আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য এই কিতাবের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করবো। (৬) যথাসম্ভব অযু অবস্থায় এবং (৭) কিবলামুখী হয়ে এটি পাঠ করবো। (৮) কুরআনের আয়াত এবং (৯) হাদীসে মুবারাকা সমূহের যিয়ারত করবো। (১০) যেখানে যেখানে "আল্লাহ"র পবিত্র নাম আসবে, সেখানে عَزَّوَجَلَّ এবং (১১) যেখানে যেখানে নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানিত নাম আসবে, সেখানে صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পাঠ করবো। (১২) এই পবিত্র হাদীস "تَهَادَوْا تَحَابُّوْا" (অর্থাৎ একে অপরকে উপহার দাও, তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে) **(মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, হাদীস: ১৭৩১, ২/৪০৭)** এর উপর আমল করার নিয়তে (একটি বা সামর্থ্য অনুযায়ী) এই কিতাবটি ক্রয় করে অন্যদেরকে উপহার দেবো। (১৩) সাহাবায়ে কেরামের জীবনীর উপর আমল করার চেষ্টা করবো। (১৪) কিতাবের লিখন ইত্যাদিতে কোনো শরয়ী ভুল পেলে প্রকাশককে লিখিতভাবে জানাবো। (প্রকাশক ও লিখককে কিতাবের ভুলত্রুটি সম্পর্কে শুধু মুখে বললে বিশেষ কোন উপকার হয় না)।

সূচীপত্র

আল মদীনাতুল ইলমিয়া ১০
প্রথমে এটা পড়ে নিন ১২
দরূদ শরীফের ফযীলত ১৪
সৌভাগ্যবান ব্যবসায়ী ১৫
এই ভাগ্যবান ব্যবসায়ী কে ছিলেন? ১৯
মন্দ নাম পরিবর্তন করে দেওয়া উচিত ২০
কিয়ামতের দিন নাম ধরে ডাকা হবে ২১
আল্লাহ পাকের পছন্দনীয় নাম ২২
"মুহাম্মদ" নাম রাখার ফযীলত সম্পর্কে প্রিয় নবীর তিনটি বাণী ২৩
'মুহাম্মদ' নাম রাখার আদব সম্পর্কে মাদানী ফুল ২৩
বংশ ও পরিচিতি ২৪
তাঁর মাতার পরিচয় ২৫
তাঁর জন্ম ২৬
বিবাহ ও সন্তানাদি ২৬
মোবারক আকৃতি ২৮
মোবারক জীবনের কিছু ঝলক ২৮
সৌভাগ্যের কারণসমূহ ২৯
সৌভাগ্যের প্রথম কারণ ৩০
সৌভাগ্যের দ্বিতীয় কারণ ৩১
আল্লাহর পক্ষ থেকে জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ ৩৩
তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ জান্নাতে কার সঙ্গী? ৩৪
সকল সম্ভ্রান্তদের সরদার ৩৫
প্রিয় নবী ও পবিত্র আহলে বাইতের খাদেম ৩৫
প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দারিদ্র্যতাই পছন্দনীয় ছিল ৩৬
দরিদ্রতা অবলম্বনের হেকমত ৩৭
আহলে বাইতের প্রকৃত খাদেম ৩৮
আসমান ও জমিনে আমানতদার ৩৯

জমিনে আল্লাহ পাকের উকিল (প্রতিনিধি) ৩৯
উম্মুল মু'মিনীন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর দোয়া ৪০
সম্পদে বরকতের দোয়া ও তার ফল ৪১
ধনসম্পদের মালিক হওয়া মন্দ নয়: ৪২
জান্নাতে সর্বপ্রথম প্রবেশকারী ধনী: ৪৩
ধনী কাকে বলে? ৪৩
প্রকৃত ধনী কে? ৪৪
সম্পদ উপার্জন সম্পর্কিত কিছু বিধান ৪৪
ভবিষ্যতের জন্য জমা করে রাখা: ৪৫
সাজসজ্জার জন্য সম্পদ উপার্জন করা: ৪৫
অহংকার ও বড়াই দেখানোর জন্য সম্পদ উপার্জন করা: ৪৬
সম্পদ "খায়র" (কল্যাণ): ৪৬
সম্পদ অর্জনের সংক্ষিপ্ত পথ ও মাধ্যম: ৪৭
সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর আত্মমর্যাদা: ৪৮
সম্পদ জমা করার বিভিন্ন রূপ ৫০
সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর মাদানী চিন্তা ৫২
সন্তানদের প্রয়োজন পূরণ করা ওয়াজিব: ৫৩
উত্তরাধিকারের জন্য সম্পদ রেখে যাওয়ার হুকুম ৫৪
তাকওয়া ও ফাতাওয়ার মধ্যে পার্থক্য: ৫৪
উত্তরাধিকারের জন্য কতটুকু মাল রেখে যাওয়া উচিত? ৫৬
আল্লাহ ওয়ালাদের মধ্যে বণিকরাও গণ্য: ৫৬
"ব্যবসা নবীদের সুন্নাত" ৫৬
তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বিনয় ও নম্রতা: ৬২
সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর দানশীলতা: ৬২
সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ ও খোদাভীতি: ৬৪
পূর্বসূরীদের জীবনী স্মরণ করা: ৬৫
দুনিয়াবী স্বাদ থেকে বিমুখতা: ৬৫
চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল: ৬৮
খাও পান করো ও স্বাস্থ্যবান হও: ৬৮

www.dawateislami.net

ক্ষুধা হলো বাদশাহ আর উদরপূর্তি হলো গোলাম: ৬৯
আল্লাহ পাকের গোপন কৌশল: ৭০
চোখ কাঁদছে না, অন্তর কাঁদছে: ৭২
তাঁর সম্মান ও মর্যাদা: ৭৪
প্রথম সম্মান: ৭৪
পাগড়ি শরীফের ফযীলত সম্পর্কে ৫টি হাদীসে মুবারাকা: ৭৫
পাগড়ি শরীফ বাঁধার পদ্ধতি ৭৬
(১) ডান দিক থেকে শুরু করা ৭৬
(২) মাথার মাঝখানে পাগড়ি না থাকা: ৭৬
(৩) টুপির উপর পাগড়ি বাঁধা ৭৭
(৪) পাগড়ির শিমলা কোমর পর্যন্ত থাকা: ৭৮
(৫) পাগড়ি শরীফের দৈর্ঘ্য: ৭৮
(৬) শিমলার পরিমাণ: ৭৮
সবুজ পাগড়ির মহিমাই আলাদা ৭৯
দস্তরবন্দী (পাগড়ি পরানো) ৮০
দ্বিতীয় সম্মান: ৮১
তৃতীয় সম্মান ৮২
ইলমী অবস্থান ও পদমর্যাদা ৮৩
রিসালাতের যুগের মুফতী ৮৩
মদ পানের শাস্তি নির্ধারণে ইজতিহাদ: ৮৪
হদ কাকে বলে? ৮৪
হেরেমের সীমানার মধ্যে শিকার সম্পর্কিত ইজতিহাদ ৮৫
রাকাতের সংখ্যায় সন্দেহ: ৮৫
উম্মতের উপকারী ৮৭
(১) প্লেগ আক্রান্ত এলাকা: ৮৮
প্লেগ কী? ৮৮
প্লেগ থেকে পালিয়ে যাওয়া নিষেধ: ৮৯
(২) আবু জেহেলের মৃত্যু: ৯০
এই মাদানী মুন্না কারা ছিল? ৯২

www.dawateislami.net

ঝুলন্ত বাহু: ৯৩
(৩) আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখো, সম্পর্কচ্ছেদ থেকে বাঁচো ৯৪
আত্মীয়তার সম্পর্ক কী? ৯৪
(৪) আলেমের ফযীলত: ৯৫
দ্বীনি জ্ঞান, প্রজ্ঞার সাথে হিকমত ও বিচক্ষণতা: ৯৫
হিকমত ও বিচক্ষণতায় পরিপূর্ণ ফয়সালা: ৯৬
ফয়সালা করা অত্যন্ত কঠিন বিষয়: ৯৮
ফয়সালা করা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব: ৯৯
খেলাফতের পদ থেকে বিমুখতা ১০০
যদি এই দায়িত্ব অর্পণ করা হয় তাহলে ১০১
সাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টিতে মর্যাদা ১০২
নশ্বর জগত থেকে চিরস্থায়ী জগতের দিকে যাত্রা ১০৩
তাঁর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নূরানী মাযার ১০৩
সাহাবায়ে কেরামের ইন্তেকালের সময়কার অনুভূতি: ১০৪
উৎস ও তথ্যসূত্র ১০৬

ইসলামের বৈশিষ্ট্য

ইসলামে লজ্জাশীলতাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সুতরাং, হাদীস শরীফে এসেছে: "নিঃসন্দেহে প্রত্যেক দ্বীনের একটি বিশেষ চরিত্র বা বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং ইসলামের সেই বৈশিষ্ট্য হলো লজ্জা।"

(সুনানে ইবনে মাজাহ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪২০, হাদীস ৪১৮১, দারুল মারিফাহ, বৈরুত)

অর্থাৎ প্রত্যেক উম্মতেরই এমন কোনো না কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকে, যা অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের উপর প্রবল বা প্রভাবশালী হয়। আর ইসলামের সেই বৈশিষ্ট্যটি হলো লজ্জা।

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

আল মদীনাতুল ইলমিয়া

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ীর পক্ষ থেকে:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى اِحْسَانِهٖ وَ بِفَضْلِ رَسُوْلِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দাওয়াতে ইসলামী** নেকীর দাওয়াত, সুন্নাতের পূনর্জাগরণ এবং ইলমে শরীয়তকে সারা দুনিয়ায় প্রত্যেকের নিকট পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য সুদৃঢ় সংকল্প করেছেন। এসব কাজসমূহকে পরিপূর্ণ রূপ দান করার মানসে স্বতন্ত্র কতিপয় বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তন্মধ্যে হতে একটি বিভাগ হল 'আল মদীনাতুল ইলমিয়া'। দাওয়াতে ইসলামীর সম্মানিত ওলামা ও মুফতীগণের পরিচালনায় সেগুলো পরিচালিত হচ্ছে। এ বিভাগগুলোতে হাতে নেওয়া হয়েছে শিক্ষা, গবেষণা ও প্রচারমূলক কাজ। এতে ছয়টি বিভাগ রয়েছে যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো। যথা:

১. আলা হযরতের কিতাবসমূহের বিভাগ
২. পাঠ্য কিতাবাদির বিভাগ
৩. সংশোধন মূলক কিতাবাদির বিভাগ
৪. অনুবাদ বিভাগ
৫. কিতাব সংগ্রহ বিভাগ
৬. প্রচার বিভাগ।

www.dawateislami.net

'আল মদীনাতুল ইলমিয়া'য় সর্বদা প্রাধান্য দেওয়া হয় সরকারে আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র দুর্লভ ও মহামূল্যবান কিতাবাদি বর্তমান যুগের চাহিদার স্বার্থে যথাসম্ভব সুলভ ও সহজলভ্য ভাবে পরিবেশন করা। সকল ইসলামী ভাই ও বোন এই শিক্ষা, গবেষণা ও প্রচারমূলক মাদানী কাজে সর্বাত্মক সহায়তা করে যাবেন। আর মজলিসের পক্ষ থেকে প্রকাশিত কিতাবগুলো নিজেরাও পাঠ করবেন, অন্যদেরকেও পড়তে উৎসাহ প্রদান করবেন।

আল্লাহ পাক দাওয়াতে ইসলামীর 'আল মদীনাতুল ইলমিয়ার সাথে সম্পৃক্ত সমস্ত মজলিসকে দিন দিন উন্নতি ও উৎকর্ষতা দান করুক। এবং আমাদেরকে প্রত্যেক ভাল কাজ একনিষ্ঠতার দ্বারা সজ্জিত করে উভয় জগতের কল্যাণ অর্জনের মাধ্যম বানিয়ে দিক। আর আমাদেরকে সবুজ গম্বুজের নিচে শাহাদাতের মৃত্যু, জান্নাতুল বাকীতে দাফন এবং জান্নাতুল ফেরদৌস নসীব করুক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

রমযানুল মোবারক ১৪২৫ হিজরি।

www.dawateislami.net

প্রথমে এটা পড়ে নিন

জীবন জগতে চতুর্দিকে হতাশা ও বঞ্চনার অন্ধকার ছেয়ে গিয়েছিল, মানবতা নৈতিক অধঃপতনের শিকার ছিল। এমন সময় জগতের ত্রাণকর্তা, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আগমন করলেন এবং সেই সমস্ত শৃঙ্খল ছিন্ন করলেন, যাতে মানবতা বিভিন্ন ভাবে জর্জরিত ছিল। নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রশিক্ষণের পরশে লালিত হয়ে মানবতা নৈতিক অধঃপতন থেকে বেরিয়ে এসে আকাশের উচ্চতায় পৌঁছাতে শুরু করে। তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দিনরাত পরিশ্রম করে যে অনুগতদের তৈরি করেছিলেন, তাঁরা তাঁর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ভালোবাসা ও ইশ্বকে এতটাই বিভোর ও উৎসর্গীকৃত ছিলেন যে, তাঁরা তাদের নবীর ইশারায় নিজেদের সবকিছু কুরবান করাকে সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য মনে করতেন। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিটি আদেশ পালন ও অনুসরণ তাঁদের দ্বিতীয় স্বভাবে পরিণত হয়েছিল। রিসালাতের এই আশিকরা তাঁদের অতুলনীয় ভালোবাসার প্রমাণ দিয়ে যখনই চেয়েছেন, চোখ বন্ধ করে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্য নিজেদের জীবন কুরবান করেছেন, তখন মহিমান্বিত রব তায়ালা তাঁদেরকে তাঁর সন্তুষ্টির সুসংবাদ এভাবে শুনিয়েছেন:

رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ

(পারা ২৮, সূরা মুজাদালা, আয়াত ২২)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নবুয়তের কোল থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং মহান রবের সন্তুষ্টির সুসংবাদপ্রাপ্ত এই মহান ব্যক্তিত্বরা ইসলামের প্রচার ও প্রসারে যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন, তার প্রকৃত প্রতিদান তো নিশ্চয়ই তাঁরা

www.dawateislami.net

আখেরাতে পাবেন কিন্তু এমন কিছু ব্যক্তিত্বও ছিলেন, যাঁদেরকে দুনিয়াতেই জান্নাতের সুসংবাদ শোনানো হয়েছিল। যদিও বিভিন্ন সময়ে জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবায়ে কেরামের সংখ্যা অনেক, কিন্তু এমন দশজন মহান ও ভাগ্যবান সাহাবী রয়েছেন, যাঁদেরকে তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মসজিদে নববীর মিম্বরে দাঁড়িয়ে এক সাথে নাম ধরে জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছিলেন। এই সৌভাগ্যবানদের "আশরায়ে মুবাশশারা" (দশজন সুসংবাদপ্রাপ্ত) নামে স্মরণ করা হয়। তাঁদের পবিত্র নামগুলো হলো: (১) হযরত আবু বকর সিদ্দীক, (২) হযরত ওমর ফারূক, (৩) হযরত উসমান গনী, (৪) হযরত আলী মুরতাদ্বা, (৫) হযরত তালহা বিন উবাইদুল্লাহ, (৬) হযরত যুবাইর বিন আওয়াম, (৭) হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ, (৮) হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস, (৯) হযরত সাঈদ বিন যায়েদ, (১০) হযরত আবু উবাইদাহ বিন জাররাহ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان।

(সুনানুত তিরমিযী, কিতাবুল মানাকিব, ২/২১৬, হাদীস: ৩৭৬৮)

আশিকানে রাসূলদেরকে নবুয়তের দরবারের এই উজ্জ্বল তারকাদের জীবনীর সাথে পরিচিত করার জন্য, اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামী মজলিস 'আল-মদীনাতুল ইলমিয়া' এর মাধ্যমে "ফয়যানে সাহাবা ওয়া আহলে বাইত" নামে একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেছে, আমাদের সামনে থাকা এই বইটি সেই সিরিজেরই একটি অংশ। আল্লাহ পাক 'দাওয়াতে ইসলামীর সমস্ত মজলিস, যার মধ্যে 'আল মদীনাতুল ইলমিয়া'ও অন্তর্ভুক্ত, তাকে দিন দিন উন্নতি ও উৎকর্ষতা দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ رضی اللہ عنہ

দরূদ শরীফের ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেন: একবার আমি মসজিদে নববী শরীফে প্রবেশ করলাম এবং নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে মসজিদ থেকে বের হতে দেখলাম। আমিও হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর অনুসরণ করে মসজিদ থেকে বেরিয়ে তাঁর পেছনে পেছনে চলতে লাগলাম। হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমার উপস্থিতি লক্ষ্য করলেন না, এমনকি তিনি একটি বাগানে প্রবেশ করলেন এবং কিবলামুখী হয়ে একটি দীর্ঘ সিজদা করলেন। আমি কিছু দূরে তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে রইলাম। তাঁর দীর্ঘ সিজদার কারণে আমার মনে হলো যে, সম্ভবত আল্লাহ পাক তাঁকে জাহেরী হায়াত থেকে পর্দা করিয়েছেন। আমি হেঁটে তাঁর কাছে গেলাম এবং মাথা ঝুঁকিয়ে তাঁর নূরানী চেহারার যিয়ারত করতে লাগলাম। ঠিক তখনই নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সিজদা থেকে তাঁর পবিত্র মাথা তুললেন এবং আমাকে এই অবস্থায় দেখে জিজ্ঞাসা করলেন: "হে আব্দুর রহমান বিন আউফ, তোমার কী হয়েছে?" আমি আরয করলাম: ইয়া

www.dawateislami.net

রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপনি যখন এত দীর্ঘ সিজদা করলেন, তখন আমার মনে হলো যে, হয়তো আল্লাহ পাক আপনাকে জাহেরী হায়াত থেকে পর্দা করিয়েছেন,। তাই আমি মাথা ঝুঁকিয়ে আপনার নূরানী চেহারার যিয়ারত করছিলাম। হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: যখন তুমি আমাকে বাগানে প্রবেশ করতে দেখেছিলে, তখন আমি জিবরাঈল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام এর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলাম। সেই আমাকে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এই সুসংবাদ দিয়েছে যে, "আপনার যে উম্মত আপনার উপর সালাম প্রেরণ করবে, আল্লাহ পাকও তার উপর সালাম প্রেরণ করবে এবং যে উম্মত আপনার উপর দরূদ প্রেরণ করবে, আল্লাহ পাকও তার উপর দরূদ (রহমত) প্রেরণ করবেন।" (মুসনাদে আবি ইয়ালা আল মুউসালী, ১/৩৫৭, হাদীস: ৮৬৬)

দুরূদ উন পর ভেজো, সালাম উন পর ভেজো
ইয়েহী মোমিনো সে খোদা চাহতা হ্যায়

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সৌভাগ্যবান ব্যবসায়ী

মক্কার এক যুবক এবং ধনী ব্যবসায়ী তার বিশ্বস্ততা ও ব্যবসার কারণে বেশ খ্যাতি অর্জন করেছিল। সে ব্যবসার উদ্দেশ্যে দূর-দূরান্তের দেশগুলোতে ভ্রমণ করতো এবং ব্যবসার জন্য ইয়েমেন দেশেও যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। সেই ব্যবসায়ীর ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি অত্যন্ত ঈমান-উদ্দীপক। সেই ঘটনার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ:

আমি বা আমার বাবা যখনই ইয়েমেনে যেতাম, আমরা 'আসকলান বিন আওয়াকিন হিমইয়ারী'-এর কাছে থাকতাম। সে ছিল একজন অভিজ্ঞ

ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। আমি যখনই যেতাম, সে পবিত্র মক্কা' কাবা শরীফ ও পবিত্র যমযম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতো। আর এই প্রশ্নটিও সবসময় করতো যে, "তোমাদের ঐখানে কি এমন কোনো ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছে, যার আলোচনা খুব বেশি হচ্ছে? বা কেউ কি তোমাদের ধর্মের বিরোধিতা করেছে?" কিন্তু প্রতিবারই আমি না-বোধক উত্তর দিতাম এবং কুরাইশের অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের কথা বলতাম। অবশেষে যে বছর নবী করীম রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নবুয়ত প্রকাশ পেল, সে বছর আমি 'আসকলান বিন আওয়াকিন হিমইয়ারী এর কাছে ইয়েমেনে পৌঁছলাম। তখন সে অত্যন্ত দূর্বল ও ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল এবং তার শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তিও হ্রাস পেয়েছিল। চোখে পট্টি বাঁধা থাকায় সে আমার পরিচয়ের জন্য আমার বংশ পরিচয় জিজ্ঞাসা করলো। আমি আমার বংশপরিচয় বলা শুরু করতেই সে আমাকে চিনে ফেললো এবং বললো: "হে সম্মানিত যুহরী মেহমান! ব্যস, এটুকুই যথেষ্ট।" তারপর বললো: "আমি কি তোমাকে এমন একটি আশ্চর্যজনক ও উত্তম সংবাদ দেবো না, যা তোমার ব্যবসার চেয়েও বেশি লাভজনক হবে?" আমি "হ্যাঁ" বলার পর সে এভাবে বললো: "গত মাসে তোমাদের গোত্রে আল্লাহ পাক তাঁর একজন নবী প্রেরণ করেছেন, যাঁকে তিনি 'মুস্তফা' (মনোনীত) ও 'মুরতাদ্বা' (সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত) এর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন এবং তাঁর উপর কিতাব নাযিল করবেন। আর তাঁকে প্রচুর পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত করা হবে। তিনি মূর্তিপূজা থেকে বিরত রাখবেন এবং ইসলামের দাওয়াত দেবেন। তিনি সত্যের উপর আমল করার নির্দেশ দেবেন এবং স্বয়ং নিজেও সত্য পথের অনুসারী হবেন। তিনি শুধু বাতিল থেকেই বিরত রাখবেন না, বরং তা শিকড়সহ উপড়ে ফেলবেন।"

সেই বিচক্ষণ হিমইয়ারী (ইয়ামনী) বৃদ্ধের কথাগুলো আমার অন্তরে গেঁথে গেল। আমি অত্যন্ত আগ্রহের সাথে সেই নবীর গোত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে সে বললো যে, তিনি বনী হাশিম গোত্রের এবং তুমি তাঁর আত্মীয়। আমার কল্যাণ কামনা করে সে আমাকে উপদেশ দিল: "তোমার অবস্থানকে সংক্ষিপ্ত করে দ্রুত ফিরে যাও এবং গিয়ে তাঁর সত্যতা স্বীকার করার পাশাপাশি তাঁকেও সাহায্য করো। আর এই কবিতাগুলো আমার পক্ষ থেকে তাঁর দরবারে পেশ করো।"

কিছু কবিতা ও তার অনুবাদ উপস্থাপন করা হলো:

أَشْهَدُ بِاللهِ ذِي الْمَعَالِيْ... وَفَالِقِ اللَّيْلِ وَالصَّبَاحِ

অনুবাদ: সেই মহিমান্বিত রবের শপথ! যিনি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী এবং রাত ও দিনকে একে অপরের থেকে বের করেন।

إِنَّكَ فِي السر وَمِنْ قُرَيْشٍ... يَا ابن المفدي من الذباح

অনুবাদ: হে হাশেমী বংশের সন্তান! যমযম কূপের অধিকারী, যার প্রাণের বিনিময়ে অনেক প্রাণীকে জবাই করে ফিদিয়া দেওয়া হয়েছিল! নিশ্চয়ই আপনার সম্পর্ক কুরাইশের সম্মান ও মর্যাদার সাথে।

ارسلت تدعو إلى يقين... تُرشد لِلْحَقِّ وَالْفَلَاحِ

অনুবাদ: আপনাকে প্রেরণ করা হয়েছে যাতে আপনি মানুষকে গন্তব্য নিশ্চিতকরণের দিকে ডাকেন এবং তাদেরকে সত্য ও সফলতার পথ দেখান।

أَشْهَدُ بِاللهِ رَبِّ مُوْسٰى... إِنَّكَ أُرْسِلْتَ بِالْبِطَاحِ

অনুবাদ: সেই মহিমান্বিত রবের শপথ! যিনি হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর রব, নিশ্চয়ই আপনি বাতহা উপত্যকায় (মক্কায়) আবির্ভূত হয়েছেন।

www.dawateislami.net

فَكُنْ شَفِيْعِيْ إِلَى مَلِيْكٍ... يَدْعُوْ الْبَرَايَا إِلَى الْفَلَاحِ

অনুবাদ: হে উভয় জাহানের শাফায়াতকারী! সেই বিশ্বজগতের মালিকের দরবারে আমার জন্য শাফায়াত করুন, যিনি মানুষকে সফলতা ও কল্যাণের দিকে ডাকেন।

আমি এই কবিতাগুলো মুখস্থ করে নিলাম, তারপর আমার ব্যবসায়িক কাজগুলো দ্রুত শেষ করে মক্কা মুকাররমায় ফিরে এলাম। আর হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللہُ عَنْہُ এর সাথে দেখা করে তাঁকে পুরো ঘটনা জানালাম। তখন তিনি বললেন যে, এই প্রেরিত নবী হলেন হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللہُ عَنْہُ এর সু-পুত্র। আল্লাহ পাক তাঁকে সমস্ত সৃষ্টির জন্য রাসূল করে পাঠিয়েছেন। যাও! তাঁর দরবারে উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করো। অতঃপর আমি নবুয়তের দরবারে উপস্থিত হওয়ার জন্য রওনা হলাম। সেই সময় নবী করীম রউফুর রহীম صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা খাদীজাতুল কুবরা رَضِیَ اللہُ عَنْہَا এর ঘরে উপস্থিত ছিলেন। আমি ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলাম। আমার উপর দৃষ্টি পড়তেই মুচকি হেঁসে নবী করীম صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "আমি একটি ভাগ্যবান মুখ দেখতে পাচ্ছি এবং তার জন্য আমি কল্যাণেরই আশা রাখি।" তারপর জিজ্ঞাসা করলেন: "এখানে আসার আগে তোমার সাথে কী ঘটনা ঘটেছে? হে আবু মুহাম্মদ!" আমি আরয করলাম: (আপনি তো অদৃশের সংবাদ প্রদানকারী) আপনি ইরশাদ করুন:: "তোমার কাছে আমার জন্য একটি আমানত আছে।" অথবা ইরশাদ করলেন: "কেউ তোমার মাধ্যমে আমার জন্য একটি বার্তা পাঠিয়েছে, দ্রুত আমাকে বলো, কারণ সে বার্তা প্রেরক তুচ্ছ হিমইয়ারের বাসিন্দা এবং বিশেষ করে মুমিনদের অন্তভূক্ত।"

www.dawateislami.net

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই স্নেহময় আচরণ (এবং অদৃশ্য জ্ঞানের মু'জিযা) দেখে আমি সাথে সাথে মুসলমান হয়ে গেলাম। এরপর আমি হিমইয়ারী মেজবানের আবেগপূর্ণ অনুভূতির প্রতিফলনকারী সেই চমৎকার কবিতাগুলো হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-কে শোনালাম। আপনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "এমন অনেক লোক আছে, যারা আমাকে না দেখেও আমার উপর ঈমান আনে এবং আমার রিসালাতের সত্যতা স্বীকার করে। এই সমস্ত লোক আমার সত্যিকার ভাই।"

(তারিখে মদীনা, দামেস্ক নং: ৩৯১১, আব্দুর রহমান বিন আউফ, ৩৫/২৫০ - ২৫২)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

যব হুসনা থা উনকা জলওয়া নুমা, আনওয়ার কা আ'লাম কিয়া হোগা
হার কোয়ি ফিদা হ্যায় বিন দেখে, দীদারে কা আ'লাম কিয়া হোগা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

এই ভাগ্যবান ব্যবসায়ী কে ছিলেন?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা কি জানেন এই ভাগ্যবান ব্যবসায়ী কে ছিলেন? ইসলাম গ্রহণের পূর্বে এই ভাগ্যবান ব্যবসায়ী 'আব্দে আমর' বা 'আব্দুল কা'বা' নামে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু যখন তিনি মহান রবের প্রিয় হাবীব, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রহমতের আঁচল ধরলেন, তখন তিনি শুধু কুফরের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে হকের আলোয় আলোকিত হননি, বরং আল্লাহ তাকে একটি নতুন নাম ও নতুন পরিচয় দান করে মহান রবের উপর ঈমান আনয়নকারী বান্দা বানিয়ে দিয়েছেন। আর আজ আমরা সবাই তাঁকে হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ

رَضِیَ اللهُ عَنْهُ নামে চিনি। যেমন, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম ইবনে সীরীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত আছে যে, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাঁর নাম ছিল 'আব্দুল কা'বা'।' হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ নিজেই বলেন যে, আগে আমার নাম ছিল 'আব্দে আমর'। কিন্তু যখন ইসলামের দৌলত লাভ হলো, তখন নূরের প্রতিচ্ছবি, সকল নবীদের সরদার, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার নাম পরিবর্তন করে দিলেন।

(মারেফাতুস সাহাবা, ১/১৩০, হাদীস: ৪৫৪ - ৪৫৫)

দামানে মুস্তফা সে জো লিপটা ইয়াগানা হো গায়া
জিসকে হুযুর হো গায়ে উসকা যামানা হো গায়া

মন্দ নাম পরিবর্তন করে দেওয়া উচিত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেল যে, মন্দ নাম পরিবর্তন করে দেওয়া উচিত। যেমন উপরে বর্ণিত বর্ণনায় স্বয়ং আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর নাম পরিবর্তন করে দিয়েছেন। নাম পরিবর্তন সম্পর্কিত আরও তিনটি হাদীস শরীফ লক্ষ্য করুন:

(১) আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর এক কন্যার নাম ছিল 'আসিয়াহ' (অর্থ: অবাধ্য)। হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর নাম পরিবর্তন করে 'জামিলা' (অর্থ: সুন্দরী) রেখে দেন।

(সহীস মুসলিম, কিতাবুল আদাব, হাদীস: ১৫/২১৩৯, পৃষ্ঠা: ১১৮১)

(২) উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা জুওয়াইরিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর প্রথম নাম ছিল 'বাররাহ' (অর্থ: পূণ্যবতী, যা আত্ম প্রশংসামূলক)। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বাররাহ নাম পরিবর্তন করে জুওয়াইরিয়া রাখলেন। (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল আদাব, হাদীস: ২১২০, পৃষ্ঠা: ১১৮২)

(৩) নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মন্দ নামকে ভালো নামের মাধ্যমে পরিবর্তন করে দিতেন। (সুনানে তিরমিযী, কিতাবুল আদব, ৪/৩৮২, হাদীস: ২৮৪৮)

কিয়ামতের দিন নাম ধরে ডাকা হবে

পিতামাতার উচিত তাদের সন্তানের সুন্দর নাম রাখা। কারণ এটি তাদের পক্ষ থেকে সন্তানের জন্য প্রথম এবং এমন এক অনন্য উপহার, যা সারাজীবন তার পরিচয়ের কারণ হবে। এমনকি হাশরের দিনেও সৃষ্টি জগতের মালিক আল্লাহ পাকের দরবারে তাকে সেই নামেই ডাকা হবে।

যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের এবং তোমাদের পিতাদের নামে ডাকা হবে, সুতরাং তোমরা নিজেদের সুন্দর নাম রাখো।

(সুনানে আবি দাউদ, কিতাবুল আদব, ৪/৩৮২, হাদীস: ৪৯৪৮)

এই পবিত্র হাদীসটিতে ঐসব লোকদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুল (শিক্ষা) রয়েছে, যারা সাধারণত শরয়ী মাসায়েল সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে বাচ্চাদের এমন নাম রেখে দেন, যেগুলোর কোনো অর্থ থাকে না অথবা ভালো অর্থ থাকে না। এমন নাম রাখা থেকে বিরত থাকা উচিত। বরং আম্বিয়া কেরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীনে ইযাম এবং আউলিয়ায়ে কেরাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ এর পবিত্র নাম অনুসারে নাম রাখা উচিত। এর একটি উপকারিতা হলো, বাচ্চাদের তাদের পূর্বপুরুষদের সাথে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক তৈরি হবে। দ্বিতীয়ত, এই পুণ্যবান ব্যক্তিত্বদের নামে নাম রাখার বরকতে তাদের জীবনে মাদানী প্রভাব পড়বে এবং কিয়ামতের দিন তাদেরকে এই বরকতময় নামেই ডাকা হবে, اِنْ شَآءَ الله।

www.dawateislami.net

আল্লাহ পাকের পছন্দনীয় নাম

প্রিয় নবী রাসূলে আরবী হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তোমাদের নামগুলোর মধ্যে আল্লাহ পাকের কাছে সবচেয়ে প্রিয় নাম হলো 'আব্দুল্লাহ' এবং 'আব্দুর রহমান'।"

(সহীহ মুসলিম, কিতাবুল আদাব, হাদীস: ২১৩২, পৃষ্ঠা: ১১৭৮)

দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১১৯৭ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "বাহারে শরীয়ত" এর তৃতীয় খণ্ডের ৬০১ পৃষ্ঠায় সদরুশ শরীয়াহ, বদরুত তরিকাহ হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উপরোক্ত হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: "হাদীসে পাকে যেই দুটি নামকে আল্লাহ পাকের কাছে সমস্ত নামের চেয়ে প্রিয় বলা হয়েছে, তার মানে হলো, যে ব্যক্তি 'আব্দ' (বান্দা) শব্দ দিয়ে নিজের নাম রাখতে চায়, তার জন্য সবচেয়ে উত্তম নাম হলো 'আব্দুল্লাহ' এবং 'আব্দুর রহমান'। জাহেলিয়াতের যুগে যে নামগুলো রাখা হতো, যেমন কারো নাম 'আব্দে শামস' (সূর্যের বান্দা) বা 'আব্দুল দার' (ঘরের বান্দা) হতো, সেই সব নাম রাখা যাবে না।" এছাড়া এটা ভাবা উচিত নয় যে, এই দুটি নাম 'মুহাম্মদ' ও 'আহমদ' নামের চেয়েও উত্তম। কারণ রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর পবিত্র নাম হলো "মুহাম্মদ " ও "আহমদ"। আর স্পষ্টতই এই দুটি নাম স্বয়ং আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় হাবীবের জন্য নির্বাচন করেছেন। যদি এই দুটি নাম আল্লাহর কাছে খুব প্রিয় না হতো, তাহলে তিনি তাঁর প্রিয় হাবীবের জন্য তা পছন্দ করতেন না। **(বাহারে শরীয়ত, ৩/৬০১)**

www.dawateislami.net

"মুহাম্মদ" নাম রাখার ফযীলত সম্পর্কে প্রিয় নবীর তিনটি বাণী

(১) ইরশাদ হচ্ছে: যার পুত্র সন্তান জন্ম নিলো এবং সে আমার ভালোবাসা ও আমার নামের বরকতের জন্য তার নাম "মুহাম্মদ" রাখলো, সে এবং তার ছেলে উভয়ই জান্নাতে যাবে।

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুন নিকাহ, ৮/১৭৫, অংশ-১৬, হাদীস: ৪৫২১৫)

(২) ইরশাদ হচ্ছে: কিয়ামতের দিন দুজন ব্যক্তিকে আল্লাহ পাকের সামনে দাঁড় করানো হবে। নির্দেশ দেয়া হবে, তাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাও। তারা আরয করবে: হে আল্লাহ! আমরা কোন আমলের উপর জান্নাতের যোগ্য হলাম? আমরা তো জান্নাতে যাওয়ার মতো কোনো কাজ করিনি। আল্লাহ পাক ইরশাদ করবেন: জান্নাতে যাও, আমি শপথ করেছি যে, যার নাম 'আহমদ' বা 'মুহাম্মদ' হবে, সে জাহান্নামে যাবে না। (ফেরদৌসুল আখবার, ২/৫০৩, হাদীস: ৮৫১৫)

(৩) ইরশাদ হচ্ছে: আল্লাহ পাক আমাকে বলেছেন: আমার সম্মান ও মহত্তের শপথ! যার নাম আপনার নামের উপর রাখা হবে, আমি তাকে জাহান্নামের আযাব দেবো না। (কাশফুল খফা, ১/৩৪৫, হাদীস: ১২৪৩)

'মুহাম্মদ' নাম রাখার আদব সম্পর্কে মাদানী ফুল

আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ফাতাওয়ায়ে রযবিয়া শরীফে 'মুহাম্মদ' নাম রাখার ফযীলত উল্লেখ করার পর বলেন যে, উত্তম হলো শুধু 'মুহাম্মদ' বা 'আহমদ' নাম রাখা, এর সাথে দাদা বা অন্য কোনো শব্দ না মেলানো, কারণ ফযীলতগুলো শুধুমাত্র এই পবিত্র নামগুলোর জন্যই বর্ণিত হয়েছে।

www.dawateislami.net

(ফাতাওয়ায়ে রযবিয়া, ২৪/৬৯১) আর অন্য এক জায়গায় তিনি বলেন যে, এই ফকীর (আল্লাহ পাক তাঁকে ক্ষমা করুন) তাঁর সকল পুত্র ও ভাতিজাদের আসল নাম শুধু 'মুহাম্মদ' রেখেছে, এরপর পবিত্র নামের আদব রক্ষা এবং একে অপরকে চেনার জন্য আলাদা (ডাক নাম) নির্ধারণ করা হয়েছে।

(ফাতাওয়ায়ে রযবিয়া, ২৪/৬৮৯)

দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৩২ পৃষ্ঠার পুস্তিকা "আকিকা সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর" এর ১৬ পৃষ্ঠায় 'মুহাম্মদ' নাম রাখার ফযীলত উল্লেখ করার পর আশিকে আ'লা হযরত, শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবি যিয়ায়ী دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه বলেন: বর্তমানে আল্লাহর পানাহ! নাম বিকৃত করার সাধারণ প্রচলন হয়ে গেছে। মূলতঃ এমন করা গুনাহ এবং মুহাম্মদ নাম বিকৃত করা অনেক বড় থেকে বড় অপরাধ। তাই আকিকার সময় নাম 'মুহাম্মদ' বা 'আহমদ' রাখুন এবং ডাকার জন্য যেমন বেলাল রযা, হেলাল রযা, জামাল রযা, কামাল রযা, উবাইদ রযা, জুনায়েদ রযা, উসাইদ রযা, যায়েদ রযা ইত্যাদি নাম রেখে দিন। একইভাবে মেয়েদের নামও মহিলা সাহাবী ও মহিলা ওলীদের নামের সাথে মিলিয়ে রাখা উপযোগী, যেমন সাকীনা, যুরায়না, জামিলা, ফাতিমা, যয়নব, মাইমুনা, মরিয়ম ইত্যাদি।

(আকিকা সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর ১৬)

বংশ ও পরিচিতি

তাঁর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ পুরো নাম হলো আব্দুর রহমান বিন আউফ বিন আব্দে আউফ বিন হারিস বিন যুহরাহ বিন কিলাব বিন মুররাহ কুরাইশী যুহরী এবং কুনিয়াত (উপনাম) হলো আবু মুহাম্মদ। কুরাইশের 'বনু যুহরাহ'

www.dawateislami.net

গোত্রের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানিতা আম্মাজানও رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এই গোত্রেরই ছিলেন। তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ 'নাজীবুত তারাফাইন' অর্থাৎ মা ও বাবা উভয় দিক থেকেই শরীফ ও সৌভাগ্যবান ছিলেন। পিতার দিক থেকে তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এই সৌভাগ্য লাভ করেছেন যে, তাঁর বংশধারা ষষ্ঠ পুরুষে গিয়ে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বংশধারার সাথে মিলিত হয়েছে।

তাঁর মাতার পরিচয়

তাঁর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ মাতার পুরো নাম ছিল শিফা বিনতে আউফ বিন আব্দ বিন হারিস বিন যুহরাহ। তাঁর সম্পর্কও যুহরী গোত্রের সাথেই ছিল। তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهَا হিজরতের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهَا অত্যন্ত মুত্তাকী ও পরহেজগার নারী ছিলেন। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জীবদ্দশাতেই তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর আদরের পুত্র হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি আমার মায়ের পক্ষ থেকে গোলাম আযাদ করতে পারি? নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: হ্যাঁ। তখন তিনি তাঁর মায়ের পক্ষ থেকে গোলাম আযাদ করে দিলেন।

(আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, কিতাবুন নিসা, নং-১১৩৮০, আশ শিফায়ি বিনতে আউফ, ৮/২০৩)

আপনি নিসবত সে মে কুছ নেহী হু ইস করম কি বদৌলত বড়া হু
উনকে টুকরো সে ইযায পা কর তাজদারোঁ কি সফ মে খাঁড়া হুঁ

www.dawateislami.net

তাঁর জন্ম

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم থেকে প্রায় দশ বছরের ছোট ছিলেন। কারণ হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ 'আমুল ফীল' (হস্তীর বছর)-এর দশ বছর পর মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। (আত তাবকাতুল কুবরা, ২/৯২) আর নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم প্রকৃত পক্ষে আমুল ফীলের বছর পৃথিবীতে আগমন করেন।

বিবাহ ও সন্তানাদি

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ প্রায় ১৫টি বিবাহ করেন, যা থেকে তাঁর ৩০ জন পুত্র এবং ৮ জন কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তাঁর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ স্ত্রীদের নাম ও তাঁদের থেকে জন্মগ্রহণকারী সন্তানদের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ:

নং	স্ত্রীগণ	পুত্র	কন্যা	মোট
১	উম্মে কুলসুম বিনতে উতবা বিন রাবী'আ	সালেম আকবর	....	১
২	বিনতে শাইবা বিন রাবী'আ	....	উম্মে কাসিম	১
৩	উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা বিন আবি মু'আইত	মুহাম্মদ, ইবরাহীম, হুমাইদ, ইসমাঈল	হুমাইদাহ, আমাতুর রহমান	৬
৪	সাহলা বিনতে আসিম বিন আদী	মায়িন, ওমর, যায়েদ	আমাতুর রহমান সুগরা	৪
৫	বাহরিয়াহ বিনতে হানী বিন কুবাইসাহ	উরওয়া আকবর	.....	১

www.dawateislami.net

৬	সাহলা বিনতে সুহাইল বিন আমর	সালেম আসগর	.....	১
৭	উম্মে হাকীম বিনতে কারিয বিন খালিদ	আবু বকর	...	১
৮	বিনতে আবুল হাইস বিন রাফে' ইমরুল কায়েস	আব্দুল্লাহ	.....	১
৯	তুমাদির বিনতে আসবাগ বিন আমর।	আবু সালমা (আব্দুল্লাহ আসগর)	...	১
১০	আসমা বিনতে সালমা বিন মুখাররবা	আব্দুর রহমান	...	১
১১	উম্মে হুরাইস	মুস'আব	আমিনা ও মরিয়ম	৩
১২	মাজেদ বিনতে ইয়াযীদ বিন সালমা	সুহাইল (আবুল আবইয়াদ)	...	১
১৩	গাযাল বিনতে কিসরা	উসমান	....	১
১৪	যয়নব বিনতে সাবাহ বিন সা'লাবা	.....	উম্মে ইয়াহইয়া	১
১৫	বাদিয়াহ বিনতে গীলান বিন সালমা	.....	জুয়াইরিয়া	১
....	.....	.....	উরওয়া, ইয়াহইয়া, বেলাল	৩
মোট	স্ত্রী = ১৫	পুত্র = ২০	কন্যা = ৮	২৮

'মুহাম্মদ' হলেন সেই পুত্র, যাঁর নামে হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর কুনিয়াত (উপনাম) ছিল "আবু মুহাম্মদ"। গাযাল বিনতে কিসরা ছিলেন একজন 'উম্মে ওয়ালাদ' (দাসীর গর্ভে জন্ম নেওয়া সন্তান) এবং মাদায়েনের দিনে (যুদ্ধের সময়) তিনি হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর বন্দীদের মধ্যে ছিলেন। এছাড়া তিনি

www.dawateislami.net

رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তিন পুত্র উরওয়া, ইয়াহইয়া এবং বেলালের পরবর্তী বংশধর ছিল না এবং তাদের মা-ও 'উম্মে ওয়ালাদ' ছিলেন।

(আত তাবকাতুল কুবরা লি ইবনে সাদ, ৩/৯৪)

মোবারক আকৃতি

তাঁর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ শারীরিক আকৃতি কিছুটা এমন ছিল: "রঙ ছিল লালিমা মিশ্রিত সাদা, মুখমণ্ডল চাঁদের মতো সুন্দর, ঠোঁট ছিল গোলাপের মতো নরম ও কোমল, চোখ ছিল প্রশস্ত এবং দীর্ঘ পাপড়িযুক্ত, নাক ছিল লম্বা ও সুন্দর, হাতের তালু এবং আঙ্গুলগুলো ছিল স্থূল (মোটা)। এছাড়াও দাড়ি শরীফ এবং মাথার চুল শেষ বয়স পর্যন্ত কালোই ছিল।"

(উসদুল গাবা, ৩/৫০০)

মোবারক জীবনের কিছু ঝলক

হযরত সায়্যিদুনা আবু নুয়াইম (মৃত্যু: ৪৩০ হি.) 'হিলয়াতুল আউলিয়া' গ্রন্থে হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর বরকতময় জীবনকে এভাবে বর্ণনা করেছেন: ✯... হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাকওয়া ও ধনসম্পদের মাঝেও সাদাসিধে জীবনযাপন করতেন ✯... নিজের মাল ও দৌলত দানকারী মহান রবের পথে খরচ করে দিতেন ✯... মালের কারণে আগত পরীক্ষা ও অবাধ্যতা থেকে আল্লাহ পাকের কাছে আশ্রয় চাইতেন ✯...আনন্দ হোক বা দুঃখ, সর্বাবস্থায় আল্লাহ পাকের দরবারেই মগ্ন থাকতেন ✯... বন্ধু-বান্ধবদের বিচ্ছেদের ভয় রাখতেন ✯... অন্তর ও দৃষ্টির মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকতেন ✯তাঁর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কাছে প্রচুর সম্পদ ছিল, গরীব ও মিসকীনদের উপর অনুগ্রহ করতেন, নিজের হাতে তাদের দান করতেন ✯... ফকীর ও

www.dawateislami.net

অভাবীদের উপর খরচ করার ক্ষেত্রে ধনীদের জন্য একটি নমুনা হিসেবে ছিলেন। (হিলয়াতুল আউলিয়া, নং-৯, ১/১৪১)

সৌভাগ্যের কারণসমূহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সৌভাগ্য ও অনুগ্রহের জন্য কারো দিকে মনোযোগী হওয়ার অনেক কারণ থাকে। এর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো বান্দার নিজের বা তার পিতা-মাতার কোনো নেক আমল। যেমন হযরত খিজির عَلَيْهِ السَّلَام দুই এতিম শিশুর ভেঙে পড়া দেয়াল ঠিক করে দিয়েছিলেন। এর কারণ ছিল এই যে, সেই শিশুরা শিক্ষিত ছিল না বা তাদের গ্রামের লোকেরাও (ভালো ছিল না), বরং তাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে একজন আল্লাহ পাকের নেক বান্দা ছিলেন। যেমন আল্লাহ পাকের বাণী রয়েছে: وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا (**কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** আর তাদের পিতা সৎ লোক ছিল।) (পারা ১৬, সূরা কাহাফ, আয়াত ৮২)

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ "খাযাইনুল ইরফান" গ্রন্থে এই নেক ব্যক্তি সম্পর্কে বলেন: "তার নাম ছিল 'কাশিহ' এবং এই ব্যক্তি পরহেযগার ছিল। হযরত মুহাম্মদ বিন মুনকাদির رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আল্লাহ পাক বান্দার নেকীর কারণে তার সন্তান, তার সন্তানের সন্তান, তার পরিবারের লোক এবং তার এলাকা বাসীদেরকে নিজের হেফাজতে রাখেন।"

দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৮৫৩ পৃষ্ঠার বই "জাহান্নাম মে লে জানে ওয়ালে আমাল" এর প্রথম খণ্ডের ৬৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে যে, এই এতিম শিশুদের সেই নেককার পিতা তাঁর মায়ের সপ্তম দাদা ছিলেন।

(জাহান্নাম মে লে জানে ওয়ালে আমাল, ১/৬৫)

www.dawateislami.net

সৌভাগ্যের প্রথম কারণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর দরজায় সৌভাগ্য যে তাঁবু গেড়েছিল, তার একটি কারণ হলো এটাই, তিনি জন্মগত ভাবে ভাগ্যবান এবং সৎ স্বভাবের ছিলেন। যেমন, হযরত সায়্যিদুনা হুমাইদ বিন আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেন যে, যখন হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ প্রবল অসুস্থতার কারণে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছেন, তখন সবাই ধারণা করলো যে, হয়তো তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এই নশ্বর জগত থেকে বিদায় নিয়েছেন। অতঃপর আমার সম্মানিতা মাতা হযরত সায়্যিদাতুনা কুলসুম বিনতে উকবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا কান্নাকাটি করার পরিবর্তে সাথে সাথে মসজিদের দিকে এগিয়ে গেলেন, যাতে এই আকস্মিক দুঃখের মুহূর্তে ধৈর্য ও সাহায্যের জন্য মহান রবের এই আদেশের উপর আমল করতে পারেন: ﴿اِسْتَعِیْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ﴾ **কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে (আমার নিকট) সাহায্য প্রার্থনা করো। (পারা ২, সূরা বাকারা: ১৫৩)

কিন্তু কিছুক্ষণ পর হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর জ্ঞান ফিরে এলো, তখন তিনি আল্লাহ পাকের মহত্ত্ব ও বড়ত্ব বর্ণনা করলেন, অর্থাৎ اَللّٰہُ اَکْبَرُ বললেন এবং বাড়ীর সকলেও اَللّٰہُ اَکْبَرُ বললো। এরপর তিনি আমাদের জিজ্ঞেস করতে লাগলেন: "আমি কি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম?" আমরা আরয করলাম: "জ্বি হ্যাঁ।" তখন তিনি বললেন যে, "আমার কাছে দুজন ফেরেশতা এসেছিলেন, যাদের মধ্যে একজন অত্যন্ত কঠোর ভাষায় কথা বলছিলেন। তাঁরা বলতে লাগলেন: 'আমাদের সাথে চলুন, যাতে আমরা আপনার ফয়সালা রব্বুল ইয্যতের দরবার থেকে জেনে

www.dawateislami.net

নিতে পারি যে, আপনি ভাগ্যবান কিনা?' এরপর তাঁরা দুজন আমাকে নিয়ে চলতে লাগলেন। পথে তৃতীয় আরেকজন ফেরেশতার সাথে দেখা হলো এবং তিনি ওই দুজনকে জিজ্ঞেস করলেন: 'আপনারা তাঁকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?' তাঁরা জবাব দিলেন: 'আমরা তাঁকে আল-আযীযিল আমীন (অর্থাৎ আল্লাহ পাকের দরবারে) নিয়ে যাচ্ছি'। তখন ওই ফেরেশতা বললো: 'তাঁকে ফেরত নিয়ে যান, কারণ ইনি তো সেই লোকদের অন্তর্ভুক্ত, যাদের জন্য সৌভাগ্য ও ক্ষমা তাঁদের মায়ের গর্ভেই লিখে দেওয়া হয়েছিল এবং আল্লাহ পাক যতদিন চাইবেন, তাঁর বংশধরদের তাঁর দ্বারা উপকৃত করবেন'। এই ঘটনার পর হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এক মাস পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, এরপর তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ ইন্তেকাল করেন। **(মুসান্নিফে লিআব্দির রাযযাক, ১০/১৪৬, হাদীস: ২০২৩৪)**

সৌভাগ্যের দ্বিতীয় কারণ

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর সৌভাগ্যের দ্বিতীয় কারণ হলো, তিনি এমন এক অতুলনীয় মায়ের সন্তান, যার সৌভাগ্যের উপর উভয় জাহান ঈর্ষা করে। কারণ যখন নবী করীম রউফুর রহীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কুফর, শিরক, এবং বর্বরতার ঘোর অন্ধকার দূর করতে, সৃষ্টিকুলের জন্য রহমত হয়ে এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হলেন, তখন দুনিয়াতে সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি তাঁকে صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم স্বাগত জানিয়েছিলেন এবং তাঁর পবিত্র শরীর স্পর্শ করেছিলেন, তিনি ছিলেন হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর সম্মানিতা মাতা হযরত সায়্যিদাতুনা শিফা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا যেমন, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا বলেন: "নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর যখন পবিত্র শুভাগমন হলো, তখন প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমার হাতেই নূরের বিচ্ছুরণ হয়েছিল। **(শিফা ১/৩৬৬)**

www.dawateislami.net

سُبۡحٰنَ اللّٰہ! হযরত সায়্যিদাতুনা শিফা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর ভাগ্যের উপর কুরবান হই! তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم, দুনিয়াতে আগমনের সাথে সাথেই যে খিদমতের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন, এমনকি সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক (আল্লাহ) এর প্রতিদানে বাকি পুরস্কার হিসেবে তাঁকে এবং তাঁর সন্তানদেরকে সরাসরি জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তির সনদ দান করেছেন। কারণ যখন হযরত আনাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর কাছে থাকা সেই রুমালের জন্য দুনিয়ার আগুন হারাম হতে পারে। (শাওয়াহিদুন নবুওয়াত, ১৮১ পৃষ্ঠা) যার নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর স্পর্শের সম্মান লাভ হয়েছিল, তাহলে এটা কীভাবে সম্ভব যে দুনিয়াতে তাঁর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আগমনের সময় যে চোখগুলো তাঁর সুন্দর মুখমণ্ডল দেখেছিল এবং যে হাতগুলো সর্বপ্রথম তাঁর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কোমল শরীর স্পর্শ করার সম্মান লাভ করেছিল, সেই চোখ বা হাতের উপর জাহান্নামের আগুন হারাম হবে না? সুতরাং, আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর এই প্রথম সেবিকাকে সন্তানসহ নিজের রহমতের আঁচলে কবুলিয়াতের মর্যাদা দান করে শুধু ইসলামের দৌলতই দান করেননি, বরং হিজরতের সৌভাগ্যও দান করেছেন। আর হযরত সায়্যিদাতুনা শিফা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর এই কলিজার টুকরা অর্থাৎ হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে সেই দশজন সৌভাগ্যবানের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যাঁদেরকে দুনিয়াতেই জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছিল। যেমন, রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পক্ষ থেকে জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "হযরত আবু বকর, ওমর, উসমান, আলী, তালহা, যুবাইর, আব্দুর রহমান বিন আউফ, সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস, সাঈদ এবং আবু উবাইদাহ বিন জাররাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ اَجۡمَعِین জান্নাতী।"

(সুনানুত তিরমিযী, কিতাবুল মানাকিব, ৫/৪১৬, হাদীস: ৩৭৬৮)

www.dawateislami.net

আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ তাঁর বিখ্যাত কালাম "মুস্তফা জানে রহমত পে লাখো সালাম"-এ আশারা মুবাশশারা সম্পর্কে ইরশাদ করেন:

ওহ দসো জিনকো জান্নাত কা মুঝদা মিলা,
উস মুবারাক জামা'আত পে লাখো সালাম।

আল্লাহর পক্ষ থেকে জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন: শামের ব্যবসায়ীদের একটি কাফেলা হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর জন্য এসেছিল। তখন তিনি সেই পুরো কাফেলাটিকে নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে নিয়ে এলেন। আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ জান্নাতী হওয়ার জন্য দোয়া করলেন। ঠিক সেই সময় হযরত জিবরাঈল আমীন عَلَیۡہِ السَّلَام নাযিল হলেন এবং এভাবে আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ! নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক আপনাকে সালাম দিয়েছেন এবং ইরশাদ করেছেন: 'আব্দুর রহমান বিন আউফকে আমার সালাম এবং আমার পক্ষ থেকেও জান্নাতের সুসংবাদ দাও।' (রিয়াদুল নাদ্বারা ২/৩০৫)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ মায়ের গর্ভ থেকেই ভাগ্যবান হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ প্রিয় নবীর নবুয়ত প্রকাশের পূর্বের জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই এর ভালোভাবে অনুমান করা যায়, কারণ তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হাতেগোনা সেই কয়েকজন ব্যক্তির মধ্যে গণ্য হন, যাঁরা জাহেলিয়াতের যুগেও 'উম্মুল খাবায়েস' (অর্থাৎ সকল পাপের জননী) মদের মতো বস্তুকে

www.dawateislami.net

কখনো স্পর্শ করেননি। অথচ তৎকালীন পুরো সমাজ এই পাপে লিপ্ত ছিল এবং একে দোষণীয়ও মনে করা হতো না।

যেমন, হযরত হাফিজ শিহাবুদ্দীন আহমদ বিন আলী বিন হাজার আসকালানী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (মৃত্যু: ৮৫২ হি.) বলেন যে, হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ জাহেলিয়াতের যুগেও মদকে হারাম জানতেন। (আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, নং-৫১৯৫, ৪/৯৩)

তু নাশা সে বায আ, মত পী শরাব,
দো জাহাঁ হো জায়েঙ্গে ওয়ারনা খারাব।

তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ জান্নাতে কার সঙ্গী?

হযরত সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঘরে প্রবেশ করলেন এবং উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا ♦ক ইরশাদ করলেন: "আমি কি তোমাকে একটি সুসংবাদ দেব না?" তিনি আরয করলেন: "কেন নয়, ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم!" ইরশাদ করলেন: "তোমার পিতা অর্থাৎ আবু বকর জান্নাতী এবং জান্নাতে তাঁর সঙ্গী হবেন হযরত ইবরাহীম عَلَيْهِ السَّلَام। উমর জান্নাতী এবং তাঁর সঙ্গী হবেন হযরত নূহ عَلَيْهِ السَّلَام। উসমান জান্নাতী এবং তাঁর সঙ্গী আমি নিজেই। আলী জান্নাতী এবং তাঁর সঙ্গী হবেন হযরত ইয়াহইয়া বিন যাকারিয়া عَلَيْهِمَا السَّلَام। তালহা জান্নাতী এবং তাঁর সঙ্গী হবেন হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام। যুবাইর জান্নাতী এবং তাঁর সঙ্গী হবেন হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ السَّلَام। সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস জান্নাতী এবং তাঁর সঙ্গী হবেন হযরত সুলাইমান বিন দাউদ عَلَيْهِمَا السَّلَام। সাঈদ বিন যায়েদ জান্নাতী এবং তাঁর সঙ্গী হবেন হযরত মূসা বিন ইমরান عَلَيْهِمَا السَّلَام। আব্দুর রহমান

বিন আউফ জান্নাতী এবং তাঁর সঙ্গী হবেন হযরত ঈসা বিন মরিয়ম عَلَيْهِمَا السَّلَام। এবং আবু উবাইদাহ বিন জাররাহ জান্নাতী এবং তাঁর সঙ্গী হবেন হযরত ইদরীস عَلَيْهِ السَّلَام।" এরপর তিনি ইরশাদ করলেন: "হে আয়েশা! আমি রাসূলগণের সরদার, তোমার পিতা সিদ্দীকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং তুমি উম্মুল মু'মিনীন (মুমিনদের মাতা)।" (রিয়াদুন নাদ্বারা, ১/৩৫)

সকল সম্ভ্রান্তদের সরদার

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللہُ عَنْہُ এর সৌভাগ্য, সম্মান ও মহিমার ব্যাপারে কী আর বলার আছে, যখন স্বয়ং নবী করীম صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে সম্ভ্রান্তদের সরদার বলেছেন। যেমন,

খাতামুল মু'মিনীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ سَيِّدٌ مِنْ سَادَاتِ الْمُسْلِمِينَ" অর্থাৎ হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللہُ عَنْہُ মুসলিম সম্ভ্রান্তদের সরদার। (আর রিয়াদুন নাদ্বারা, ২/৩০৬)

প্রিয় নবী ও পবিত্র আহলে বাইতের খাদেম

হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللہُ عَنْہُ এর সাথে নবী করীম صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ভালোবাসা ও সম্পর্কের এই বন্ধন সবসময় বৃদ্ধি পেতে চলেছে, আপনি তাঁর জীবনে নবী করীম صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর খিদমত করার কোনো সুযোগই হাতছাড়া করেননি। যেমন, আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِیَ اللہُ عَنْہُ বলেন: আমি দেখেছি যে, নূর নবী রাসূলে আরবী صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم জান্নাতের যুবতীদের সরদার হযরত সায়্যিদাতুনা ফাতিমাতুয যাহরা رَضِیَ اللہُ عَنْہَا এর ঘরে তাশরীফ এনেছেন। তখন জান্নাতের যুবকদের সরদার হযরত হাসান ও হুসাইন رَضِیَ اللہُ عَنْہُمَا কে ক্ষুধায় অস্থির ও

www.dawateislami.net

ব্যাকুল হতে দেখে রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কেরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان কে বললেন: "আমাদের খিদমতের সৌভাগ্য কে অর্জন করবে?" এমন সময় হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ একটি থালায় ছাতু, পনির এবং ঘি দিয়ে তৈরি হালুয়া এবং রুটি নিয়ে খেদমতে হাজির হলেন। তখন হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم দোয়া দিয়ে ইরশাদ করলেন: "আল্লাহ পাক তোমার দুনিয়াবী বিষয়ের জন্য যথেষ্ট এবং তোমার পরকালীন বিষয়ের জন্য আমি নিজেই জামিনদার।"

(কানযুল উম্মাল, ৭/১০৭, অংশ-১৩, হাদীস: ৩৬৭৩২)

"মেরে পেয়ারে আকা কি শান হি নিরালী হ্যায়,
দো জাহাঁ কে দাতা হ্যায়, আউর হাত খালি হ্যায়"

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দারিদ্র্যতাই পছন্দনীয় ছিল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখতে হবে যে, হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দারিদ্র্যতাই (অর্থাৎ বাহ্যিক মাল ও সম্পদের স্বল্পতা) পছন্দনীয় ছিল।

তিনি صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم দরিদ্রতাকে দুনিয়াবী ধন-সম্পদের উপর এবং আখিরাতকে দুনিয়ার উপর নিজে থেকে প্রাধান্য দিয়েছেন, নতুবা আল্লাহ পাক তাঁকে সৃষ্টির সেরা বানিয়েছেন এবং বিশেষ মাহবুবিয়াতের (অনন্য ভালোবাসার) মহামূল্যবান পোশাক দান করেছেন! মাহবুবিয়াতের সেই ভঙ্গিমা, যার সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: "لولاك لما خلقت الدنيا" অর্থাৎ হে প্রিয় হাবীব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমি যদি আপনাকে সৃষ্টি না করতাম, তাহলে দুনিয়াকেই সৃষ্টি করতাম না। **(ফেদৌসুল আখবার, ২/৪৫৮, হাদীস: ৮০৯৫)** এমন মর্যাদাবান সৃষ্টি (যার মর্যাদার উচ্চতা এমন) যে, তাঁকে নিজের

www.dawateislami.net

ভান্ডারের চাবি দিয়ে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী বানানো হয়েছে। এমন বাদশাহ, যাঁর পবিত্র মাথায় উভয় জাহানের শাসনের উজ্জ্বল মুকুট রাখা হয়েছে। এমন উচ্চ মর্যাদার অধিকারী, যাঁর পবিত্র পায়ের নিচে অনন্য সিংহাসন বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিশ্বের বাদশাহরা, যারা দুনিয়ার নেয়ামত বন্টন করেন, তারাও আপনার দুয়ারের ভিক্ষা দ্বারা নিজেদের ঝুলি পূর্ণ করেন, বরং তাদের মনবাসনাও পূর্ণ করেন। এমন এক মহিমান্বিত বাদশাহ তিনি, যার শাসনের ডঙ্কা সমস্ত আসমান ও সমগ্র পৃথিবীতে বেজে চলেছে। (অথচ) তাঁর এই পবিত্র ঘরে আরাম-আয়েশের কোনো জিনিস নেই, আরামের উপকরণ তো দূরের কথা, শুকনো খেজুর এবং অপরিশোধিত যবের আটার রুটিও তিনি সারাজীবন পেট ভরে খাননি।

কুল জাহাঁ মিল্ক আউর জও কী রোটি গিযা,
উস শিকম কী কানায়াত পে লাখো সালাম।
মালিকে কাওনাইন হ্যায় গো পাস কুছ রাখতে নহী,
দো জাহাঁ কী নেয়ামতে হ্যায় উনকে খালী হাত মে।

দরিদ্রতা অবলম্বনের হেকমত

যদি নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আরাম-আয়েশের জীবনযাপন করতেন এবং স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম পছন্দ করতেন, তাহলে তাঁর প্রতিপালক আল্লাহ পাক যিনি হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খুশিতেই খুশি হন, তিনি পৃথিবীতে জান্নাতসমূহকে নামিয়ে এনে রেখে দিতেন।। একবার তাঁর প্রতিপালক আল্লাহ পাক তাঁকে বার্তা পাঠালেন: আপনি চাইলে "মক্কার দুটি পাহাড়কে সোনা বানিয়ে দিই, যা আপনার সাথে থাকবে।" আরয করলেন: "আমি চাই যে, একদিন খেয়ে শুকরিয়া আদায় করবো এবং একদিন ক্ষুধার্ত

www.dawateislami.net

থেকে ধৈর্যধারণ করবো।” যদি নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আরাম-আয়েশে মগ্ন থাকতেন, “কষ্ট ও বিপদ প্রিয় নবীর বরকত থেকে বঞ্চিত হয়ে যেতো।

(সুনানে তিরমিযী, ৪/১৫৫, হাদীস: ২৩৫৪)

আহলে বাইতের প্রকৃত খাদেম

একবার নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: “আমার পরে যে আমার সম্মানিত স্ত্রীগণের رَضِیَ اللهُ عَنْهُنَّ সেবা করবে সে “اَلصَّادِقُ وَالْبَارّ” (অর্থাৎ সত্যবাদী ও নেককার) হবে।” যেমন, হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পরে তাঁর প্রকৃত খাদেম হওয়ার হক আদায় করে ছিলেন। যখনই উম্মাহাতুল মু'মিনীন رَضِیَ اللهُ عَنْهُنَّ হজ্বের জন্য বা অন্য কোথাও যেতেন, তখন তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ একজন উৎসর্গীকৃত ও বিশ্বস্ত সৈনিকের মতো সাথে সাথে থাকতেন। উম্মাহাতুল মু'মিনীন رَضِیَ اللهُ عَنْهُنَّ এর আরাম ও পর্দার খুব খেয়াল রাখতেন। যেমন, সফরের সময় উটের হাওদার উপর সবুজ রঙের মোটা চাদর ফেলে দিতেন। আর কোথাও অবস্থান করতে হলে এমন একটি নিরাপদ উপত্যকা নির্বাচন করতেন, যেখানে প্রবেশ ও প্রস্থানের জন্য কেবল একটিই পথ থাকত (যাতে কেউ উম্মাহাতুল মু'মিনীন رَضِیَ اللهُ عَنْهُنَّ এর আরামে ব্যাঘাত ঘটাতে না পারে)। (আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, নং-১৯৫, আব্দুর রহমান বিন আউফ, ৪/২৯২)

ইস দর কা যব সে মে নওকর হুয়া'
সব সে আচ্ছি মেরী নওকরী হো গয়ী
জিবরীল সে মুঝে ভী হে নিসবত করীব কী,
ওহ ভী হ্যায় আউর মে ভী হুঁ দরবানে মুস্তফা

www.dawateislami.net

আসমান ও জমিনে আমানতদার

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর যেভাবে আহলে বাইতের (নবীর পরিবারের) খেদমতগার হওয়ার কারণে "الصادق والبار (অর্থাৎ সত্যবাদী ও নেককার) উপাধি লাভ হয়েছিল, ঠিক তেমনি সাহাবায়ে কেরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان এর পক্ষ থেকেও তাকে رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ "আমীন" (আমানতদার) উপাধি দেওয়া হয়েছিল। যেমন,

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাযা, শেরে খোদা كَرَّمَ اللّٰہُ وَجۡہَہُ الۡکَرِیۡم থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "عبد الرحمن في السماء وامين في الارض অর্থাৎ হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আসমান ও জমিনে আমীন (আমানতদার)।"

(আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৪/২৯২)

জমিনে আল্লাহ পাকের উকিল (প্রতিনিধি)

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ♦ক নবুয়তের দরবার থেকে আরও একটি উপাধি "জমিনে আল্লাহ পাকের উকিল" দেওয়া হয়েছিল। যেমন,

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাযা كَرَّمَ اللّٰہُ وَجۡہَہُ الۡکَرِیۡم থেকে বর্ণিত আছে, আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব, হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُজমিনে আল্লাহ পাকের উকিল।" **(আর রিয়াযুন নাদ্বারা, ২/৩০৪)**

www.dawateislami.net

উম্মুল মু'মিনীন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর দোয়া

অন্যান্য কিছু সাহাবায়ে কেরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان ও উম্মাহাতুল মু'মিনীন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُنَّ এর খিদমতে নিজেদের সম্পত্তি কুরবান করতেন কিন্তু হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ব্যাপারটিই ছিল অনন্য। তিনি শুধু নিজের সম্পত্তিই তাঁদের কুরবান করতেন না, বরং তাঁদের দোয়া দ্বারাও উপকৃত হতেন। যেমন,

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর পুত্র হযরত আবু সালমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে বলেন যে, একবার আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم (সম্মানিত স্ত্রীগণকে) ইরশাদ করেছিলেন: আমার পরে যেসব বিষয়ের প্রতি আমার বিশেষ মনোযোগ রয়েছে, সেগুলোর মধ্যে তোমাদের বিষয়টিও রয়েছে। কারণ ধৈর্যশীলগণ ছাড়া অন্য কেউ তোমাদের খিদমতে অবিচল থাকবে না।" বর্ণনাকারী বলেন যে, এরপর উম্মুল মু'মিনীন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا আমার সম্মানিত পিতাকে এভাবে দোয়া দিয়েছিলেন: "হে আবু সালমা! আল্লাহ পাক তোমার পিতাকে জান্নাতের 'সালসাবীল' নহরের পানি দ্বারা তৃপ্ত করুন।" কারণ হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ উম্মাহাতুল মু'মিনীন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُنَّ এর নিজের সম্পদ থেকে খুব ভালোভাবে খেদমত করতেন।

একবার তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কিছু সম্পত্তি হাদিয়া দিয়েছিলেন যা ৪০ হাজার (দিরহামে) বিক্রি হয়েছিল এবং এর সাথে একটি বাগানও উৎসর্গ করেছিলেন যা চার লক্ষ দিরহামে বিক্রি হয়েছিল।

(সুনানে তিরমিযী, ৫/৪১৭, হাদীস: ৩৭৭০-৩৭৭১)

সম্পদে বরকতের দোয়া ও তার ফল

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ অত্যন্ত ধনী ছিলেন, বরং এমন মহান ধনী ছিলেন যে, রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর মহান বাণীতে তাঁকে رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ জান্নাতে প্রবেশকারী প্রথম ধনী বলে ঘোষণা করেছেন। তাঁর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ ধন-সম্পদ বৃদ্ধির সবচেয়ে বড় কারণ ছিল নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সেই দোয়া, যা দ্বারা তাঁকে رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ ভূষিত করা হয়েছিল। যেমন,

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেন যে, আমি, আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর জন্য এই দোয়া করতে শুনেছি: "আল্লাহ পাক তোমার সম্পদে বরকত দিন এবং কিয়ামতের দিন তোমার হিসাব সহজ করুন।"

(আর রিয়াযুন নাদ্বারা, ২/৩০৬)

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم লোকদেরকে সাদকার জন্য উৎসাহিত করলেন। তখন হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ চার হাজার দিরহাম নিয়ে এসে আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমার কাছে আট হাজার দিরহাম ছিল, এই চার হাজার আল্লাহর রাস্তায় পেশ করলাম এবং চার হাজার আমি আমার পরিবারের জন্য রেখে দিয়েছি।" এর উপর নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে এভাবে দোয়া দিলেন: "আল্লাহ পাক তুমি যা দিয়েছ তাতে বরকত দিন এবং যা পরিবার-পরিজনের জন্য রেখেছো তাতেও (বরকত দিন)।" এই দোয়ার বরকতে তাঁর সম্পদ এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে, যখন তাঁর ইন্তেকাল হলো, তখন

www.dawateislami.net

তিনি দুটি স্ত্রী রেখে গিয়েছিলেন। তাদের প্রাপ্য উত্তরাধিকারের পরিমাণ ছিল এক লক্ষ ষাট হাজার দিরহাম। (তাফসীরে খাযেন, সূরা তাওবা ৭৯নং আয়াতের পাদটীকা, ২/২৬৫)

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর এই দোয়ার বরকত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: "আমি যখন কোনো পাথর তুলি, তখন আমার আশা থাকে যে, নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দোয়ার বরকতে এর নিচে স্বর্ণই পাবো।" সুতরাং, আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় হাবীব, صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দোয়ার বরকতে তাঁর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ উপর রিযিকের দরজা প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন। এমনকি তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ইন্তেকালের পর উত্তরাধিকারের সম্পদ ভাগ করার সময়, তাঁর রেখে যাওয়া সোনা (Gold) কুড়াল দিয়ে কাটতে কাটতে মানুষের হাতে ফোসকা পড়ে গিয়েছিল। (আশ শিফা, ১/৩২৬)

ধনসম্পদের মালিক হওয়া মন্দ নয়:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে যে পরিমাণ ধন সম্পদ দান করা হয়েছিল, তা থেকে জানা যায় যে, প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক হওয়া মন্দ নয়, বরং এটি আল্লাহ পাকের একটি নেয়ামত। কারণ যদি সম্পদ হালাল উপায়ে উপার্জন করে ভালো জায়গায় খরচ করা হয় এবং এর উপর ওয়াজিব হকগুলোও আদায় করা হয়, তাহলে এই সম্পদ সাদাকায়ে জারিয়ার মতো এক অফুরন্ত নেয়ামত, বরং কিয়ামতের দিন اِنۡ شَآءَ اللّٰہ জান্নাতে প্রবেশের কারণও হতে পারে। আর যদি সম্পদকে হারাম উপায়ে উপার্জন করে হারাম পথেই ব্যয় করা হয়, তবে তা দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য কষ্টদায়ক, বরং আখিরাতে জাহান্নামে প্রবেশের কারণও হতে পারে।

www.dawateislami.net

যেমন, আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা উমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللہُ عَنْہُ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন: "দুনিয়া কপট ও সবুজ (সুন্দর), যে এর থেকে হালাল উপায়ে

উপার্জন করে এবং সাওয়াবের পথে খরচ করে, আল্লাহ পাক তাকে সাওয়াব দান করবেন এবং তাকে তার জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর যে এর থেকে হারাম উপায়ে উপার্জন করে এবং অন্যায়ভাবে খরচ করে, আল্লাহ পাক তার জন্য অপমান ও অবজ্ঞার ঘর (অর্থাৎ জাহান্নাম)-কে হালাল করে দেবেন।" (শুয়াবুল ঈমান, ৪/৩৯৬, হাদীস: ৫৫২৭)

জান্নাতে সর্বপ্রথম প্রবেশকারী ধনী:

দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৩৪৬ পৃষ্ঠার বই "কারামাতে সাহাবা" এর ১২৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে যে, রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "اوّل من يدخل الجنّة من اغنياء امّتي عبد الرّحمن بن عوف" অর্থাৎ আমার উম্মতের ধনীদের মধ্যে সর্বপ্রথম আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللہُ عَنْہُ জান্নাতে প্রবেশ করবেন।

(কানযুল উম্মাল, ৬/৩২৮, অংশ-১১, হাদীস: ৩৩৪৯৫)

ধনী কাকে বলে?

غَنِيّ শব্দটি "غَنِيٌّ" থেকে উদ্ভুত, যার দুটি অর্থ রয়েছে: (১) ধনী হওয়া, (২) বেপরোয়া বা অমুখাপেক্ষী হওয়া। এই দুটি অর্থের ভিত্তিতে গনী'র দুটি প্রকার রয়েছে। যেমন হযরত

আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাভী رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ ইরশাদ করেন: "গনী'র দুটি প্রকার রয়েছে: (১) غني بالشّئ والمال, অর্থাৎ যে মাল ও দৌলত অর্জন করে

ধনী হয় এবং (২) غني عن الشّئ, অর্থাৎ যে মাল ও দৌলত থেকে বেপরোয়া হয়, তার কোনো জিনিসের প্রয়োজন বা চাহিদা থাকে না।”

(ফয়যুল কাদীর ৩৩৯৯ নং হাদীসের পাদটীকা, ৩/৩৭০)

প্রকৃত ধনী কে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদিও ধন-সম্পদের মালিক ব্যক্তিকেও গনী (ধনী) বলা হয়, কিন্তু প্রকৃত ধনী তো সেই, যে মাল ও দৌলত থেকে বেপরোয়া (অমুখাপেক্ষী) হয়। সম্পদের প্রাচুর্যের নাম “غِنًى” (ধনীত্ব) নয়, বরং “غِنًى” তো অন্তরের ধনীত্বের নাম। যেমন,

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, সৃষ্টি জগতের মালিক-এর মহান বাণী হলো: “ليس الغني كثرة العرض و لكنّ الغني غني النفس অর্থাৎ غني ধনীত্ব মাল-সম্পদের প্রাচুর্যের নাম নয়, বরং ধনীত্ব তো অন্তরের ধনীত্বের নাম।

(সহীহ বুখারী, ৪/২৩৩, হাদীস: ৬৪৪৬)

এ থেকে জানা গেল যে, “غِنًى” দুই প্রকারের: অর্থাৎ কেউ মাল-সম্পদের প্রাচুর্যের কারণে ধনী বা সম্পদশালী বলে পরিচিত হতে পারে, তবে এটা আবশ্যক নয় যে, সে বাস্তবেও সম্পদশালী হবে। কারণ প্রকৃত ধনী তো সেই, যার অন্তর আল্লাহর নূরে আলোকিত, যার অন্তরে ধন সম্পদের ভালোবাসার পরিবর্তে আল্লাহ পাকের ভালোবাসায় পূর্ণ থাকে এবং সে নিজের সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় কুরবানী করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকে।

সম্পদ উপার্জন সম্পর্কিত কিছু বিধান

দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১১৯৭ পৃষ্ঠার বই “বাহারে শরীয়ত” এর তৃতীয় খণ্ডের ৬০৯ পৃষ্ঠায় সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী

www.dawateislami.net

মুহাম্মদ আমজাদ আলী আ'যমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন যে: ✯ "ততটুকু উপার্জন করা ফরয, যা নিজের জন্য, পরিবার-পরিজনের জন্য এবং যাদের ভরণপোষণ তার উপর ওয়াজিব, তাদের ভরণপোষণের জন্য এবং ঋণ পরিশোধের জন্য যথেষ্ট হয় ✯এরপর তার ইচ্ছা, সে এতটুকুতেই সন্তুষ্ট থাকবে নাকি নিজের এবং পরিবার পরিজনের জন্য কিছু সঞ্চয় করার চেষ্টা করবে ✯ পিতা-মাতা যদি অভাবী ও দরিদ্র হন, তাহলে (সন্তানের উপর) ঋণ (স্বরূপ) যা সেই উপার্জন করবে এবং তাদেরকে প্রয়োজন মতো দেবে। (আল ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া, ৫/৩৪৮ -৩৪৯)

ভবিষ্যতের জন্য জমা করে রাখা:

ভবিষ্যতের জন্য জমা করে রাখা, যাতে প্রয়োজনের সময় কাজে আসে, এমন করা জায়েয আছে। কারণ হাদীস শরীফে এসেছে যে, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের পরিবারের জন্য এক বছরের খাদ্য-সামগ্রী জমা করে রাখতেন। (আল ফাতাওয়ায়ে বাযযাযিয়াহ, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া) (কিতাবুয যাকাত, ২/ ৮৫)

সাজসজ্জার জন্য সম্পদ উপার্জন করা:

সাজসজ্জার জন্য প্রয়োজনের চেয়ে বেশি সম্পদ উপার্জন করা জায়েজ। যেমন, হযরত ইমাম ঈসা বিন মুহাম্মদ হানাফী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর রচনা "আল-মুবতাগা" গ্রন্থে আছে: "সাজসজ্জা এবং সচ্ছলতার জন্য যা উপার্জন করা হয়, তা মুবাহ অর্থাৎ জায়েজ। এমনকি দালান-কোঠা নির্মাণ করা, দেয়ালে নকশা করা এবং দাস-দাসী ক্রয় করা (যা এখন আর পাওয়া যায় না) এই সবই মুবাহ। রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই ফরমান অনুসারে যে, ভালো মাল নেককার ব্যক্তির জন্য উত্তম।" (ইসলাহে আমাল, ১/৭৫২)

www.dawateislami.net

অহংকার ও বড়াই দেখানোর জন্য সম্পদ উপার্জন করা:

অহংকার, মানুষের উপর গর্ব এবং বড়াই দেখানোর জন্য সম্পদ উপার্জন করা হারাম। যেমন, নবী করীম রউফুর রহীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শিক্ষামূলক বাণী হলো: "যে ব্যক্তি অহংকার ও বড়াই করার জন্য ধন সম্পদ অর্জন করে, সে আল্লাহ পাকের সাথে এমন অবস্থায় মিলিত হবে যে, তিনি তার উপর ক্রুদ্ধ থাকবেন।" (শুয়াবুল ঈমান লিল বায়হাকী, ৭/২৯৮, হাদীস: ১০৩৭৫)

সম্পদ "খায়র" (কল্যাণ):

সম্পদ ও দৌলত যদি শরীয়তের চাহিদা অনুযায়ী হয় এবং এর ব্যবহারও ভালো কাজে হয়, তাহলে এতে কোনো ক্ষতি নেই, বরং আল্লাহ পাক নিজেই কুরআনুল কারীমে সম্পদকে "খায়র" (কল্যাণ) বলেছেন। যেমন, ইরশাদ হয়েছে:

اِنۡ تَرَكَ خَيۡرَا ۖۚ الۡوَصِيَّةُ

(পারা ২, সূরা বাকারা: ১৮০)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: যদি সে কোন ধন সম্পদ রেখে যায়, তবে যেন ওসীয়ত করে যায়।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই সম্পদই হলো যার মাধ্যমে আল্লাহ পাক তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার উপর চান, অনুগ্রহ করেন। যদি তাকওয়া ও পরহেযগারীর সাথে ধন-সম্পদও থাকে, তাহলে কোনো ক্ষতি নেই, কারণ নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: لَا بَأۡسَ بِالۡغِنٰى لِمَنِ اتَّقٰى অর্থাৎ মুত্তাকীদের ধনী হওয়ায় কোনো ক্ষতি নেই। (সুনানে ইবনে মাজাহ, ৩/৭, হাদীস: ২১৪১) এবং একটি বর্ণনায় আছে যে, একবার নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কেরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان এর মাঝে তাশরীফ আনলেন। যেমন ভোরের

আলোর পর রাতের অন্ধকার দিনের আলোয় পরিবর্তিত হয়, তেমনি হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার তাঁদের ব্যাকুল হৃদয়ে বসন্তের সকালের মতো কাজ করে, যেন পুরো মাহফিলের রঙই বদলে যায়। আল্লাহ পাক প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র মাথায় পানির ফোঁটাগুলো মুক্তার মতো সৌন্দর্যকে চারগুণ বাড়িয়ে দিচ্ছে, অর্থাৎ নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم গোসল করেছেন বা সৌন্দর্য আরও ফুটে উঠেছে, পবিত্র চেহারায় খুশির চিহ্ন। সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমরা উত্তম চরিত্রের শাহানশাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে খুব খুশি দেখছি, আল্লাহ পাক আপনাকে সর্বদা খুশি ও আনন্দিত রাখুন, দুঃখ ও কষ্টের বাতাসও যেন না লাগে, কারণ আপনার খুশির সাথেই বিশ্ব জগতের খুশি জড়িত এবং আপনার সৌন্দর্য সকল আনন্দের উৎস। ইরশাদ করলেন: হ্যাঁ! সত্যিই আমি খুশি। কেউ কারণ জিজ্ঞাসা করলো না যে, এই খুশির কারণ কী? কথোপকথনের সময় ধন-সম্পদের কথাও উঠলো যে, এটি ভালো না মন্দ? তখন হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সেই ব্যক্তির জন্য ধনী হওয়ায় কোনো ক্ষতি নেই, যে আল্লাহকে ভয় করে।" অর্থাৎ ধনীর অন্তর যদি আল্লাহর ভয়ে পূর্ণ থাকে, তাহলে ধনী হওয়ায় কোনো ক্ষতি নেই। (আল মুসনাদ লিইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৯/৫৩, হাদীস: ২৩২১৮)

সম্পদ অর্জনের সংক্ষিপ্ত পথ ও মাধ্যম:

ধন-সম্পদ অর্জনের ক্ষেত্রে শরীয়তের চাহিদাগুলো মাথায় রেখে চেষ্টা করা উচিত, যাতে আত্মসম্মান হাতছাড়া না হয় এবং এমন কোনো পরিশ্রম ও মাধ্যম ব্যবহার না করা হয়, যার কারণে পরে লজ্জিত হতে হয়। বরং এই বিষয়ে পূর্ববর্তীদের জীবনধারা অনুসরণ করা উচিত। যেমন,

www.dawateislami.net

সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর আত্মমর্যাদা:

বর্ণিত আছে যে, হিজরতের হুকুম পাওয়ার পর যখন হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নিজের সমস্ত ধন- সম্পদ মক্কা মুকাররমায় ছেড়ে খালি হাতে মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছলেন, তখন নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم অন্যান্য মুহাজিরদের মতো তাঁকেও একজন আনসারী সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা সা'দ বিন রবী' رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সাথে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে দিলেন। হযরত সায়্যিদুনা সা'দ বিন রবী' আনসারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ মদীনা মুনাওয়ারার ধনী ও সম্পদশালী ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য হতেন। তিনি তাঁর স্বদেশত্যাগী ও নিঃস্ব ইসলামী ভাইয়ের জন্য আত্মত্যাগের এমন এক উদাহরণ স্থাপন করলেন, যা পৃথিবী যতদিন থাকবে ততদিন স্মরণ করা হবে। আর তা হলো, সর্বপ্রথম তাঁর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নিজের অর্ধেক সম্পদ হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর খিদমতে পেশ করে দিলেন। তারপর এতেই ক্ষান্ত হলেন না, বরং এরপর তিনি যা নিজের ভাইয়ের খিদমতে পেশ করলেন, তাতে তো আসমানও অবাক হয়ে গিয়েছিল। নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মহান খেদমতগার ও উৎসর্গীকৃত সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: "আমার দুটি স্ত্রী আছে, আপনি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পছন্দ করে নিন, আমি তাকে তালাক দিয়ে দেব, তারপর আপনি তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবেন কিন্তু হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُএর আত্মমর্যাদার উপর কুরবান হয়ে যাই! তিনি তাঁর ভাইয়ের এই মহান প্রস্তাব থেকে কোনো সুবিধা গ্রহণ করেননি। কারণ যদি তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُমক্কার মতো

www.dawateislami.net

ঐশ্বর্যশালী ও জাঁকজমকপূর্ণ জীবন লাভ করতে চাইতেন, তবে তা দ্রুত অর্জন করার এই সংক্ষিপ্ত পথটি খুবই সহজ ছিল কিন্তু নবী করীম রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবার থেকে ফয়েয প্রাপ্ত সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ যে আত্মমর্যাদার শিক্ষা নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কাছ থেকে পেয়েছিলেন, তার কারণে সম্পদের এই বিশাল প্রস্তাব তাঁর আত্মমর্যাদাকে কীভাবে বিচলিত করতে পারে? হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ নিজের ভাইকে বললেন: "আল্লাহ পাক আপনাকে বরকত দান করুক, আমি আপনার সম্পদ থেকে কিছুই নেব না, শুধু আপনি এতটুকু অনুগ্রহ করুন যে, আমাকে বাজারের পথ দেখিয়ে দিন।" অর্থাৎ তিনি নিজের হাতে পরিশ্রম করে কষ্ট করে অর্জন করতে চেয়েছিলেন। তখন তাঁর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ভাই হযরত সায়্যিদুনা সা'দ বিন রবী' আনসারী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তাঁকে رَضِیَ اللهُ عَنْهُ 'কাইনুকা' বাজারের পথ দেখিয়ে দিলেন। তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ঘি ও পনিরের ব্যবসা শুরু করলেন। তখন আল্লাহ পাকও তাঁর প্রতি বরকত দান করে তাঁর অনুগ্রহ ও দানের দরজা খুলে দিলেন।

(বুখারী, ২/৪, হাদীস: ২০৪৮)

এ থেকে জানা গেল যে, হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মতো আমাদেরও ধন- সম্পদ অর্জনের ক্ষেত্রে এমন সংক্ষিপ্ত ও সহজ পথ ও মাধ্যম গ্রহণ করার পরিবর্তে নিজের চেষ্টা এবং আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ ও করুণার উপর ভরসা করা উচিত, যাতে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম পূর্ববর্তীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারে।

"মেরী আনে ওয়ালী নাসলে তেরে ইশক হী মে মাচলে,
উনহে নেক তুম বানানা মাদানী মদীনে ওয়ালে"

www.dawateislami.net

সম্পদ জমা করার বিভিন্ন রূপ

সম্পদ জমা না করার বিভিন্ন রূপ সম্পর্কে রযবিয়া দরবারে করা একটি প্রশ্নের উত্তরের সারসংক্ষেপ মাদানী ফুল আকারে পেশ করা হলো:

- ✯ যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের জন্য দুনিয়া থেকে বিমুখতা অবলম্বন করেছে এবং তার উপর পরিবার-পরিজনের দায়িত্বও নেই বা পরিবার-পরিজনই নেই এবং সে তার রবের সাথে ওয়াদা করেছে যে, সে নিজের কাছে দুনিয়ার সম্পদ রাখবে না, তাহলে তার উপর ওয়াজিব যে, সে তার ওয়াদার কারণে সম্পদ জমা না করে। যদি কিছু বাঁচিয়ে রাখে, তাহলে তা ওয়াদা খেলাফী হবে এবং সে শাস্তির যোগ্য হবে।
- ✯ যার নিজের অবস্থা জানা আছে যে, প্রয়োজনের চেয়ে বেশি যা কিছু বাঁচিয়ে রাখে, তা তাকে অবাধ্যতা ও নাফরমানীর দিকে প্ররোচিত করে বা কোনো নাফরমানীর অভ্যাস হয়ে গেছে এবং সে তাতে খরচ করতে থাকে, তাহলে তার উপর গুনাহ থেকে বাঁচা ফরয। আর যখন তার এই অভ্যাসই হয় যে, বাকি সম্পদ সে নিজের কাছে রাখে না, তাহলে এই অবস্থায় তার উপর প্রয়োজনের অতিরিক্ত সমস্ত আয় ভালো কাজে খরচ করে দেওয়া ওয়াজিব হবে।
- ✯ যে এমন অধৈর্য যে, এক বেলার উপবাসও তার সহ্য হয় না এবং উপবাস অবস্থায় অভিযোগ করতে শুরু করে, যদিও শুধু মনে মনেই করে এবং মুখে না আনে, অথবা অবৈধ উপায়ে যেমন চুরি বা ভিক্ষা ইত্যাদিতে লিপ্ত হয়, তাহলে তার উপর প্রয়োজন মতো কিছু সম্পদ জমা রাখা ওয়াজিব।

www.dawateislami.net

✯ যদি মজুর হয় যে, প্রতিদিনের আয় প্রতিদিন করে, তাহলে তার উপর ততটুকুই সম্পদ জমা রাখা ওয়াজিব, যা একদিনের জন্য যথেষ্ট।

✯ আর যদি বেতনভোগী হয় বা কোনো বাড়ি বা দোকান ইত্যাদির মাসিক ভাড়ায় জীবিকা নির্বাহ করে, তাহলে ততটুকু সম্পদ জমা রাখা ওয়াজিব, যা এক মাসের জন্য যথেষ্ট।

✯ আর যদি জমিদার হয় যে, ফসল ছয় মাস বা বছরে পায়, তাহলে তার উপর ছয় মাস বা সারা বছরের প্রয়োজনের জন্য সম্পদ জমা রাখা ওয়াজিব।

✯ মনে রাখতে হবে যে, বান্দার উপর মূল জীবিকার উৎস প্রয়োজন মতো বাকি রাখা সর্বাবস্থায় ওয়াজিব।

✯ যদি সম্পদ জমা না রাখায় কারো মন ব্যথিত হয়, ইবাদত ও যিকিরে ব্যাঘাত ঘটে, তাহলে প্রয়োজন মতো জমা রাখা উত্তম।

✯ আর যদি সম্পদ জমা রাখায় কারো মন চিন্তাযুক্ত থাকে এবং সে সম্পদের হেফাযতেই লেগে থাকে, তাহলে জমা না রাখা উত্তম, কারণ আসল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর যিকিরের জন্য অবসর হওয়া আর যে জিনিস এতে ব্যাঘাত ঘটায়, তা নিষিদ্ধ। কারণ যে সব লোক "নফসে مُطْمَئِنَّه (প্রশান্ত আত্মা)-এর মালিক, অর্থাৎ সম্পদ না থাকায় তাদের মন চিন্তিত হয় না, তাদের অবকাশ আছে যে, চাইলে প্রয়োজন মতো মাল সাদকা ও খয়রাত করে দিতে পারে বা নিজের কাছেই রাখতে পারে। আর পরিবার-পরিজন সম্পন্ন ব্যক্তিও নিজের নফসের ব্যাপারে একাকী ব্যক্তির মতো, অর্থাৎ বিষয় যদি তার নিজের হয়, তাহলে সে একাকী ব্যক্তির মতো, কিন্তু সন্তানদের ভরণপোষণ শরীয়ত তার উপর ফরয করেছে। সে তাদেরকে দুনিয়া থেকে বিমুখতা অবলম্বন করতে এবং

www.dawateislami.net

ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ধৈর্যধারণ করতে বাধ্য করতে পারে না। নিজের জীবনকে যত খুশি পরীক্ষায় ফেলতে পারে, কিন্তু সন্তানদেরকে খালি (অসহায়) ছেড়ে দেওয়া তার জন্য হারাম।

☆ সমস্ত সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে দেওয়া সেই বান্দার জন্যই জায়েয, যার সমস্ত সন্তান-সন্ততি ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ।

(ফাতাওয়ায়ে রযবিয়া, ১/৩১১ - ৩২৭)

সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মাদানী চিন্তা

দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৩৯ পৃষ্ঠার পুস্তিকা: "খাযানে কে আমবার" এর ২০ পৃষ্ঠায় পঞ্চদশ শতাব্দীর মহান ইলমী ও আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব, শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন যে, হযরত সায়্যিদুনা মাসলামা বিন আব্দুল মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জাহেরী জীবনের শেষ মুহূর্তে উপস্থিত হয়ে বললেন: "হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনিও অতুলনীয় সাদাসিধে জীবনযাপন করে দুনিয়া থেকে বিদায় নিচ্ছেন, আপনার ১৩ জন পুত্র আছে, কিন্তু উত্তরাধিকার সূত্রে তাদের জন্য কোনো ধন সম্পদ রেখে যাননি!" এটা শুনে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: "আমি আমার সন্তানদের হক (অধিকার) আটকে রাখিনি এবং অন্যদের হকও তাদের দিইনি। আর আমার সন্তানদের দুটি অবস্থা হতে পারে: যদি তারা আল্লাহ পাকের আনুগত্য করে, তাহলে তিনি তাদের জন্য

www.dawateislami.net

যথেষ্ট হবেন, কারণ আল্লাহ পাক নেককার লোকদের জন্য যথেষ্ট হন। আর যদি আমার সন্তানরা অকৃতজ্ঞ হয়, তাহলে আমার কোনো পরোয়া নেই যে, আমার পরে আর্থিক দিক থেকে তাদের জীবন কীভাবে অতিবাহিত হবে।"

(ইহইয়াউল উলূম, ৩/২৮৮)

সন্তানদের প্রয়োজন পূরণ করা ওয়াজিব:

যদি কারো কাছে সম্পদ থাকে, তাহলে তার জন্য এটাই হুকুম যে, সদকা করার পরিবর্তে সে যেন নিজের সন্তানদের প্রয়োজনের জন্য রেখে দেয়। (খাযানে কে আমবার, ২০) কারণ সন্তানদের ভরণ পোষণ শরীয়ত তার উপর ফরয করেছে। সে তাদেরকে দুনিয়া থেকে বিমুখতা অবলম্বন করতে এবং ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ধৈর্যধারণ করতে বাধ্য করতে পারে না। নিজের জীবনকে যত খুশি পরীক্ষায় ফেলতে পারে কিন্তু সন্তানদেরকে খালি (অসহায় অবস্থায়) ছেড়ে দেওয়া তার জন্য হারাম। যেমন নবী করীম রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান বাণী হলো: "كَفٰى بِالْمَرْءِ اِثْمًا اَنْ يُّضَيِّعَ مَنْ يَّقُوْتُ অর্থাৎ বান্দা গুনাহগার হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, যার ভরণপোষণ তার উপর ওয়াজিব, তাকে সে নষ্ট করে দেয়। (সুনানে আবি দাউদ, ২/১৮৪, হাদীস: ১২৯৬)

আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দীদে দ্বীন ও মিল্লাত মাওলানা শাহ আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ফাতাওয়ায়ে রযবিয়া শরীফে লিখেন যে, পরিবার-পরিজনকে (স্ত্রী-সন্তানদের) ক্ষুধার্ত রাখা জায়েয নয়। তার তাদের ক্ষেত্রে এটা সম্ভব নয় এবং একইভাবে উপার্জনকারীর তাওয়াক্কুল করাও জায়েয নয় পরিবারের ক্ষেত্রে ভরসা করে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া বা ভরসা করে তাদের খরচাদির ব্যবস্থা না করে বসে থাকা হারাম। আর যদি সে তাদের ধ্বংসের কারণ হয়, তাহলে এই সে-ই ধরা পড়বে।

(ফাতাওয়ায়ে রযবিয়া, ১০/৩২৩)

www.dawateislami.net

মেরে গাওস কা ওয়াসীলা, রহে শাদ সব কবীলা,
উনহে খুলদ মে বাসানা, মাদানী মদীনে ওয়ালে

উত্তরাধিকারের জন্য সম্পদ রেখে যাওয়ার হুকুম

হযরত সায়্যিদুনা সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, প্রিয় নবী রাসূলে আরবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "তোমার উত্তরাধিকারীদেরকে ধনী হিসাবে রেখে যাওয়া, তাদেরকে গরীব ও অভাবী হিসাবে রেখে যাওয়ার চেয়ে উত্তম, যাতে তারা (অভাবের কারণে) মানুষের সামনে হাত পাততে বাধ্য না হয়।"

(সহীহ বুখারী, ২/২৩২, হাদীস: ২৭৪২)

তাকওয়া ও ফাতাওয়ার মধ্যে পার্থক্য:

বিখ্যাত মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন যে, হযরত আবু যর গিফারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাকওয়ার ক্ষেত্রে কারো পরোয়া করতেন না। এই তাকওয়ার কারণেই তিনি অনেক কষ্টও সহ্য করেছেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ মক্কা মুয়াযযামায় এসে মুসলমান হয়েছিলেন, যখন কাফেরদের অনেক দাপট ছিল। তিনি বারবার কাফেরদের মজলিসে এসে নিজের ইসলাম ও ঈমানের ঘোষণা দিতেন এবং তাদের হাতে অনেক কষ্ট পেতেন। তাঁর অবস্থান ছিল এই যে, সম্পদ রাখা হারাম, যা পাবে সাথে সাথে খরচ করে দাও এবং তিনি এর উপর আমলও করতেন।

"তজ ঢাল মাল ও ধন কো, কোড়ী না রাখ কাফন কো"
"জিসনে দিয়া হ্যায় তন কো, দেগা ওহী কাফন কো"

www.dawateislami.net

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা উসমান গনী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হযরত সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর উপস্থিতিতে হযরত সায়্যিদুনা কা'ব আহবার رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর কাছে মাসআলা জিজ্ঞাসা করলেন যে, হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ অনেক সম্পদ রেখে গেছেন, আপনার কী মনে হয়? সম্পদ জমা করা এবং সন্তানদের জন্য রেখে যাওয়া জায়েয কি না? কারণ হযরত আবু যর গিফারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সবচেয়ে বেশি দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত সাহাবীদের মধ্যে গণ্য হতেন, তিনি দুনিয়া বিমুখতা ও দুনিয়া ত্যাগের হাদীসের উপর কঠোরভাবে আমল করতেন। তাই তাঁর উপস্থিতিতে এই প্রশ্নোত্তর হয়েছিল, যাতে তাঁর সামনে শরীয়তের হুকুম এবং পরহেযগারীতা, তাকওয়া ও ফাতাওয়ার মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায়। অর্থাৎ ধন সম্পদ জমা রাখা, মৃত্যুর পর রেখে যাওয়া হালাল, যখন এর থেকে যাকাত, ফিতরা, কুরবানী, বান্দার হক আদায় করা হয়েছে। এই সব বিষয় তার অন্তর্ভুক্ত নয়, যার নিন্দা কুরআনুল কারীমে এসেছে।

(মিরাতুল মানাযিহ, ৩/৮৮, ৮/৫৪৭)

জানা গেল যে, হযরত আবু যর গিফারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এবং হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর চিন্তা ভিন্ন ছিল। তাঁরা ধন সম্পদ থেকে পালাতেন এবং তাঁদের কাছে ধন সম্পদ কখনও থাকতো না, বরং এদিকে আসত ও ওদিকে চলে যেত।

যেসব লোক "নফসে মুতমাইন্না" (প্রশান্ত আত্মা)-এর মালিক, অর্থাৎ সম্পদ না থাকায় তাদের মন ব্যথিত হয় না, তাদের জন্য অবকাশ আছে যে, চাইলে প্রয়োজন মতো মাল সদকা ও খয়রাত করে দিতে পারে বা নিজের কাছেই রাখতে পারে। হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর গণনা সেইসব লোকদের মধ্যেই হয়, যাঁদের অন্তর ধন সম্পদ না থাকায় কখনও ব্যথিত হয়নি, বরং বহুবার তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ

www.dawateislami.net

আল্লাহর রাস্তায় নিজের ধন সম্পদ পানির মতো বইয়ে দিয়েছেন, যার ফলে নবী করীম রউফুর রহীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সম্পদকে বরকতের দোয়া দ্বারা ধন্য করেছেন।

উত্তরাধিকারের জন্য কতটুকু মাল রেখে যাওয়া উচিত?

আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দেদে দ্বীন ও মিল্লাত মাওলানা শাহ আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ ফাতাওয়ায়ে রযবিয়া শরীফে বলেন যে, সেই (সম্পদের) পরিমাণ, যা তাদের (উত্তরাধিকারীদের) জন্য রেখে যাওয়া সমীচীন, আমাদের ইমাম আবু হানীফা رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ থেকে চার হাজার দিরহাম বর্ণিত আছে, অর্থাৎ প্রত্যেককে এতটুকু অংশ পৌঁছাবে। আর ইমাম আবু বকর ফযল رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ থেকে দশ হাজার দিরহাম বর্ণিত আছে।

(ফাতাওয়ায়ে রযবিয়া, ১০/৩২৬)

আল্লাহ ওয়ালাদের মধ্যে বণিকরাও গণ্য:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ যখন ব্যবসা শুরু করলেন, তখন তাঁকে অগণিত বরকত এবং অফুরন্ত মাল ও দৌলত দান করা হলো এবং তাঁকে সেই সময়ের বড় বণিকদের মধ্যে গণ্য করা হতো। বরং একটি বর্ণনায় আছে যে, হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে আল্লাহ ওয়ালা বণিকদের মধ্যে গণ্য করা হতো। **(ফেরদৌসুল আখবার, ১/৩৭৫, হাদীস: ২৭৮৯)**

"ব্যবসা নবীদের সুন্নাত"

এটা কি সত্যিই সুন্নাত? এখানে ব্যবসার ২২টি মাদানী ফুল (শিক্ষা) দেওয়া হলো:

www.dawateislami.net

(১) বর্ণিত আছে যে, "আল্লাহ পাক রিযিককে দশ ভাগ করেছেন, নয় ভাগ ব্যবসাকে দিয়েছেন এবং এক ভাগ সারা দুনিয়াকে।"

(ইসলামী জিন্দেগী, ১৬৯)

(২) রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "সত্যবাদী, আমানতদার বণিক নবী, সিদ্দীক ও শহীদদের সাথে থাকবে।

(সুনানে তিরমিযী, ৩/৫, হাদীস: ১২১৩)

(৩) ব্যবসায়ীদের কিয়ামতের দিন পাপীদের সাথে উঠানো হবে না, তবে সেই ব্যবসায়ী যে মুত্তাকী, মানুষের সাথে অনুগ্রহ করে এবং সত্য কথা বলে। (সুনানে তিরমিযী, ৩/৫, হাদীস: ১২১৪)

(৪) সমস্ত উপার্জনের মধ্যে সবচেয়ে পবিত্র হলো সেই ব্যবসায়ীর উপার্জন, যখন কথা বলে মিথ্যা বলে না, যখন তাদের কাছে আমানত রাখা হয় খিয়ানত করে না, যখন ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে না, যখন কোনো জিনিস ক্রয় করে তখন তার নিন্দা (খারাপ দিক) চর্চা করে না, যখন নিজের জিনিস বিক্রি করে তখন প্রশংসায় অতিরঞ্জন করে না, যখন তাদের কাছে কারো পাওনা থাকে তখন দিতে গড়িমসি করে না এবং যখন নিজের জিনিস কারো থেকে নেয় তখন কঠোরতা প্রদর্শন করে না। (শুয়াবুল ঈমান, ৪/২২১, হাদীস: ৪৮৫৪)

(৫) (ব্যবসা) অত্যন্ত উত্তম ও উৎকৃষ্ট কাজ, কিন্তু অধিকাংশ ব্যবসায়ী মিথ্যা কথার আশ্রয় নেয় এবং মিথ্যা শপথও করে। এইজন্য অধিকাংশ হাদীসে যেখানে ব্যবসার আলোচনা এসেছে, সেখানে মিথ্যা বলা এবং মিথ্যা শপথ করার নিষেধাজ্ঞাও এসেছে। আর এই ঘটনাও আছে যে, যদি ব্যবসায়ী তার সম্পদে বরকত দেখতে চায়, তাহলে সে এই খারাপ কাজগুলো থেকে বিরত থাকবে। (ব্যবসা সম্পর্কে বিস্তারিত মাসআলা জানার জন্য বাহারে শরীয়ত ২/৬০৮ পৃষ্ঠা, ফাতাওয়ায়ে রযবিয়া, ১৭/৮১ পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করুন।)

www.dawateislami.net

ব্যবসায়ীদের এই সব দুর্নীতির কারণেই বাজারকে পৃথিবীর সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্থান বলা হয়েছে এবং শয়তান প্রতিদিন সকালে নিজের পতাকা নিয়ে বাজারে পৌঁছে যায় এবং অপ্রয়োজনে বাজারে যাওয়াকে মন্দ বলা হয়েছে। (বাহারে শরীয়ত, ২/৬১৩)

(৬) ব্যবসায়ীদের জন্য ব্যবসার প্রয়োজনীয় মাসআলা শেখা ফরয। যেমন, ফাতাওয়ায়ে আলমগীরীতে আছে: যতক্ষণ পর্যন্ত ক্রয়-বিক্রয়ের মাসআলা- জানা না থাকে যে, কোন বিক্রি জায়েয এবং কোনটি নাজায়েয, ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যবসা করবে না। (ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া, ৫/৩৬৩)

(৭) ব্যবসায় এত মগ্ন হবে না যে, আল্লাহর যিকির থেকেও উদাসীন হয়ে যায়। যেমন বর্ণিত আছে যে, সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ক্রয়-বিক্রয় এবং ব্যবসা করতেন কিন্তু যখন আল্লাহর হকগুলোর মধ্যে কোনো হক সামনে আসতো, তখন ক্রয়-বিক্রয় এবং ব্যবসা তাদেরকে আল্লাহর যিকির থেকে বিরত রাখতে পারতো না, বরং প্রথমে তাঁরা সেই হক আদায় করতেন। (সহীহ বুখারী, ২/৮)

(৮) ব্যবসায়ীদের উচিত ক্রয়-বিক্রয়ে নম্রতা অবলম্বন করা, কারণ হাদীস শরীফে এর প্রশংসা করা হয়েছে। যেমন, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আল্লাহ পাক সেই ব্যক্তির উপর দয়া করে, যে বিক্রি, ক্রয় এবং পাওনা আদায়ের ক্ষেত্রে সহজতা করে।

(বুখারী, ২/১২, হাদীস: ২০৭৬)

(৯) যদিও প্রত্যেক মুসলমানের উত্তম চরিত্রবান হওয়া আবশ্যক, কিন্তু ব্যবসায়ীদের বিশেষভাবে উত্তম চরিত্রবান হওয়া উচিত, কারণ এটি ব্যবসায় বরকতের একটি কারণ। যে ব্যবসায়ী বদমেজাজী হয়, সাধারণত দেখা যায় যে, তার ব্যবসা থেকে বরকত উঠে যায়। যে

www.dawateislami.net

গ্রাহক একবার আসে, সেই বদমেজাজের কারণে দ্বিতীয়বার আসে না।

(১০) ব্যবসায়ীদের সৎ চরিত্রবান, বিশ্বস্ত হওয়া জরুরী। অসৎ চরিত্র, দুর্বৃত্ত হারামখোর কখনও ব্যবসায় সফল হতে পারে না। বিশ্বস্ততার কারণেই মানুষ তার উপর ভরসা করবে। কম ওজনকারী, মিথ্যাবাদী, খিয়ানতকারী কিছুদিন তো বাহ্যিকভাবে লাভ করতে পারে কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে কঠোর ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

(১১) যদিও দুনিয়াতে কোনো কাজই পরিশ্রম ছাড়া হয় না, কিন্তু ব্যবসা কঠোর পরিশ্রম, তৎপরতা এবং সাবধানতার সহিত করা চাই। অলস, ধীরগতির মানুষ কখনও কোনো কাজে সফল হতে পারে না। প্রসিদ্ধ প্রবাদ আছে যে, "পরিশ্রম ছাড়া তো লোকমাও মুখে যায় না।" ব্যবসায়ী যত বড়ই মানুষ হয়ে যাক না কেন, সব কাজ চাকরদের উপরই ছেড়ে দেবে না। কিছু কাজ নিজের হাতেও করবে, এর বরকতে অলসতা ও চাকরদের মন্দ ধারণা তার কাছে আসবে না। اِنْ شَآءَ الله

(১২) ব্যবসার নীতিগুলোর মধ্যে এটাও আছে যে, প্রথমে বড় ব্যবসা শুরু করা উচিত নয়, বরং সাধারণ কাজ দিয়ে শুরু করবে এবং তারপর ধীরে ধীরে তার দিকে অগ্রসর হবে। কারণ প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এক ব্যক্তিকে কাঠ কেটে বিক্রি করার হুকুম দিয়েছিলেন।

(১৩) ব্যবসা শুরু করার আগে বাণিজ্যিক কাজের নির্বাচন/ নির্ধারণ করা জরুরী, কারণ সব কাজ সবার জন্য উপযুক্ত হয় না। এক ব্যক্তি কোনো জিনিসের ব্যবসা করে অনেক লাভ করে, তাকে দেখে দ্বিতীয়জন শুরু করে কিন্তু সে সেই লাভ পায় না, কারণ তা তার জন্য উপযুক্ত নয়।

www.dawateislami.net

(১৪) ব্যবসা শুরু করার আগে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সম্পূর্ণ তথ্য জেনে নেবে, কারণ তথ্য ছাড়া যে ব্যবসা শুরু করা হয়, তাতে ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই অর্জন হয় না, বরং সব কিছু অন্যদের হাতে চলে যায়।

(১৫) তাড়াহুড়ো করে কাজ করবে না। কিছু ব্যবসায়ী ব্যবসা শুরু করেই কোটিপতি হওয়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। যদি সেদিন লাভ না হয়, তাহলে তারা সেই কাজ ছেড়ে দিয়ে অন্য কাজ শুরু করে। আল্লাহ পাকের উপর তাওয়াক্কুল ও ভরসা করে অটলতা অবলম্বন করবে, কারণ এটাও বরকতের একটি কারণ।

(১৬) কিছু ব্যবসায়ী দ্রুত ধনী হওয়ার আশায় বেশি লাভে ব্যবসা করে। একই জিনিস অন্য জায়গায় সস্তায় বিক্রি হয় আর তাদের কাছে দামী। লাভ অর্জনের ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয়ের পাশাপাশি বাজারের দরও খেয়াল রাখা উচিত। লাভ অর্জনের একটি মূলনীতি হলো, সাধারণ জিনিসপত্রে লাভ কম করা উচিত, যেখানে দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য জিনিসপত্রে লাভের পরিমাণ বাড়ানো যেতে পারে।

(১৭) ব্যবসার ব্যর্থতার একটি কারণ হলো অহেতুক খরচ। কিছু অনভিজ্ঞ ব্যবসায়ী সাধারণ ব্যবসায় অনেক খরচ করে ফেলে। তাদের ছোট দোকান এত খরচ বহন করতে পারে না, শেষে ব্যর্থতার সম্মুখীন হতে হয়।

(১৮) বাজার (মার্কেট)-এর মূল্য সম্পর্কে অভিজ্ঞতাও ব্যবসায় সফলতার মূল। বহুবার দেখা গেছে যে, অনেক ব্যবসায়ী বাজারের মূল্য না জানার কারণে প্রতারিত হয় এবং তাদের ব্যর্থতার সম্মুখীন হতে হয়।

(১৯) বিনা কারণে মাল আটকে রাখাও ব্যবসায় বরকতহীনতার কারণ। কিছু ব্যবসায়ী দাম বাড়ার অপেক্ষায় মাল আটকে রাখে, তারা

www.dawateislami.net

মারাত্মক ভুল করে, কারণ কখনও কখনও দামী মাল সস্তা হয়ে যায় এবং যদি কিছু সামান্য লাভও হয়, তাহলেও বিশেষ কোনো মুনাফা অর্জনা হয় না। বছরে একবার একশ টাকা লাভ করার চেয়ে প্রতিদিন দশ টাকা লাভ করা উত্তম। (ইসলামী জিন্দেগী, ১৫৬)

ইহতিকার (মজুদদারি) নিষিদ্ধ। অর্থাৎ খাবারের জিনিস আটকে রাখা, যাতে দামী হলে বিক্রি করা যায়, তা নিষেধ। যেমন, একটি হাদীসে পাকে রয়েছেঃ যে চল্লিশ দিন পর্যন্ত ইহতিকার করবে, আল্লাহ পাক তাকে কুষ্ঠ ও দরিদ্র্যতায় লিপ্ত করবেন। ইহতিকার মানুষের খাবারের জিনিসপত্রেও হয়, যেমন শস্য, আঙ্গুর, বাদাম ইত্যাদি এবং পশুর খাদ্যেও হয়, যেমন ঘাস, খড়। ইহতিকার তখনই বলা হবে, যখন সেই শস্য আনা সেখানকার লোকদের জন্য উপকারী হয়, অর্থাৎ এর কারণে মুদ্রাস্ফিতি হয়ে যায় বা এমন পরিস্থিতি হয় যে, সমস্ত শস্য তারই দখলে থাকে এবং তার আটকে রাখার কারণে দুর্ভিক্ষ পড়ার আশঙ্কা থাকে, অন্য জায়গায় শস্য পাওয়া যায় না। (বাহারে শরীয়ত, ৩/৪৮২)

(২০) ব্যবসার মাল থেকে যাকাত আদায় করে তাকে পবিত্র ও পরিষ্কার করতে থাকবে, কারণ যে মাল থেকে যাকাত আদায় করা হয় না, তা থেকে বরকত তুলে নেওয়া হয়।

(২১) ব্যবসায়ীর জন্য যেমন তার গ্রাহকের সাথে উত্তম আচরণ করা, জরুরী, তেমনি অন্যান্য ব্যবসায়ীদের সাথেও উত্তম ব্যবহার অত্যন্ত, জরুরী, যাতে বিনা শরয়ী কারণে অন্য ব্যবসায়ীর সাথে অসন্তুষ্ট মূলুক আচরণ তার নিজের ব্যবসার উপর খারাপ প্রভাব ফেলতে পারে। এছাড়াও তাদের সম্পর্কে হিংসা ও বিদ্বেষ দেখা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবে।

www.dawateislami.net

(২২) অবসর ও বেকার বসে থাকার চেয়ে হালাল উপার্জন করা উত্তম, কারণ হালাল থেকে ইবাদতে রুচি, নেকীর স্পৃহা এবং আনুগত্যের প্রেরণা সৃষ্টি হয়। যে ঘরে শুধু খাওয়ার লোক থাকে, উপার্জনকারী থাকে না, সেই ঘর কয়েকদিনের মেহমান।

(বাহারে শরীয়ত, ২/৬১১, ইসলামী জিন্দেগী, ১৪৯)

তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বিনয় ও নম্রতা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকাল কারো কাছে চার পয়সা এলেই তার মধ্যে অহংকার সৃষ্টি হয়ে যায়, পরিবারের সদস্য, বন্ধু-বান্ধব ইত্যাদির সাথে তার আচরণ সম্পূর্ণ বদলে যায়। হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ ধনী হওয়া সত্ত্বেও অত্যন্ত বিনয়ী ও সাদাসিধে স্বভাবের মালিক ছিলেন। যেমন, হযরত সায়্যিদুনা সা'দ বিন হাসান رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বর্ণনা করেন যে, হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর মধ্যে সাদাসিধে ও বিনয়ের কারণে তাঁকে তাঁর গোলামদের মধ্যে চেনা যেত না যে, গোলাম কে আর মালিক কে? (সিয়ারে আলামিন নুবালা, ৩/৫২)

সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর দানশীলতা:

বিখ্যাত মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ "মিরাতুল মানাজীহ" গ্রন্থে হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর দানশীলতার কিছু ঝলক উল্লেখ করেছেন। লক্ষ্য করুন:

www.dawateislami.net

✯ হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র যাহেরী হায়াতে তিনি একবার চার হাজার দিনার দান করেছিলেন।

✯ একবার চল্লিশ হাজার দিনার আল্লাহর রাস্তায় দিয়েছিলেন।

✯ একবার পাঁচশ ঘোড়া মুজাহিদদের দিয়েছিলেন।

✯ একবার দেড় হাজার উট আল্লাহর রাস্তায় দিয়েছিলেন।

✯ মৃত্যুর সময় পঞ্চাশ হাজার দিনার দান করার ওসিয়ত করেছিলেন।

✯ একবার তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তো নিজের ব্যবসার সমস্ত মাল দান করার ওসিয়ত করেছিলেন, কিন্তু পরে সুস্থ হয়ে গেলে সেই মাল নিজেই দান করে দিয়েছিলেন।

✯ একবার সাহাবীদের বললেন যে, যে আহলে বদর (বদরের যোদ্ধা) হবে, তাদের প্রত্যেককে চারশ দিনার করে দেবো।

✯ একবার একদিনে দেড় লক্ষ দিনার দান করেছিলেন, রাতে হিসাব করলেন। তারপর বললেন যে, আমার সমস্ত মাল মুহাজির ও আনসারদের উপর সাদকা, এমনকি বললেন আমার পোশাক অমুককে এবং আমার পাগড়ি অমুককে। হযরত জিবরাঈল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام উপস্থিত হয়ে আরয করলেন: হে আল্লাহর রাসূল! আব্দুর রহমানের সদকা কবুল, তাঁকে বিনা হিসাবে জান্নাতী হওয়ার সংবাদ দিন।

✯ তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ত্রিশ হাজার গোলাম আযাদ করেছিলেন।

✯ উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর খিদমতে একটি বাগান পেশ করেছিলেন (যা চার লক্ষ দিরহামে বিক্রি হয়েছিল)। (মিরাতুল মানাজিহ, ৮/৪৪৫)

"তন মান ধন সব আপনা লুটা কর, আপ কে ইশক মে খুদ কো গুমা কর"
"কোয়ী ভুল্লে শাহ বানা হ্যায়, তো কোয়ী কালান্দারে লাল,
মদীনে ওয়ালে মেরে লাজপাল।

www.dawateislami.net

সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ ও খোদাভীতি:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ সেসব লোকদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যাঁরা সম্পদ দ্বারা আল্লাহ পাকের অনুগ্রহে আল্লাহর সৃষ্টিকে খুব ভালোভাবে তৃপ্ত করেছেন, কিন্তু নিজে কখনও সম্পদের নেশায় মত্ত হননি। আল্লাহ পাক তাঁকে অগণিত ধন সম্পদ দ্বারা ধন্য করেছিলেন, কিন্তু এই দুনিয়াবী ধন সম্পদ এবং আরাম ও আয়েশ কখনও তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ পবিত্র অন্তরে প্রভাব ফেলতে পারেনি। এর অনুমান এই বর্ণনা থেকে করা যেতে পারে যে, একদিন তাঁর সামনে খাবার রাখা হলো, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ সেদিন রোযাদার ছিলেন। আল্লাহ পাকের সুস্বাদু নেয়ামতগুলো দেখে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এভাবে বললেন: "হযরত সায়্যিদুনা মুস'আব বিন উমাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ শহীদ হয়েছিলেন, যদিও তিনি আমার চেয়ে উত্তম ও যোগ্যতর ছিলেন। যখন তাঁর শাহাদাত হলো, তখন তাঁর জন্য যে কাপড় ছিল তা এতটুকু ছিল যে, যদি মাথা ঢাকা হতো তাহলে পা খুলে যেতো আর পা ঢাকা হলে তো মাথা খুলে যেতো। আর সায়্যিদুশ শুহাদা হযরত সায়্যিদুনা আমীর হামযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর দাফন ও কাফনেও একটি অবিস্মরণীয় আখেরাতের (চিত্র) আছে যে, যখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ শহীদ হলেন, তখন একটি চাদর ছাড়া কাফনের জন্য আর কিছুই ছিল না। আর এক আমরা আছি যে, আমাদের উপর দুনিয়া প্রশস্ত করে দেওয়া হয়েছে। আমার ভয় হচ্ছে, আমাদের নেকীর প্রতিদান আমাদেরকে (দুনিয়াতেই) তাড়াতাড়ি দেওয়া হচ্ছে না তো?" এরপর তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ চোখ থেকে অশ্রুর এক স্রোত বয়ে গেল, এমনকি সামনে থাকা খাবারের দিকে মনোযোগই রইল না। **(সহীহ বুখারী, ১/৪৩১, হাদীস: ৪৩১)**

www.dawateislami.net

পূর্বসূরীদের জীবনী স্মরণ করা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শুনলেন তো আপনারা যে, হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এতো ধন সম্পদ থাকা সত্ত্বেও দুনিয়া থেকে এমন বিমুখ ছিল যে, কখনও নিজের অতীত ভুলতেন না, বরং যখনই সুযোগ পেতেন, ইসলামের প্রথম যুগকে স্মরণ করতেন, তাঁর সোনালী স্মৃতি তাজা হয়ে যেত, দারিদ্র্য ও অভাবের প্রথম যুগে দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়া নিজের মুসলমান ভাইদের কথা মনে পড়ত, তখন বর্তমান ধন সম্পদের প্রাচুর্য সম্পূর্ণ ভুলে যেতেন। কারণ তিনি জানতেন যে, এই অস্থায়ী দুনিয়া থাকবে না, আসল সফলতা ও সৌভাগ্য তো আল্লাহ পাকের দরবারে সফল হয়ে চিরস্থায়ী জীবনে শান্তি পাওয়া। আমাদেরও উচিত এই নশ্বর ও অস্থায়ী দুনিয়াতে মন লাগানোর পরিবর্তে অনন্ত ও চিরস্থায়ী সাফল্যকে নিজের জীবনের উদ্দেশ্য বানানো। আর যেভাবে হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ অত্যন্ত ধনী হওয়া সত্ত্বেও সাহাবায়ে কেরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان এর সাদাসিধে জীবনকে স্মরণ করতেন, আমাদেরও তাঁদের জীবনীকে জীবনের পথে আলোর মশাল বানানো উচিত।

দুনিয়াবী স্বাদ থেকে বিমুখতা:

হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এবং আমাদের অন্যান্য পূর্বপুরুষরা কখনও দুনিয়াবী (স্বাদ বা ভোগ-বিলাস)এর দিকে মনোযোগ দেননি এবং নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان এর সন্তুষ্টির জন্য দুনিয়াবী স্বাদ বা ভোগ বিলাস থেকে বিমুখতা

অবলম্বন করেছেন। যেমন দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১৫৪৮ পৃষ্ঠার বই "ফয়যানে সুন্নাত" এর ৬৪৫ পৃষ্ঠায় শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: পারা ২৬, সূরা আল-আহক্বাফের ২০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'আলার শিক্ষামূলক ফরমান রয়েছে:

أَذْهَبْتُمْ طَيِّبٰتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ۚ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ

(পারা ২৬, সূরা আল-আহক্বাফ: ২০)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: তোমরা আপন অংশের পবিত্র বস্তুসমূহ আপন পার্থিব জীবনেই নিশ্চিহ্ন করে বসেছো এবং সেগুলো ভোগ করেছো। সুতরাং আজ তোমাদেরকে লাঞ্ছনার শাস্তিই বিনিময়ে দেয়া হবে।

খলীফায়ে আ'লা হযরত, মুফাসসীরে কুরআন, হযরত সদরুল আফাযিল আল্লামা মাওলানা মুফতী সৈয়্যদ মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه "খাযায়িনুল ইরফান" গ্রন্থে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: "এই আয়াতে আল্লাহ পাক দুনিয়াবী স্বাদ গ্রহণ করার জন্য কাফেরদেরকে তিরস্কার (অর্থাৎ ভর্ৎসনা) করেছেন। তাই নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان দুনিয়াবী ভোগ বিলাস থেকে বিমুখতা অবলম্বন করেছেন।

বুখারী ও মুসলিমের হাদীস শরীফে আছে; নবী করীম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যাহেরী ওফাত পর্যন্ত হুযুরের আহলে বাইত عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان কখনও যবের রুটিও পরপর দুই দিন খাননি। এটাও হাদীসে আছে যে,

www.dawateislami.net

পুরো পুরো মাস কেটে যেত, কিন্তু পবিত্র ঘরের (চুলায়) আগুন জ্বলতো না, কয়েকটি খেজুর এবং পানির মাধ্যমেই জীবন অতিবাহিত হতো।

"খানা তো দেখা ভী জও কী রুটি, বে-ছানা আটা রুটি ভী মোটী,
ওহ ভী শিকম ভর রোয না খানা, صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم
"কওনো মাকাঁ কে আকা হো কর, দোনো জাহাঁ কে দাতা হো কর,
ফাকে সে হ্যায় সরকারে দো আলম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটা ওই মহান রবের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র অবস্থা, যাঁর হাতে দুই জাহানের ভান্ডারের চাবি দেওয়া হয়েছে। আমাদের প্রিয় নবী হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -দরিদ্রতা অবলম্বন করেছিনে, না হয় আল্লাহ পাকের শপথ! যে যা কিছু পেয়েছে তা নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ওসিলাতেই পেয়েছে এবং সারা দুনিয়ার প্রতিটি জিনিস হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ফয়েয (অনুগ্রহ) লাভ করে থাকে। (ফয়যানে সুন্নাত, ৬৪৫ - ৬৪৭)

سُبْحٰنَ الله! আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام শক্তি ও ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও দরিদ্রতাকে অবলম্বন করেছেন, যাতে উম্মত এই শিক্ষা পায় যে, দুনিয়াবী-স্বাদের জন্য ঘুরে বেড়ানো বুদ্ধিমত্তার কাজ নয়। এই কারণেই যাদের অন্তরে নিজেদের নবী عَلَيْهِ السَّلَام এর ভালোবাসার প্রদীপ জ্বলে, তারা সবসময় নিজেদের নবীর সুন্নাতের উপরই আমল করে। সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর চেয়ে বেশি নবীর ভালোবাসা কার অন্তরে থাকতে পারে, যাদের সমস্ত পৃথিবীই ছিল নবী করীম রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী চেহারার দর্শনের একটি ঝলক, যাদের শোয়া-বসা সবই ছিল নিজেদের প্রিয় হাবীবের সুন্নাত ও স্মৃতি। যেমন,

চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল:

হযরত নাওফাল বিন ইয়াস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন যে, একদিন আমরা হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সাথে তাঁর ঘরে গেলাম। খাওয়ার সময় যখন তাঁর সামনে গোশত এবং রুটি পেশ করা হলো, তখন তাঁর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল। আমি কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন:

নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم দুনিয়া থেকে পর্দা করে গিয়েছেন আর অবস্থা এই ছিল যে, হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এবং তাঁর পরিবার কখনও পেট ভরে যবের রুটিও খাননি।" (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১/১৪৩, হাদীস: ৩১৭)

سُبۡحٰنَ اللّٰہ! হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ইশ্বকের উপর হাজার প্রাণ কুরবান! ভালোবাসা তো এমন হওয়া উচিত যে, যখন প্রিয়জনের ক্ষুধার কথা মনে এলো, তখন চোখের বৃষ্টি নিজের ক্ষুধাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

"হাকীকত মে ওহ লুতফে যিন্দেগী পায়া নহী করতে,
জো ইয়াদে মুস্তফা সে দিল কো বেহলায়া নহী করতে"

খাও পান করো ও স্বাস্থ্যবান হও:

এক আমরা আছি আর আমাদের জন্য ইশ্বক ও ভালোবাসার দাবি ফাঁকা!!! খুব পেট ভরে খাই যে, বদহজম প্রাণই ছাড়ে না, অসংখ্য রোগের সাথে তো যেন আমাদের গভীর বন্ধুত্ব হয়ে গেছে, খাওয়া-দাওয়া থেকে কয়েকদিনের দূরত্ব সহ্য হয় না, বরং নফসের ব্যাকুলতা দূর করার জন্য খাওয়া-দাওয়ার উপায় খোঁজা হয়, সুস্বাদু মজাদার খাবার রান্না করা

হয় এবং অনেক রোগকে স্বাগত জানানোর জন্য অনন্য দাওয়াতের আয়োজন করা হয়, খুব পেট ভরে এমনভাবে খাওয়া হয় যেন জীবনের শেষ খাবার, এরপর খাবার মিলবেই না। যেন আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যই হলো "খাও পান করো ও স্বাস্থ্যবান হও"। অথচ খাওয়ার ব্যাপারে আমাদের পূর্বসূরী رَحِمَهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن -দের আচরণ মোটেও এমন ছিল না।

ক্ষুধা হলো বাদশাহ আর উদরপূর্তি হলো গোলাম:

দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১৫৪৮ পৃষ্ঠার বই "ফয়যানে সুন্নাত" এর ৬৮২ পৃষ্ঠায় কুতুল কুলুব এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করা তিনটি মাদানী ফুল লক্ষ্য করুন:

- ✯ "ক্ষুধা হলো বাদশাহ উদরপূর্তি হলো গোলাম এবং ক্ষুধার্ত ব্যক্তি সম্মানিত, আর অতিরিক্ত পেট ভর্তি ব্যক্তি লাঞ্ছিত।"
- ✯ "ক্ষুধা সবটাই সম্মান, পক্ষান্তরে পেট ভরাটা পুরোটাই লাঞ্ছনা।
- ✯ কিছু পূর্বসূরী رَحِمَهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن থেকে বর্ণিত আছে: "ক্ষুধা হলো আখেরাতের চাবি এবং যুহদ (অর্থাৎ দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি) এর দরজা, পক্ষান্তরে পেট ভরা দুনিয়ার চাবি এবং দুনিয়ার প্রতি আসক্তির দরজা। (কুতুল কুলুব, ২/২৮৮)

হযরত সায়্যিদুনা বায়াযীদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খিদমতে আরয করা হলো: "আপনি ক্ষুধার্ত থাকার উপর এত জোর দেন কেন?" তিনি বললেন: "যদি ফেরাউন ক্ষুধার্ত থাকতো, তবে সে কখনো খোদা দাবি করতো না। আর যদি কারুন ক্ষুধার্ত থাকতো, তাহলে কখনও বিদ্রোহ করতো না।" (কাশফুল মাহযুব, ৩৯০) অর্থাৎ এই লোকদের কাছে যখন সম্পদের প্রাচুর্য আসে, তখন তারা অবাধ্য ও উদ্ধত হয়ে গিয়েছিল।

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সত্যিই পরিশ্রমের নেয়ামত এবং সম্পদের প্রাচুর্য প্রায়ই গুনাহে লিপ্ত করে দেয়। তাই যে খুব শক্তিশালী বা ধনী বা ক্ষমতার অধিকারী, তার উচিত আল্লাহ পাক, যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিষয়ে অবহিত, তাঁর গোপন কৌশলকে খুব বেশি ভয় করা। যেমন হযরত হাসান বসরী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: যে ব্যক্তিকে আল্লাহ পাক দুনিয়াতে প্রাচুর্য দান করেন (যেমন: জীবিকার প্রশস্ততা, অনুগত সন্তান, ধন-সম্পদ, উত্তম স্বাস্থ্য, পদমর্যাদা ও সম্মান, মন্ত্রিত্ব বা শাসনক্ষমতার পদ ইত্যাদির মাধ্যমে), কিন্তু তার মনে এই আশঙ্কা না হয় যে, এই (সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য) আল্লাহ পাকের কোনো গোপন কৌশল নয় তো; তবে এমন ব্যক্তি আল্লাহর গোপন কৌশল সম্পর্কে উদাসীন। (তানবিহুল মুগতারিন ১২৮)

"মুসলমান হ্যায় আত্তার তেরী আতা সে,
হো ঈমান পার খাতামা ইয়া ইলাহী"

আল্লাহ পাকের গোপন কৌশল:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের গোপন কৌশল থেকে ভয় করা উচিত এবং চেষ্টা করা উচিত যে, কখনও যেন আল্লাহ পাক এবং তাঁর রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাদের উপর অসন্তুষ্ট না হন। কারণ যে ব্যক্তি বিশ্বজগতের রবের সন্তুষ্টির স্বাদ পেয়ে গেছে, আল্লাহর শপথ, সে দুনিয়া ও আখেরাতে সফল। হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে যদিও সেইসব লোকদের মধ্যে গণ্য করা হয়, যাঁরা সারাজীবন আল্লাহ ও রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি লাভ করেছেন, তবুও তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আল্লাহ পাকের গোপন কৌশল থেকে কখনও উদাসীন হননি এবং সবসময় তাঁর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ দৃষ্টি মহান রব ও তাঁর অতুলনীয় প্রিয় হাবীব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর

www.dawateislami.net

পবিত্র জীবনের উপর ছিল। যেমন, বর্ণিত আছে যে, হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এবং আরও কিছু সাহাবায়ে কেরাম عَلَیۡہِمُ اَجۡمَعِیۡن নবুয়তের দরবারে আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দীদার দ্বারা নিজেদের চোখ শীতল করছিলেন। নবী করীম রউফুর রহীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর রহমতের সাগরে জোয়ারে এলো এবং তিনি সবাইকে নিজের অনুগ্রহ দ্বারা ধন্য করলেন কিন্তু হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তেমন কিছু দান করলেন না। হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ দুই জাহানের সরদার صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم-এর দ্বিতীয় অনুগ্রহের উপর অনুগ্রহ দেখে তো মন খুশিতে ভরে গেল এবং নবুয়তের দরবার থেকে অনুমতি নিয়ে ফেরার জন্য রওনা হলেন, তখন নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ রইল না এবং অপারগতা সত্ত্বে চোখ ছলছল করে উঠল। পথে আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সাথে সাক্ষাৎ হলো, যিনি তাঁকে رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এভাবে অশ্রুসিক্ত দেখে ব্যাকুল হয়ে গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন: "আমার ভাই! সব ঠিক আছে তো, যে এভাবে চোখের বৃষ্টিতে রাস্তা ভিজিয়ে যাচ্ছো?" আরয করলেন: "আজ নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর দরবারে উপস্থিত সকল লোককে আপন দয়া দ্বারা ধন্য করেছেন কিন্তু আমার উপর অনুগ্রহের বৃষ্টি বর্ষণ হয়নি। মনে হচ্ছে, হয়তো আখেরী নবী রাসূলে আরবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমার উপর অসন্তুষ্ট।"

সদা মীঠি নজর রাখনা আগর তুম হো গায়ে নারায,
কসম রব কী কঁহী কা না রহুঙ্গা ইয়া রাসূলুল্লাহ

আমীরুল মু'মিনীন হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ রিসালাতের দরবারে উপস্থিত হলেন এবং হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ

www.dawateislami.net

رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সমস্ত অবস্থা বর্ণনা করলেন। নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নিজের আশিকদের মুহাব্বত সম্পর্কে জেনে ইরশাদ করলেন: "আমি তাদের উপর অসন্তুষ্ট নই, বরং আমি তো তাদের ঈমানকেই যথেষ্ট মনে করে তাদেরকে তাদের ঈমানের উপর সোপর্দ করে করে দিয়েছিলাম।"

(আল মুসান্নিফে লিইবনে আব্দুর রাজ্জাক, ১০/২২৫, হাদীস: ২০৫৭৮)

ইনি সেই সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ যাঁর নিজের অশ্রুর উপর এত নিয়ন্ত্রণ ছিল যে, কেউ তাঁকে অশ্রুসিক্ত দেখেননি। যেমন,

চোখ কাঁদছে না, অন্তর কাঁদছে:

বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم-এর নিকট এক ব্যক্তি অত্যন্ত সুন্দর কণ্ঠে কুরআনুল কারীমের তিলাওয়াত করল, যা এত প্রভাবশালী ছিল যে, হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ছাড়া সবার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল। তখন নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "আব্দুর রহমানের চোখ কাঁদছে না, অন্তর কাঁদছে।"

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১/১৪৪, হাদীস: ৩১৯)

হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর জীবনীর এই চমৎকার দিকের উপর হাজার প্রাণ কুরবান! নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সন্তুষ্ট, তো রিসালাতের দরবারে যখন সবার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল, তখন তাঁর চোখ থেকে এক ফোঁটাও বের হলো না। কিন্তু যখন অন্তরে নিজের প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর অসন্তুষ্টির খেয়াল এলো, তখন এমন অবস্থা হলো যেন শরীর থেকে প্রাণই বেরিয়ে গেছে এবং নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারলেন না, অন্তরে নূর নবী রাসূলে আরবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ভালোবাসার জোয়ার সমুদ্র চোখের মাধ্যমে অশ্রুর আকারে উথলে উঠল, এমনকি আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ অবাক

www.dawateislami.net

হয়ে জিজ্ঞাসা করেন: হে আমার ভাই! কী হয়েছে? তোমার চোখের এই বৃষ্টি! আসলে এমন কী পেরেশানি হয়েছে যে, আজ দরজা-দেয়ালই নয়, মদীনার গলি-মহল্লাও তোমার অশ্রুর সাক্ষ্য দিচ্ছে? سُبْحٰنَ اللہ! সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللہُ عَنْہُএর ইশ্বক ও মুহাব্বাতে পরিপূর্ণ এই বাক্যটির উপর কোটি কোটি প্রাণ কুরবান! আরয করলেন: "মনে হচ্ছে, নবী করীম صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমার উপর অসন্তুষ্ট।"

সাহাবায়ে কেরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان কেন নিজেদের প্রিয়জনের অসন্তুষ্টতা অনুভব করবেন না, তাঁরা তো সবসময় মহান রবের সন্তুষ্টি চান, যেমন স্বয়ং আল্লাহ পাক নবী করীম صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সন্তুষ্টি চান। যেমন, আ'লা হযরত رَحْمَۃُ اللہِ عَلَیْہِ এই ব্যাখ্যাটির কী চমৎকার অনুবাদ করেছেন:

"খোদা কী রিযা চাহতে হ্যায় দো আ'লাম,
খোদা চাহেতা হ্যায় রিযায়ে মুহাম্মদ"

তিনি رَضِیَ اللہُ عَنْہُ নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারলেন না, কারণ নবী করীম صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর অসন্তুষ্টিই আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টি, ব্যস আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক হয়তো তাঁকে এভাবে সান্ত্বনা দিলেন:

"সুন্নাতো কে আয় মুবাল্লিগ হো, মুবারক তুঝকো,
তুঝ সে সরকার বড়া পেয়ার কিয়া করতে হ্যায়"

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِیَ اللہُ عَنْہُ এর ভালোবাসার প্রতিও কুরবান! যে, শুধু মৌখিক সান্তনাকে যথেষ্ট মনে করেননি, বরং নিজে মুস্তফা صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ঘটনার সত্যতা যাচাই করেছেন, হুযুর অসন্তুষ্ট নন।

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। اٰمین

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب ❀❀❀ صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

তাঁর সম্মান ও মর্যাদা:

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে সীমাহীন মুহাব্বাত করতেন, তাই তো স্বয়ং নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ও তাঁকে নিজের বিশেষ স্নেহ দ্বারা ধন্য করেছিলেন। তাঁকে رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ অসীম ভালোবাসার কারণে প্রিয় নবীর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم দরবার থেকে বহুবার তাঁকে এমন সম্মান ও মর্যাদা দ্বারা ধন্য করা হয়েছে, যা খুব কম সাহাবায়ে কেরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان কে দেওয়া হয়েছে। যেমন,

প্রথম সম্মান:

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে জিহাদের প্রস্তুতির হুকুম দিলেন। তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাড়াতাড়ি করে পাগড়ি শরীফ পরে প্রিয় নবীর দরবারে উপস্থিত হলেন। আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم জিহাদে পাঠানোর পূর্বে নিজের সাথীদেরকে কিছু মাদানী ফুল (শিক্ষা) দান করার পর তাঁকে رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নিজের কাছে ডাকলেন এবং নিজের সামনে বসিয়ে তাঁর পাগড়ি খুললেন, তারপর স্বয়ং নিজের পবিত্র হাত দিয়ে কালো পাগড়ি বাঁধলেন এবং ইরশাদ করলেন: "হে ইবনে আউফ! পাগড়ি এভাবে বাঁধবে।" (কিতাবুল মাগাযী, ২/৫৬০)

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর এই অনুগ্রহকে প্রায়ই স্মরণ করতেন এবং নেয়ামতের বর্ণনা স্বরূপ তাঁর আলোচনাও করতেন। যেমন, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন যে, "হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নিজের পবিত্র হাত দিয়ে আমার মাথায় পাগড়ির তাজ সাজিয়েছেন এবং (বাঁধার সময়) এর শিমলা (পাগড়ির ঝুলন্ত অংশ) আমার বক্ষ ও পিঠের উপর ঝুলিয়ে দিয়েছেন।" (সুনানে আবি দাউদ, ৪০৭৯, ৪/৭৭ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেল যে, যেভাবে নিজের মাথায় পাগড়ি শরীফ বাঁধা সুন্নাত, ঠিক তেমনিভাবে অন্য কারো মাথায় পাগড়ি শরীফ বাঁধাও সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত।

পাগড়ি শরীফের ফযীলত সম্পর্কে ৫টি হাদীসে মুবারাকা:

(১) ইরশাদ হচ্ছে فَاِنَّ الۡعِمَامَةَ سِیۡمَاءُ الۡاِسۡلَامِ وَهِیَ حَاجِزَةٌ بَیۡنَ الۡمُسۡلِمِیۡنَ وَالۡمُشۡرِکِیۡنَ অর্থাৎ পাগড়ি ইসলামের প্রতীক এবং এই পাগড়িই মুসলমান ও মুশরিকদের মধ্যে পার্থক্যকারী। (কানযুল উম্মাল, হাদীস: ৪১৯০৪, ৮/২০৫, অংশ ১৫)

(২) ইরশাদ হচ্ছে اِعۡتَمُّوۡا تَزۡدَادُوۡا حِلۡمًا অর্থাৎ পাগড়ি বাঁধো, তোমাদের প্রজ্ঞা বাড়বে। (আল মুজামুল কবীর, ১/১৯৪, হাদীস: ৫১৭)

(৩) পাগড়ির দিকে ইশারা করে ইরশাদ করলেন: هٰکَذَا تَکُوۡنُ تِیۡجَانُ الۡمَلٰٓئِکَةِ অর্থাৎ ফেরেশতাদের তাজ (মুকুট) এমনই হয়।

(কানযুল উম্মাল, ৮/২০৫, অংশ-১৫, হাদীস: ৪১৯০৬)

(৪) ইরশাদ হচ্ছে اِنَّ اللّٰہَ تَعَالٰی اَکۡرَمَ هٰذِهِ الۡاُمَّةَ بِالۡعَصَائِبِ অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক এই উম্মতকে পাগড়ি দ্বারা সম্মানিত করেছেন।

(কানযুল উম্মাল, হাদীস: ৪১১৩৭, অংশ-১৫, ১৩৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৫) ইরশাদ হচ্ছে اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلٰى اَصْحَابِ الْعَمَائِمِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক এবং তাঁর ফেরেশতারা জুমার দিনে পাগড়িধারীর উপর দরূদ প্রেরণ করেন।

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ২/৩৯৪, হাদীস: ৩০৭৫)

পাগড়ি শরীফ বাঁধার পদ্ধতি

(১) ডান দিক থেকে শুরু করা

নিজের মাথায় পাগড়ি বাঁধতে হোক বা অন্য কারো মাথায়, পাগড়ি বাঁধার সুন্নাত হলো, পাগড়ির প্রথম প্যাঁচ ডান দিকে নিয়ে যাবেন, তারপর সেই পদ্ধতি অনুসারে সম্পূর্ণ পাগড়ি শরীফ বাঁধবেন। কারণ আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রতিটি কাজ ডান দিক থেকে শুরু করা পছন্দ করতেন। যেমন উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا বলেন: রাহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ডান দিক থেকে শুরু করা পছন্দ করতেন, যখন কোনো জিনিস নিতেন, তখন ডান হাতে নিতেন এবং যখন কাউকে কিছু দিতেন তখন ডান হাতে দান করতেন। মোটকথা, সমস্ত কাজে ডান দিক থেকে শুরু করা পছন্দ করতেন।

(সুনানে নাসায়ী, ৮১০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫০৬৯)

(২) মাথার মাঝখানে পাগড়ি না থাকা:

আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীনো মিল্লাত, মাওলানা শাহ আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ ফাতাওয়ায়ে রযবিয়া শরীফে বলেন যে, পাগড়ি শরীফের বাঁধন গম্বুজের মতো হওয়া উচিত, যেমন এই ফকীর (অর্থাৎ আ'লা হযরত নিজে) বাঁধে। কিছু লোক এমনভাবে বাঁধে যে, মাঝখানে মাথা খোলা থাকে, একে 'ই'তিজার' বলে। 'ই'তিজারকে

www.dawateislami.net

ওলামায়ে কেরাম মাকরূহ লিখেছেন। (ফাতাওয়ায়ে রযবিয়া, ২২/১৮৬) সদরুশ শরীআহ "বাহারে শরীয়ত" গ্রন্থে বলেন যে, 'ই'তিজার' অর্থাৎ পাগড়ি এমনভাবে বাঁধা যে, মাঝখানে মাথায় না থাকে, তা মাকরূহে তাহরীমী। নামাযের বাইরেও এভাবে পাগড়ি বাঁধা মাকরূহ। (বাহারে শরীয়ত, ১/৬২৬) আর ফাতাওয়ায়ে আমজাদিয়াতে বলেন: লোকেরা এটা মনে করে যে, টুপি পরে থাকা অবস্থায় 'ই'তিজার' হয়, কিন্তু গবেষণা হলো এই যে, 'ই'তিজার' সেই অবস্থায় হয় যখন পাগড়ির নিচে মাথা ঢাকার মতো কোনো জিনিস থাকে না। (ফাতাওয়ায়ে আমজাদিয়া, ১/৩৯৯) গম্বুজের মতো পাগড়ি শরীফ বাঁধার সহজ পদ্ধতি এটাও যে, প্রথমে শিমলা (পাগড়ির ঝুলন্ত অংশ) মাথার উপর দিয়ে নিয়ে বুকের উপর ফেলে দিন এবং তারপর প্রথম প্যাঁচ ডান দিকে ঘুরিয়ে এভাবে বাঁধতে বাঁধতে শেষ শিমলা পিঠের পেছনে ফেলে দিন। এবার মাথার উপরের পাগড়ি শরীফকে একটু উপরে তুলে খুলে দিন, তাহলে اِنْ شَآءَ الله গম্বুজের মতো পাগড়ি শরীফ বাঁধতে সুবিধা হবে।

(৩) টুপির উপর পাগড়ি বাঁধা

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم টুপির উপর পাগড়ি বাঁধতেন। তাই আমাদেরও টুপির উপর পাগড়ি বাঁধা উচিত। যদিও টুপি ছাড়াও পাগড়ি বাঁধলে সাধারণভাবে ফযীলত অর্জন হবে, কিন্তু টুপির উপর বাঁধা উত্তম। যেমন আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ফাতাওয়ায়ে রযবিয়া ৬ষ্ঠ খণ্ডের ২০৯ পৃষ্ঠায় আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর উদ্ধিতি দিয়ে বর্ণনা করেন: "পাগড়ি সম্পর্কিত সমস্ত বর্ণনা থেকে পাগড়ির ফযীলত সাধারণভাবে প্রমাণিত। যদিও টুপি ছাড়াও হয়, হ্যাঁ টুপির সাথে পাগড়ি বাঁধা উত্তম।"

www.dawateislami.net

(৪) পাগড়ির শিমলা কোমর পর্যন্ত থাকা:

বাহারে শরীয়ত, তৃতীয় খণ্ড, ১৬তম অংশ, ২৬০ পৃষ্ঠায় আছে: "পাগড়ি দাঁড়িয়ে বাঁধবে এবং পায়জামা (সেলোয়ার) বসে পরবে। যে এর উল্টো করবে, সে এমন রোগে আক্রান্ত। হবে যার কোনো ঔষধ নেই।

(বাহারে শরীয়ত, অংশ- ১৬, ৩/৬৬০)

(৫) পাগড়ি শরীফের দৈর্ঘ্য:

পাগড়িতে সুন্নাত হলো এটাই, আড়াই গজের কম না হওয়া এবং ছয় গজের বেশি না হওয়া। ওলামায়ে কেরাম বলেন: "পাগড়ি কমপক্ষে পাঁচ হাত এবং সর্বোচ্চ বারো হাত।" পাগড়ি শরীফের দৈর্ঘ্য অবশেষে অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। যেখানে সাধারণ ও বিশেষ লোকদের যেমন অভ্যাস এবং তাতে কোনো শরয়ী বাধা নেই, ততোটুকুই রাখা উচিত। কারণ ওলামায়ে কেরাম বলেন: "সমাজের অভ্যাসের বাইরে যাওয়া মাকরূহ।"

(ফাতাওয়ায়ে রযবিয়া, ২২/১৭১)

(৬) শিমলার পরিমাণ:

পাগড়ির একটি বা দুটি শিমলা রাখা, উভয়ই সুন্নাত, কিন্তু শিমলা এক বিঘতের কম হওয়া উচিত নয়। শিমলার সর্বনিম্ন পরিমাণ চার আঙ্গুল এবং সর্বোচ্চ এক হাত। আর কেউ কেউ পিঠের বসার জায়গা পর্যন্ত অনুমতি দিয়েছেন, অর্থাৎ এতটুকু যে বসলে চাপা না পড়ে এবং সবচেয়ে প্রসিদ্ধ মত হলো, অর্ধেক পিঠের বেশি না হওয়া, যার পরিমাণ প্রায় দেড় হাত। সীমার চেয়ে বেশি লম্বা শিমলা রাখা অপচয় এবং এটি যদি সৌন্দর্য ও অহংকারের জন্য হয়, তাহলে হারাম। একইভাবে বসার জায়গার চেয়েও নিচে, যেমন উরু বাহাঁটু পর্যন্ত লম্বা শিমলা রাখাও কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

(ফাতাওয়ায়ে রযবিয়া, ২২/১৮৬)

www.dawateislami.net

(১) নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র পাগড়ির শিমলা পিঠের পেছনে থাকত। কখনও ডান দিকে এবং কখনও উভয় কাঁধের মাঝে দুটি শিমলা থাকত। কাঁধের অপর দিকে ঝুলানো সুন্নাতের খেলাফ।

(আশিআতুল লুমআত, ৩/৫৮৩)

সবুজ পাগড়ির মহিমাই আলাদা

দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৪০ পৃষ্ঠার পুস্তিকা "১৬৩ মাদানী ফুল" এর ২৭ পৃষ্ঠায় শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার ক্বাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: হযরত আল্লামা শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পাগড়ি শরীফ প্রায়ই সাদা, কখনও কালো এবং কখনও সবুজ হতো। **(কাশফুল ইলতিবাস ফি ইসতিহবাবিল লিবাস, ৩৮)** اَلْحَمْدُ لِلّٰه সবুজ রঙের পাগড়ি শরীফও সবুজ গম্বুজ, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী মাথা মোবারকে সাজানো হয়েছে। দাওয়াতে ইসলামী সবুজ পাগড়িকে নিজেদের প্রতীক বানিয়েছে। সবুজ পাগড়ির মহিমাই আলাদা।

আমাদের প্রিয় নবী রাসূলে আরবী হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রওযা আনোয়ারের উপর নির্মিত সবুজ গম্বুজ! যা ঝলমল করছে সেই গম্বুজ শরীফও সবুজ! আশিকানে রাসূলের উচিত সবুজ রঙের পাগড়ি দিয়ে সবসময় নিজেদের মাথা সবুজ (সজ্জিত) রাখা। আর সবুজ রঙও গাঢ় হওয়ার পরিবর্তে এমন সুন্দর ও উজ্জ্বল সবুজ হওয়া উচিত যে, দূর থেকে, অন্ধকারেও সবুজ গম্বুজের সবুজ রঙের উসিলায় ঝলমলে নূর বর্ষণ করছে বলে মনে হয়।

www.dawateislami.net

"নহী হ্যায় চাঁদ সূরজ কী মদীনে কো কোঈ হাজত,
ওয়াহাঁ দিন রাত উনকা সাবজে গুম্বদ জগমগাতা হ্যায়"

দস্তরবন্দী (পাগড়ি পরানো)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ কে সেই সকল সৌভাগ্যবান সাহাবায়ে কেরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان এর মধ্যে গণনা হয়, যাঁদের মাথায় স্বয়ং নবী করীম রউফুর রহীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم পাগড়ি শরীফ বেঁধে দিয়েছেন। আজকাল "দ্বীনী জামিয়া" তে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, যেখানে (স্নাতক) ছাত্রদের মাথায় কোনো বুযুর্গ পাগড়ি বাঁধে দেন। যেমন আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন "দাওয়াতে ইসলামী"-এর অধীনে "জামিয়াতুল মদীনা" থেকে দরসে নিযামী সম্পন্ন হওয়া মাদানী ইসলামী ভাইদের মাথায় শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার ক্বাদেরী রযবি যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ নিজের পবিত্র হাত দিয়ে পাগড়ি শরীফ দ্বারা সাজিয়ে দেন। এর মূলও এই হাদীস শরীফই। যেমন, প্রখ্যাত মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ এই হাদীস শরীফের ব্যাখ্যায় বলেন: "আজকাল স্নাতক ছাত্রদের মাথায় ওলামায়ে কেরাম পাগড়ি জড়িয়ে দেন, এটা 'দস্তরবন্দী'র প্রথা। বলা হয়। এর মূল এই হাদীস।" **(মিরাতুল মানাজিহ, ৬/১০৫)**

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب ❀❀❀ صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দ্বিতীয় সম্মান:

হযরত সায়্যিদুনা মুগীরা বিন শু'বা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত আছে যে, তাবুক যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে (আত তাবকাতুল কুবরা লিইবনে সাদ, আব্দুর রহমান বিন আউফ, ৩/৯৫) এক জায়গায় নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাশরীফ আনলেন। তখন সাহাবায়ে কেরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ইমামতিতে ফজরের নামায আদায় করছিলেন। এক রাকাত সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল, যখন হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم উপস্থিতি অনুভব করলেন, তখন পিছনে সরতে লাগলেন কিন্তু নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইশারা করে নিষেধ করলেন। হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নামায অব্যাহত রাখলেন এবং দ্বিতীয় রাকাত সম্পূর্ণ করে সালাম ফিরিয়ে দিলেন। নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم দাঁড়ালেন এবং নিজের নামায সম্পূর্ণ করলেন। (সহীহ মুসলিম, ১৬০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৭৪)

হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন সা'দ বিন মানী' আবু আব্দুল্লাহ বসরী (মৃত্যু: ২৩০ হি:) বলেন যে, যখন আমি এই হাদীস শরীফ হযরত মুহাম্মদ বিন ওমর رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর সামনে পেশ করলেন। তখন তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ তার সত্যায়ন করে ইরশাদ করলেন: যখন নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ইমামতিতে নামায আদায় করে নিলেন, তখন সালামের পরে ইরশাদ করলেন: "প্রত্যেক নবী দুনিয়া থেকে পর্দা করার আগে নিজের কোনো নেক উম্মতের পেছনে অবশ্য নামায আদায় করে নিয়েছেন।" (আত তাবকাতুল কুবরা লি ইবনে সাদ, আব্দুর রহমান বিন আউফ, ৩/৯৫)

প্রখ্যাত মুফাসসীর হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এই হাদীস শরীফের ব্যাখ্যায় বলেন, এর থেকে কয়েকটি

www.dawateislami.net

মাসআলা জানা গেল: একটি হলো এই যে, সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان নামায অবস্থায় হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পায়ের আওয়াজের খেয়াল রাখতেন।

দ্বিতীয়ত, সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان নামাযে হুযুর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আদব করতেন, যার ফলে তাদের নামায অসম্পূর্ণ হতো না, বরং আরও পরিপূর্ণ হতো।

তৃতীয়ত, যদি নামাযের জামা'আতের অবস্থায় হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাশরীফ আনেন, তাহলে বর্তমান ইমামের ইমামতি (বাতিল) রহিত হয়ে যাবে এবং সেই সময় থেকে হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ই ইমাম হবেন, নতুবা হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ পিছনে সরার চেষ্টা করতেন না।

চতুর্থত, সেই ইমামকে যদি হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইমামতির হুকুম দেন, তাহলে হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নায়েব হয়ে ইমামতি করবে।

পঞ্চমত, উত্তম ব্যক্তির নামায কম উত্তম ব্যক্তির পেছনে জায়েয।

(মিরাতুল মানাজিহ শরহে মিশকাতুল মাসাবিহ, ১/৩৩৬)

তৃতীয় সম্মান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একজন ভালো সঙ্গী ও বন্ধু থাকাও অনেক বড় সম্মানের বিষয়। আজ দুনিয়াবী ক্ষেত্রে কারো কোনো ভালো বন্ধু হলে সে তার উপর গর্ব অনুভব করে। কিন্তু কুরবান হয়ে যায় হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর ভাগ্যের উপর যে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের বন্ধু হওয়ার সম্মান দান করেছেন। যেমন, বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বয়ং হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে ইরশাদ করেছেন:

www.dawateislami.net

"اَنۡتَ وَلِیِّیۡ فِی الدُّنۡیَا وَالۡاٰخِرَۃِ অর্থাৎ হে আব্দুর রহমান বিন আউফ! তুমি দুনিয়া ও আখেরাতে আমার বন্ধু।" (সহীহ মুসলিম, ২/১৭২, অংশ-৩)

ইলমী অবস্থান ও পদমর্যাদা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে যেখানে আল্লাহ পাক ধন- সম্পদ দ্বারা ভূষিত করেছিলেন, সেখানে তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সাহাবায়ে কেরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان এর মধ্যে অনন্য ছিল। আর আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আ'যম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ও শরয়ী মাসআলা-মাসায়েলে তাঁর সাথে পরামর্শ করতেন।

রিসালাতের যুগের মুফতী

রিসালাতের যুগে সাধারণভাবে কারো কোনো মাসআলার সম্মুখীন হলে, সে নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মহান দরবারে উপস্থিত হয়ে জেনে নিত, যে প্রিয় নবীর দরবারে উপস্থিত হতে পারত না, সে সেইসব সাহাবায়ে কেরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان থেকে পথ নির্দেশ গ্রহণ করত, যাঁদেরকে নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم জ্ঞান ও মর্যাদার কারণে এই কাজের অনুমতি দিয়েছিলেন।

যেমন, ইমাম আহমদ বিন আলী বিন হাজার আবুল ফজল আসকালানী শাফেয়ী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: "হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে সেইসব সম্মানিত ব্যক্তিত্বদের মধ্যে অর্ন্তভূক্ত হয়, যাঁরা নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর যুগে ফতোয়া দিতেন। (আর রিয়াদুন নাদ্বারা, ২/৩০৭)

অনেক সাহাবায়ে কেরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان এবং বিশেষ করে আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আ'যম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হযরত সায়্যিদুনা

www.dawateislami.net

আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর জ্ঞানগত মহিমার কারণে তাঁর সাথে শরয়ী মাসআলা-মাসায়েলে পরামর্শ করতেন এবং প্রায়ই তাঁর মতামতকে অগ্রাধিকার দিতেন। যেমন,

মদ পানের শাস্তি নির্ধারণে ইজতিহাদ:

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন যে, হুযুর নবী করীম صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কাউকে মদপান করার কারণে গাছের ডাল এবং জুতা দিয়ে মেরেছেন। এরপর আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ চল্লিশটি বেত্রাঘাত করেছেন। তারপর যখন আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর খিলাফতের যুগে লোকেরা সবুজ শ্যামল এলাকা ও গ্রামের কাছাকাছি বসবাস করতে লাগল (এবং মদের ব্যাপারে নির্ভীক হয়ে গেল), তখন তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ সাহাবায়ে কেরাম عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان এর সাথে মদ পানের শাস্তি সম্পর্কে পরামর্শ চাইলেন যে, তোমাদের কী মতামত? তখন হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আরয করলেন: "আমার মতামত হলো, দুটি শাস্তির মধ্যে যা সবচেয়ে কম শাস্তি (অর্থাৎ ৮০টি বেত্রাঘাত), তা অবলম্বন করা হোক।" তাই হযরত ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُও সেই শাস্তি (অর্থাৎ ৮০টি বেত্রাঘাত) নির্ধারণ করে দিলেন।

(আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৪/২৯১)

হদ কাকে বলে?

দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১১৮২ পৃষ্ঠার কিতাব "বাহারে শরীয়ত" এর দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৬৯ পৃষ্ঠায় সদরুশ শরীআহ, বদরুত তরিকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আ'যমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْهِ বলেন: "হদ এক প্রকারের শাস্তি,

যার পরিমাণ শরীয়তের পক্ষ থেকে নির্ধারিত এবং তাতে কম-বেশি হতে পারে না। এর উদ্দেশ্য হলো মানুষকে এমন কাজ থেকে বিরত রাখা, যার জন্য এই শাস্তি। আর যার উপর শাস্তি প্রয়োগ করা হয়েছে, সে যতক্ষণ পর্যন্ত তওবা করবে না, শাস্তি প্রয়োগ করার দ্বারা পবিত্র হবে না।

(বাহারে শরীয়ত, ২/৩৬৯)

হেরেমের সীমানার মধ্যে শিকার সম্পর্কিত ইজতিহাদ

একবার আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর কাছে হেরেমের সীমানায় হরিণ শিকার সম্পর্কে কেউ প্রশ্ন করল। তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নিজের পাশে বসা হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সাথে পরামর্শ করে একটি বকরীর কাফফারা দেওয়ার হুকুম দিলেন।

(আল মুজামুল কবীর, ১/১২৭, হাদীস: ২৫৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মুহরিম অর্থাৎ যে ইহরাম অবস্থায় থাকে, তার জন্য হেরেমের সীমানায় শিকার করা অপরাধ। আর যদি কোনো মুহরিম থেকে এই অপরাধ প্রকাশ পায়, তাহলে তাকে কাফফারা আদায় করতে হবে।

রাকাতের সংখ্যায় সন্দেহ:

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুন ওমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হযরত হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে জিজ্ঞাসা করলেন: হে ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আপনি কি নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বা কোনো সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে এই মাসআলা সম্পর্কে কিছু শুনেছেন যে, "যখন নামাযীর রাকাতের সংখ্যায় সন্দেহ হয়, তখন সে কী করবে?" তখন হযরত ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ না-সূচক উত্তর দিলেন। এমন সময় হযরত

www.dawateislami.net

সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ উপস্থিত হলেন। তখন আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ও তাঁর কাছে একই প্রশ্ন পুনরাবৃত্তি করলেন। তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আরয করলেন: জ্বি হ্যাঁ! অবশ্যই আমার কাছে এর উত্তর আছে। হযরত ওমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন! হ্যাঁ! সত্যিই। তাড়াতাড়ি বলো, কারণ নিশ্চয়ই আপনি আমাদের মধ্যে ন্যায়পরায়ণ এবং নির্ভরযোগ্য। তখন হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হাদীস শরীফ বর্ণনা করলেন যে, "যখন তোমাদের মধ্যে কারো রাকাতের সংখ্যায় সন্দেহ হয় যে, দুই রাকাত হয়েছে না এক? তখন সে এক রাকাত গণনা করবে। একইভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয়ের মধ্যে সন্দেহ হলে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ও চতুর্থের মধ্যে সন্দেহ হলে তৃতীয় গণনা করবে। উদ্দেশ্য হলো, যখনই বেশির মধ্যে সন্দেহ হবে, তখন এক কম গণনা করবে এবং বাকি রাকাত সম্পূর্ণ করে শেষে সিজদা সাহু করে নেবে।" **(আস সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, ২/৪৬৯, হাদীস: ৩৮০৪)**

দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১২৫০ পৃষ্ঠার বই "বাহারে শরীয়ত" এর প্রথম খণ্ডের ৭১৮ পৃষ্ঠায় সদরুশ শরীআহ, বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আ'যমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: যার রাকাত সংখ্যা গণনায় সন্দেহ হয়, উদাহরণস্বরূপ তিন রাকাত হলো নাকি চার এবং প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর এটিই প্রথমবার ঘটেছে, তাহলে সালাম ফিরিয়ে বা নামাযের পরিপন্থী কোনো কাজ করে নামায ভেঙ্গে দেবে অথবা প্রবল ধারণার উপর ভিত্তি করে নামায পড়ে নেবে। কিন্তু সর্বাবস্থায় সেই নামায নতুন করে পড়বে। শুধু নামায ভেঙ্গে ফেলার নিয়ত করাই যথেষ্ট নয়।

www.dawateislami.net

আর যদি এই সন্দেহ প্রথমবারের মতো না হয়, বরং আগেও হয়ে থাকে, তাহলে যদি কোনো একদিকে প্রবল ধারণা হয় তবে তার উপর আমল করবে। অন্যথায়, কম সংখ্যাটিকেই গ্রহণ করবে। অর্থাৎ তিন এবং চারের মধ্যে সন্দেহ হলে তিন রাকাত গণনা করবে, দুই এবং তিনের মধ্যে সন্দেহ হলে দুই গণনা করবে। وَعَلٰی ھٰذَا الْقِیَاس (ওয়া 'আলা হা-যাল ক্বিয়াস/ وھکذا)। এবং তৃতীয় ও চতুর্থ উভয় রাকাতেই ক্বা'দাহ (বসা) করবে, কারণ তৃতীয় রাকাতটি চতুর্থ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর চতুর্থ রাকাতে ক্বা'দাহ-এর পর সিজদায়ে সাহু করে সালাম ফেরাবে।

আর প্রবল ধারণার ক্ষেত্রে সিজদায়ে সাহু দিতে হবে না। তবে যদি চিন্তা করতে গিয়ে এক রুকন পরিমাণ বিলম্ব হয়ে যায়, তাহলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয়ে যাবে। (বাহারে শরীয়ত, ১/৭১৮)

উম্মতের উপকারী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাহাবায়ে কেরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان এর জীবনী পর্যালোচনা করলে জানা যায় যে, তাঁরা রিসালাতের দরবার থেকে প্রাপ্ত হাদীস শরীফের মহান ভান্ডারকে উম্মত পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য নিজেদের দিন-রাত কুরবান করে দিয়েছেন। যখন কোনো মাসআলায় শরয়ী দিকনির্দেশনা প্রয়োজন হয় এবং সেখানে কোনো পবিত্র হাদীস শরীফ আমাদের আশ্রয় দেয়, তখন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে তার বর্ণনাকারী সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর জন্য অন্তরে কৃতজ্ঞতার অনুভূতি জেগে ওঠে এবং প্রার্থনামূলক শব্দাবলী মুখ দিয়ে এভাবে উচ্চারিত হয়: "আল্লাহ পাক তাঁদেরকে সবসময় সতেজ রাখুক।" হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর এই বর্ণনা দ্বারা উম্মতের উপর অনেক বড় অনুগ্রহ হয়েছে যে, অনেক হাদীস শরীফ

www.dawateislami.net

তাঁর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ মাধ্যমে এই উম্মত পর্যন্ত পৌঁছেছে। যেমন, তাঁর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ থেকে বর্ণিত চারটি হাদীস শরীফ লক্ষ্য করুন:

(১) প্লেগ আক্রান্ত এলাকা:

হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বর্ণনা করেন যে, নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যখন কোনো এলাকায় মহামারী ছড়িয়ে পড়ে, তখন সেখানে যেও না। আর যদি তোমরা আগে থেকেই সেখানে উপস্থিত থাকো, তাহলে এখন সেখান থেকে বের হয়ো না।"

(আল মুসনাদু লিল ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ১/৪০৭, হাদীস: ১৬৬৬)

প্লেগ কী?

প্লেগ একটি মহামারী, যার ব্যাখ্যা হাদীস শরীফে বিদ্যমান। যেমন, প্লেগ সম্পর্কিত চারটি হাদীস শরীফ লক্ষ্য করুন:

(১) প্লেগ একটি আযাব ছিল, আল্লাহ পাক যার উপর চাইতেন পাঠাতেন। কিন্তু এই উম্মতের জন্য একে রহমত বানিয়ে দিয়েছেন।

(আল মুসনাদু লিল ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ১০/১০৩, হাদীস: ২৬১৯৯)

(২) আমার উম্মতের (সমাপ্তি) শত্রুর বর্শা ও প্লেগ দ্বারাই হবে। প্লেগ উটের কুঁজের মতো। **(আল মারজিউস সাবেক, ১০/১১০, হাদীস: ২৬২৪২)**

(৩) প্লেগ তোমাদের শত্রু জিনদের খোঁচা। আর এটা তোমাদের উটের কুঁজের মতো একটি পিন্ডু যা, বগল ও নরম জায়গায় বের হয়।

(আল মুজামুল আউসাত, ৪/১৫০, হাদীস: ৫৫৩১)

(৪) প্লেগ হলো আমার উম্মতের শত্রু জ্বিনদের পক্ষ থেকে আসা একটি খোঁচা (বা আঘাত), যা উটের পিঠের কুঁজের মতো। **(মাযমাউয যাওয়ায়েদ, ৩/৫১, হাদীস: ৩৮৬৮)** প্লেগ রোগে মৃত্যুবরণকারী শহীদ।

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, প্লেগ রোগে মৃত্যুবরণকারী শহীদ। যেমন, এই বিষয়ে পাঁচটি হাদীস শরীফ লক্ষ্য করুন:

(১)... اَلطَّاعُوْنُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِم অর্থাৎ প্লেগ প্রত্যেক মুসলমানের জন্য শাহাদাত। (সহীহ বুখারী, ২/২৩৬, হাদীস: ২৮৩)

(২)... مَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُوْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ অর্থাৎ প্লেগে মৃত্যুবরণকারী শহীদ।

(সহীহ মুসলিম, ১০৬০, হাদীস: ১৯১৪)

(৩)... اَلطَّاعُوْنُ شَهَادَةٌ لِاُمَّتِي অর্থাৎ প্লেগ আমার উম্মতের জন্য শাহাদাত।

(আল মুজামুল আওসাত, ৪/১৫০, হাদীস: ৫৫৩১)

(৪)... اَلطَّاعُوْنُ شَهَادَةٌ অর্থাৎ প্লেগ শাহাদাত।

(আল মাসনাদু লিল ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৬/২৩৮, হাদীস: ১৭৮১২)

(৫)... اَلطَّاعُوْنُ شَهَادَةٌ لِاُمَّتِيْ وَرَحْمَةٌ لَهُمْ وَرِجْسٌ عَلَى الْكَافِرِيْنَ অর্থাৎ প্লেগ আমার উম্মতের জন্য শাহাদাত ও রহমত এবং কাফেরদের উপর আযাব।

(কানযুল উম্মাল, ৫/৩১, দশমাংশ, হাদীস: ২৮৪২৭)

প্লেগ থেকে পালিয়ে যাওয়া নিষেধ:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্লেগ আক্রান্ত এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে এবং এটি কবীরা গুনাহ। কারণ এটি আল্লাহর তাকদীর থেকে পালিয়ে যাওয়া। বরং এমন ব্যক্তি সম্পর্কে হাদীস শরীফে অত্যন্ত কঠোর হুকুম এসেছে।

যেভাবে প্লেগ থেকে পালিয়ে যাওয়া গুনাহ, সেভাবে প্লেগের মধ্যে যাওয়াও নাজায়েজ ও গুনাহ। কারণ এতে আল্লাহর পরীক্ষায় সম্মুখীন হতে হয়। (প্লেগ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য ফাতাওয়ায়ে রযবিয়া, ২৪/২০৪ পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করাতে উপকার হবে) যেমন, "বাহারে শরীয়ত" গ্রন্থে আছে: যেখানে প্লেগ হয়, সেখান থেকে

www.dawateislami.net

পালিয়ে যাওয়া কবীরা গুনাহ এবং অন্য জায়গা থেকে সেখানে যাওয়াও উচিত নয়। এর মানে হলো, যেসব লোক দুর্বল বিশ্বাসের হয় ও এমন জায়গায় চলে যায় এবং লিপ্ত হয়ে যায়, তাদের মনে এই কথায় আসে যে, এখানে আসার কারণেই বিপদে পড়েছি, যদি না আসতাম তাহলে এই বিপদে পড়তাম না। যদি কেউ (এমন স্থান থেকে) পালিয়ে বেঁচে যায়, তাহলে সে ভাবতে পারে যে, "সেখানে থাকলে বাঁচতাম না, পালিয়েছি বলেই বেঁচে গেছি।" এই ধরনের পরিস্থিতিতে (দুর্বল ঈমানের লোকদের জন্য) পালানো এবং সেখানে যাওয়া উভয়ই নিষিদ্ধ। প্লেগের সময়ে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে প্রায়ই এই ধরনের কথা শুনতে পাওয়া যায়। আর যদি তার বিশ্বাস পাকা থাকে যে, যা তাকদীরে থাকে তাই হয়, সেখানে যাওয়ার কারণে কিছু হয় না, পালিয়ে যাওয়ার মধ্যে কোনো ফায়দা হয় না, তাহলে এমন ব্যক্তির জন্য সেখানে যাওয়াও জায়েজ (বৈধ)। কারণ একে পালিয়ে যাওয়া বলা হবে না। আর হাদীসে সাধারণভাবে বের হওয়ার নিষেধাজ্ঞা নেই, বরং পালিয়ে যাওয়ার নিষেধাজ্ঞা আছে। (বাহারে শরীয়ত, ৩/৬৫৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(২) আবু জেহেলের মৃত্যু:

দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৩২ পৃষ্ঠার পুস্তিকা: "আবু জেহেলের মৃত্যু" এর ৩ থেকে ৯ পৃষ্ঠায় শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আবু জেহেলের মৃত্যুর চোখে দেখা ঘটনা হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর জবান থেকে কিছুটা এভাবে উদ্ধৃতি করেন:

হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: বদরের দিনে যখন আমি মুজাহিদদের সারিতে দাঁড়িয়ে ছিলাম, তখন আমি আমার চারপাশে দুটি কম বয়সী আনসারী ছেলে দেখলাম। এমন সময় একজন আস্তে করে আমাকে বললো: يَا عَمُّ! هَلۡ تَعۡرِفُ اَبَا جَهۡل؟ চাচাজান! আপনি কি আবু জাহেলকে চেনেন? আমি উত্তর দিলাম: চিনি কিন্তু তোমার তাকে দিয়ে কী কাজ? সে বললো: আমি শুনেছি সে নাকি গুস্তাখে রাসূল (রাসূলের অবমাননাকারী)। আল্লাহ পাকের শপথ! যদি আমি তাকে দেখি, তাহলে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ব, হয়তো তাকে মেরে ফেলবো অথবা নিজে মরে যাবো। তার পাশের ছেলেও আমার সাথে একই রকম কথাবার্তা বললো। কোনো কবি এই দুই শিশুর অনুভূতির এভাবে চিত্রায়ণ করেছেন:

"কসম খায়ি হ্যায় মারজায়েঙ্গে, ইয়া মারেঙ্গে নারি কো
সুনা হ্যায় গালিয়াঁ দেতা হ্যায় ইয়ে মাহবুবে বারি কো"

হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আরও বলেন: আমি দেখলাম যে, আবু জেহেল তার সঙ্গীদের মাঝে ঘোরাফেরা করছে এবং সৈন্যদেরকে উত্তেজিত করার জন্য এই (যুদ্ধকালীন কবিতা) পড়ছে:

مَا تَنۡقِمُ الۡحَرۡبُ الۡعَوَانُ مِنِّیۡ بَازِلُ عَامَیۡنِ حَدِیۡثُ سِنِّیۡ
لِمِثۡلِ هٰذَا وَلَدَتۡنِیۡ اُمِّیۡ

অর্থাৎ কঠিন যুদ্ধ আমার থেকে কী প্রতিশোধ নিতে পারে? আমি তো সেই তরুণ শক্তিশালী উট, যে নিজের (অর্থাৎ ভরপুর যৌবন)-এ আছে। আমার মা আমাকে এমন যুদ্ধের জন্যই জন্ম দিয়েছে।"

আমি সেই ছেলেদেরকে আবু জেহেলের দিকে ইশারা করে দিলাম। তারা তরবারি উঁচিয়ে ঈগলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তার উপর চড়াও

www.dawateislami.net

হলো। সে আহত হয়ে নিস্তেজ ও নিশ্চল হয়ে মাটিতে লুটে পড়লো। দুজনেই নিজেদের প্রিয় নবী রাসূলে আরবী হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলো: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আবু জেহেলকে শেষ ঠিকানায় পৌঁছিয়ে দিয়েছি। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করলেন: তোমাদের মধ্যে কে তাকে হত্যা করেছে? দুজনেই বলতে লাগল: "আমি।" তখন নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করলেন যে, তরবারি দিয়ে তোমরা তাকে হত্যা করেছো, তা কি কাপড় দিয়ে পরিষ্কার করে দিয়েছ? আরয করল: "না।" নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেই তরবারিগুলো দেখলেন, সেগুলো দুটোই রক্তে রঞ্জিত ছিল। ইরশাদ করলেন: "كِلَاكُمَا قَتَلَهٗ" অর্থাৎ তোমরা দুজনেই তাকে হত্যা করেছ।

(সহীহ বুখারী, ২/৩৫৬, হাদীস: ৩১৪১) (সীরাতে ইবনে হিশাম, ১/৫৫৯)

"দোনো মুন্নো কা ভী হামলা খুব থা বু জাহল পার,
বদর কে ইন দোনো নানহে জাঁ নিসারো কো সালাম

এই মাদানী মুন্না কারা ছিল?

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এই মাদানী মুন্নাদের পরিচয় দিতে গিয়ে বর্ণনা করেন যে, এই ইসলামের সাহসী গুণাবলি)ছোট্ট মুজাহিদ, যাঁরা কুরাইশদের সেনাপতি, আল্লাহ ও রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর শত্রু এবং এই উম্মতের (নিষ্ঠুর ও বিদ্রোহী) ফেরাউন আবু জেহেলকে মৃত্যুর ঘাটে নামিয়েছিল, তাদের সম্মানিত নাম হলো মু'আয এবং মু'আউওয়িয رَضِیَ اللهُ عَنْهُ। এই দুজন মাদানী মুন্না আপন ভাই ছিল। তাঁদের ইশকে রাসূলের صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উপর শত সহস্র প্রশংসা ও মোবারকবাদ, আর তাঁদের লড়ায়ের উদ্দীপনার উপর লক্ষ সালাম, যে এই শৈশব ও

খেলার বয়সে তাঁরা নিজেদের জীবনকে মাদানী রঙে রাঙিয়ে নিয়েছে এবং আল্লাহর রাস্তায় সফর করে কাফেরদের সেনাপতি আবু জেহেলের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিলেন তাকে ধুলো ও রক্তে মিশিয়ে দিয়েছিলো।

ঝুলন্ত বাহু:

একটি বর্ণনা অনুসারে, এই দুই ভাইয়ের মধ্যে হযরত মু'আয رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর বর্ণনা হলো: আমি আমার তরবারি নিয়ে আবু জাহেলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম, আমার প্রথম আঘাতে তার পায়ের গোড়ালি কেটে দূরে গিয়ে পড়লো। তার পুত্র ইকরামা (যিনি পরে মুসলমান হয়েছিলেন) আমার গলায় তরবারির আঘাত করল, কিন্তু তাতে আমার বাহু কেটে গেল এবং চামড়ার একটি ফালি দিয়ে ঝুলতে লাগল। সারাদিন ঝুলন্ত বাহু সামলিয়ে অন্য হাতে আমি শত্রুর উপর তরবারি চালাতে থাকলাম। ঝুলন্ত বাহু লড়ায়ে বাধা দিচ্ছিল, তাই আমি তাকে পায়ের নিচে চেপে টান দিলাম, যার ফলে চামড়ার ফালি ছিঁড়ে গেল এবং আমি তা থেকে মুক্ত হয়ে আবার কাফেরদের সাথে লড়ায়ে ব্যস্ত হয়ে গেলাম। মু'আয رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর জখম ঠিক হয়ে গেল এবং তিনি হযরত উসমান গনী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর খিলাফতের যুগ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। হযরত কাযী আয়ায رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ হযরত ইবনে ওয়াহাব رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ থেকে বর্ণনা করেন যে, যুদ্ধের পর হযরত মু'আয رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ নিজের কাটা বাহু নিয়ে প্রিয় নবীর দরবারে উপস্থিত হলেন। চিকিৎসকদের চিকিৎসক, আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم লালা মোবারক (থুতু) লাগিয়ে কাটা বাহু আবার কাঁধের সাথে সংযুক্ত করে দিলেন।

(মাদারিযুন নবুওয়াত, ২/৮৭)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب ❀❀❀ صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(৩) আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখো, সম্পর্কচ্ছেদ থেকে বাঁচো

হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ হাদীসে কুদসী বর্ণনা করেন, আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: আমি আল্লাহ, আমি রহমান এবং আমি 'রহিম' (অর্থাৎ আত্মীয়তার সম্পর্ক) সৃষ্টি করেছি এবং এর নাম আমার নাম থেকে উদ্ভুত করেছি। সুতরাং, সুতরাং যে এর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখবে আমিও তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখবো এবং যে ব্যক্তি এই সম্পর্ক ছিন্ন করবে, আমি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবো।

(সুনানে তিরমিযী, ৩/৩৬৩, হাদীস: ১৯১৪)

আত্মীয়তার সম্পর্ক কী?

দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১১৯৭ পৃষ্ঠার বই "বাহারে শরীয়ত" এর তৃতীয় খণ্ডের ৫৫৮ পৃষ্ঠায় সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরিকাহ হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ আত্মীয়তার সম্পর্কে ইরশাদ করেন: "সিলা-ই-রহম এর অর্থ হলো আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা, অর্থাৎ আত্মীয়দের সাথে ভালো ব্যবহার করা। সমস্ত উম্মত এই বিষয়ে একমত আছে যে, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা ওয়াজিব এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হারাম। যে আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক রাখা ওয়াজিব, তারা কারা? কিছু ওলামায়ে কেরাম বলেছেন: যাদের সাথে বিবাহ হারাম এমন আত্মীয় এবং কেউ বলেছেন: এর দ্বারা যেকোনো আত্মীয়কে বোঝায়, মাহরাম হোক বা না হোক। আর দ্বিতীয় মতটিই প্রসিদ্ধ। হাদীসে সাধারণভাবে আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক রাখার হুকুম এসেছে। কুরআনুল করীমে

www.dawateislami.net

সাধারণভাবে "নিকটাত্মীয়" বলা হয়েছে কিন্তু এটা জরুরী যে, সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছুটা ভিন্ন স্তর রয়েছে, তাই আত্মীয়তার সম্পর্কের স্তরেও পার্থক্য থাকে। পিতা-মাতার মর্যাদা সবচেয়ে বেশি, এরপর নিকটাত্মীয়, এরপর বাকি আত্মীয়দের তাদের মর্যাদা অনুযায়ী হয়ে থাকে।"

(৪) আলেমের ফযীলত:

হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বর্ণনা করেন যে, আলেমের মর্যাদা আবিদের উপর সত্তর গুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। আর সেই (সত্তর গুণ মর্যাদার মধ্যে)) প্রতিটি দুই মর্যাদার মধ্যে জমিন ও আসমানের দূরত্বের সমপরিমাণ দূরত্ব রয়েছে। (কানযুল উম্মাল, ৫/৬৭, অংশ ১০, হাদীস: ২৮৭৯২)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাক ওলামায়ে কেরামকে কত বড় মর্যাদা ও সম্মান দান করেছেন, তার সম্পূর্ণ বর্ণনা করা তো খুবই কঠিন। তবে তাদের ফযীলত ও মহিমার একটি মহান ঝলক হলো এই যে, কিয়ামতের দিন যখন সাধারণ লোকদেরকে হিসাব-নিকাশের জন্য থামানো হবে কিন্তু ওলামায়ে কেরামকে লোকদের শাফায়াতের জন্য থামানো হবে। মোটকথা, ওলামায়ে কেরামের অস্তিত্ব দ্বীন ও দুনিয়ার সৌভাগ্য ও গুণাবলীর সমন্বয়।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب ❀❀❀ صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

দ্বীনি জ্ঞান, প্রজ্ঞার সাথে হিকমত ও বিচক্ষণতা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাক হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ কে যেখানে দ্বীনি জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করেছেন, সেখানে হিকমত ও বিচক্ষণতা দ্বারাও সম্মানিত করেছেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ সাহাবায়ে

www.dawateislami.net

কেরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان এর মধ্যে একটি বিশেষ মর্যাদা রাখতেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা উসমান গনী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর খিলাফতের বিষয়টি যে সুন্দরভাবে সমাধান করেছেন, তা নিঃসন্দেহে তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার প্রমাণ দেওয়ার পাশাপাশি তাঁর কারামতেরও স্পষ্ট প্রমাণ। যেমন,

হিকমত ও বিচক্ষণতায় পরিপূর্ণ ফয়সালা:

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ইন্তেকালের সময় ছয়জন জান্নাতী সাহাবী হযরত উসমান গনী, হযরত আলী মুরতাযা, হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস, হযরত যুবাইর বিন আওয়াম, হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ এবং সায়্যিদুনা তালহা বিন উবাইদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ এর সম্পর্কে ইরশাদ করলেন: "আমি এই ছয়জন ছাড়া আর কাউকে খিলাফতের যোগ্য মনে করি না, কারণ যখন প্রিয় নবী রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم দুনিয়া থেকে পর্দা করলেন, তখন তিনি তাঁদের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন।" আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ইন্তেকাল ও দাফনের পর হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: "এই ছয়জনের জমাআত যেন তাঁদের আত্মত্যাগের পরিচয় দেন এবং তিনজন ব্যক্তি যেন অন্য তিনজনের পক্ষে নিজেদের অধিকার ছেড়ে দেন।" " এই কথা শুনে হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: "আমি হযরত সায়্যিদুনা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর পক্ষে আমার অধিকার ত্যাগ করছি। এরপর হযরত সায়্যিদুনা তালহা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হযরত সায়্যিদুনা উসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর পক্ষে সরে দাঁড়ালেন। শেষে হযরত সায়্যিদুনা সা'দ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: "আমি আমার অধিকার হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ

www.dawateislami.net

رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে দিয়ে দিলাম। আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা উমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ-এর ইন্তেকাল ও দাফনের পর হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: "এই ছয়জনের জামা'আত যেন ত্যাগের পরিচয় দেন এবং তিনজন ব্যক্তি যেন অন্য তিনজনের পক্ষে নিজেদের অধিকার ছেড়ে দেন।"

এই কথা শুনে হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: "আমি হযরত সায়্যিদুনা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর পক্ষে আমার অধিকার ত্যাগ করছি।"

এরপর হযরত সায়্যিদুনা তালহা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হযরত সায়্যিদুনা উসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর পক্ষে দাঁড়ালেন। শেষে হযরত সায়্যিদুনা সা'দ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: "আমি আমার অধিকার হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে দিয়ে দিলাম।"

এখন শুধু তিনজন হযরত বাকি রইলেন: হযরত সায়্যিদুনা উসমান গণী, হযরত সায়্যিদুনা আলীউল-মুরতাযা এবং হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ এরপর হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ খিলাফত থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে বাকি দু'জনকে বললেন, "এখন শুধু আপনারা দুজন বাকি রইলেন।"

এরপর তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হযরত সায়্যিদুনা উসমান গণী এবং হযরত সায়্যিদুনা আলীউল-মুরতাযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا-কে বললেন: " "আপনারা দুজন কি নির্বাচনের বিষয়টি আমার উপর অর্পন করতে প্রস্তুত আছেন? আল্লাহর শপথ! আমি কখনও যোগ্যতমের নির্বাচন থেকে বিচ্যুত হব না।।" দুজনেই হ্যাঁ-সূচক উত্তর দিলেন। তখন তিনি হযরত আলী মুরতাযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর হাত ধরে বললেন: "আপনি রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আত্মীয় এবং ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামী, যা আপনি নিজেও জানেন। আল্লাহর শপথ! যদি

www.dawateislami.net

আমি খিলাফতের ফয়সালা আপনার পক্ষে করি, তাহলে আপনার উপর ইনসাফ করা আবশ্যক হবে এবং যদি আমি হযরত উসমান গনী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সম্পর্কে ফয়সালা করি, তাহলে তাঁর আনুগত্য করা আপনার জন্য জরুরী হবে।" এরপর হযরত উসমান গনী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর হাত ধরে একই রকম কথা বললেন। যখন দুজনের কাছ থেকে এই দৃঢ় প্রতিশ্রুতি নিলেন, তখন বললেন: "হে উসমান! আপনার হাত বাড়ান।" এবং তারপর তাঁর হাতে বায়আত গ্রহণ করলেন। এরপর হযরত আলী মুরতাযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُও বায়আত গ্রহণ করলেন তারপর উপস্থিত সকলে এগিয়ে এলেন এবং সবাই তাঁর (হযরত উসমানের) বায়আত গ্রহণ করলেন। (সহীস বুখারী, ২/৫৩৩, হাদীস: ৩৭০০)

এভাবে খিলাফতের বিষয়টি কোনো (মতবিরোধ ও বিশৃঙ্খলা) ছাড়াই সমাধান হয়ে গেল, যা নিঃসন্দেহে হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তা প্রমাণের পাশাপাশি তাঁর কারামতেরও স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে।

ফয়সালা করা অত্যন্ত কঠিন বিষয়:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিশ্চয়ই কয়েকটি দলের মধ্যে কোনো বিষয়ে ফয়সালা করা একটি অত্যন্ত কঠিন কাজ, বিশেষ করে যখন কোনো ব্যক্তিকে তাদের মধ্যে হাকেম অর্থাৎ ফয়সালাকারী নিযুক্ত করা হয় বা তাকে শাসক বানানো হয়। শাসক বলতে শুধু কোনো দেশ বা শহর বা ধর্মীয় ও সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের দায়িত্বশীলই বোঝায় না, বরং সেই প্রত্যেক ব্যক্তিই বোঝায়, যে কোনো না কোনো কিছুর দায়িত্বশীল। যেমন, দেশের বাদশাহ নিজের প্রজাদের উপর, সুপার ভাইজার অধীনস্থ নিজের অধীনস্থ মজদুরদের (শ্রমিকদের) উপর, অফিসার নিজের কর্মীদের

www.dawateislami.net

উপর, কাফেলার আমীর নিজের সঙ্গীদের (সদস্যদের) উপর। একইভাবে যেলী মুশাওয়ারাত নিগরান নিজের অধীনস্থ ইসলামী ভাইদের উপর, পিতা-মাতা নিজেদের সন্তানদের উপর, শিক্ষক নিজের ছাত্রদের উপর এবং স্বামী নিজের স্ত্রীর উপর দায়িত্বশীল। যেমন বর্ণিত আছে: "كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُلٌ عَنْ رَّعِيَّتِهٖ" অর্থাৎ তোমরা সবাই শাসক এবং তোমাদের প্রত্যেককে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। (সহীহ বুখারী, ৪/৪৫৩, হাদীস: ৭১৩৮)

ফয়সালা করা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব:

নিশ্চয়ই বিচারকের পদ, শাসন বা তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। যে ব্যক্তিকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, সে নিশ্চয়ই অনেক বড় পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে। যেমন এই বিষয়ে তিনটি হাদীস শরীফ লক্ষ্য করুন:

(১) ইরশাদ হচ্ছে যে ব্যক্তিকে আল্লাহ পাক কোনো প্রজাদের শাসক বানিয়েছেন, তারপর সে তাদের মঙ্গল কামনার খেয়াল রাখেনি, তার উপর জান্নাত হারাম করে দেওয়া হবে। (সহীহ বুখারী, ৪/৪৫৬, হাদীস: ৭১৫১)

(২) ইরশাদ হচ্ছে যে ব্যক্তি দশজন লোকের উপরও শাসক হবে, কিয়ামতের দিন তাকে এমনভাবে আনা হবে যে, তার হাত তার গলায় বাঁধা থাকবে। এখন হয়তো তার ন্যায় বিচার তাকে ছাড়াবে অথবা তার জুলুম তাকে আযাবে লিপ্ত করবে।

(সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, ১/১৬৪, হাদীস: ২০২১৫)

(৩) ন্যায় বিচারকারী বিচারকের উপর কিয়ামতের দিন এমন একটি মুহূর্ত আসবে যে, সে ইচ্ছা করবে, হায়!! যদি আমি সেই দুজন লোকের মাঝে একটি খেজুর নিয়েও ফয়সালা না করতাম।

(আল মুসনাদে লিল ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৯/৩৫১, হাদীস: ২৪৫১৮)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আজ আমাদেরকে কোনো পদ বন্টনের দায়িত্ব দেওয়া হয়, তাহলে হয়তো আমরা এর সবচেয়ে বড় হকদার নিজেকেই মনে করবো কিন্তু এটা হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর উচ্চ (মহানুভবতা) ছিল যে, খিলাফতের এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বকে নিজের জন্য নির্বাচন করেননি, বরং অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان এর দিকে হস্তান্তর করে দিয়েছেন। এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল এই যে, হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ নিজে খিলাফত পছন্দ করতেন না। যেমন,

খেলাফতের পদ থেকে বিমুখতা

আমীরুল মু'মিনীন হযরত উসমান গনী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ কে যখন শ্বাসকষ্টের সমস্যা হলো এবং তা তীব্র আকার ধারণ করল, তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ নিজের লেখক হযরত হুমরান رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ কে ডেকে বললেন: "আমার পরে খেলাফতের যোগ্য হিসেবে আব্দুর রহমান বিন আউফের নাম লেখো।" হযরত হুমরান رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এই হুকুম পালন করার পর হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর কাছে গেলেন এবং তাঁকে বললেন: "আমার কাছে আপনার জন্য একটি সুসংবাদ আছে।" হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বললেন: "বলো, কী?" (হুমরান বললেন,) "আমীরুল মু'মিনীন হযরত উসমান গনী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ নিজের পরে খেলাফতের জন্য (আপনার) নাম নির্বাচন করেছেন।" হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এটা শুনে খেলাফতের পদ থেকে বিমুখতার কারণে এক মুহূর্তেই অস্থির হয়ে গেলেন এবং মসজিদে নববীতে রাওযায়ে আনোয়ার ও মিম্বর মোবারকের মাঝে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আল্লাহ পাকের দরবারে এভাবে

www.dawateislami.net

দোয়া করলেন: "হে আমার মাওলা! যদি সত্যিই আমীরুল মু'মিনীন হযরত উসমান গনী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর পরে আমাকে খেলাফতের জন্য নির্বাচিত করেন, তাহলে আমাকে তাঁর আগেই মৃত্যু দান করুন।" তাঁর এই দোয়া কবুল হলো এবং ছয় মাসের মধ্যেই হযরত উসমান গনী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর আগেই তাঁর ইন্তেকাল হয়ে গেল। একটি বর্ণনায় আছে যে, হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ খিলাফত থেকে বিমুখতার প্রকাশ করতে গিয়ে এভাবে বলেন: "তোমরা আমার গলার উপর খঞ্জর রেখে ছুরি চালিয়ে দাও, এই বিষয়টি আমার কাছে আমীরুল মু'মিনীন হওয়ার চেয়ে বেশি পছন্দনীয়।" **(তারিখে মদীনা দামেস্ক, ৩৫/২৯১ -২৯২)**

যদি এই দায়িত্ব অর্পণ করা হয় তাহলে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রথমত, এমন দায়িত্ব থেকে দূরে থাকাতেই (নিরাপত্তা) আছে। কিন্তু যদি কাউকে এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়, তাহলে তার চিন্তিত হওয়াও উচিত নয়, বরং এই বিষয়ে আল্লাহ পাকের সাহায্য চাওয়া উচিত এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির উপর সন্তুষ্ট থাকা উচিত। এছাড়াও নিজেদের মধ্যে দায়িত্বের অনুভূতি তৈরি করে ন্যায় নিষ্ঠার সাথে কাজ করা উচিত এবং শরীয়তের হুকুম অনুযায়ী সেই দায়িত্ব পালন করা উচিত। যেমন, এমন ব্যক্তির জন্য প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী লক্ষ্য করুন:

(১) ন্যায়কারীরা নূরের মিম্বরের উপর থাকবে। এরা সেই লোক, যারা নিজেদের ফয়সালা, পরিবারের সদস্য এবং যাদের যাদের তত্ত্বাবধায়ক হয়, তাদের ব্যাপারে ন্যায়বিচারের মাধ্যমে কাজ নেয়।

(সুনানে নাসায়ী, হাদীস: ৫৩৮৯, ৮৫১ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(২) শাসক ফয়সালা করতে চেষ্টা করলো এবং সঠিক ফয়সালা করলো, তার জন্য দুটি সাওয়াব। আর যদি চেষ্টা করে (বিবেচনা করে) ফয়সালা করে এবং ভুল হয়ে যায়, তার জন্য একটি সাওয়াব।

(সহীহ বুখারী, ৪/৫২২, হাদীস: ৭৩৫২)

(৩) হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি এই উম্মতের কোনো বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক হয় এবং সে তাদের সাথে নম্রতা প্রদর্শন করে, তাহলে তুমিও তার সাথে নম্রতা প্রদর্শন করো। আর যে তাদের উপর কঠোরতা প্রদর্শন করে, তাহলে তুমিও তার উপর কঠোরতা প্রদর্শন করো।

(সহীহ মুসলিম, হাদীস: ১৮২৮, পৃষ্ঠা ১০১৬)

সাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টিতে মর্যাদা

হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর (জ্ঞানগত মহিমা) এবং অন্যান্য গুণাবলীর কারণে আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর ফারূক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এবং অন্যান্য মহান সাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টিতে তাঁর একটি বিশেষ মর্যাদা ছিল। এর অনুমান এভাবেও ভালোভাবে করা যেতে পারে যে, হযরত উমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নামায পড়ানোর সময় হঠাৎ আবু লুলু ফিরোজ মাযুসী খঞ্জর দিয়ে হামলা করে খুব জখম করে দিল এবং পালিয়ে যাওয়ার সময় প্রায় আরও তেরোজন নামাযীকেও আহত করে দিল, যাদের মধ্যে পরে সাতজন শহীদ হয়ে গেলেন। একজন বয়স্ক নামাযী আবু লুলু মাযুসীর উপর নিজের চাদর ফেলে ধরে ফেলল, তখন সে আত্মহত্যা করে ফেললো। তখন সেই মুহূর্তেও হযরত উমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর হাত ধরে নামাযে নিজের খলীফা বানিয়ে দিলেন অথবা জামায়াত থেকে মুসাল্লায় গিয়ে সংক্ষিপ্ত নামায পড়ালেন।

(সহীহ বুখারী, ২/৫৩১, হাদীস: ৩৭০০)

নশ্বর জগত থেকে চিরস্থায়ী জগতের দিকে যাত্রা

সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর ইন্তেকাল ৩১ বা ৩২ হিজরীতে আমীরুল মু'মিনীন হযরত উসমান গনী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর খিলাফতের যুগে হয়েছিল। ইন্তেকালের সময় তাঁর বয়স ৭২ বা ৭৫ বছর ছিল। তাঁর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ জানাযার নামায আমীরুল মু'মিনীন হযরত উসমান গনী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ পড়িয়েছিলেন। (আল মুজামুল কাবীর, ১/১২৮, হাদীস: ২৬২)

তাঁর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ নূরানী মাযার

তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ ইন্তেকালের সময় উম্মুল মু'মিনীন সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا এর কাছে এই বার্তা পাঠালেন যে, যদি আপনি চান, তাহলে আপনাকে দুই বন্ধুর অর্থাৎ প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর পাশে জায়গা দেওয়া যেতে পারে? (মনে রাখতে হবে যে, এই দুটি পবিত্র ব্যক্তিত্বের মাযার মোবারক সায়্যিদাতুনা আয়েশা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا এর ঘরেই বানানো হয়েছিল)। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ উত্তরে বললেন: "আমি আপনার উপর ঘরকে সংকীর্ণ করতে চাই না এবং আমি হযরত উসমান رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর সাথে ওয়াদা করেছি যে, তিনি যেখানেই ইন্তেকাল করবেন, নিজের বন্ধুর অর্থাৎ আমার পাশে দাফন করা হবে।" এই কারণেই আমীরুল মু'মিনীন হযরত উসমান গনী এবং হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا এর মাজার মোবারক জান্নাতুল বাক্বীতে রাসূলের শাহজাদা হযরত ইবরাহীম عَلَیْہِ السَّلَام এর মাযার মোবারকের সাথে রয়েছে। (আর রিয়াদুর নাদ্বারা, ২/৩১৪)

আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে এই পবিত্র ব্যক্তিত্বদের সান্নিধ্য নসীব করুক। اٰمِین

www.dawateislami.net

সাহাবায়ে কেরামের ইন্তেকালের সময়কার অনুভূতি:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকাল সাধারণত যখন কোনো ধনী ব্যক্তির ইন্তেকাল হয়, তখন তার পরে তাকে ভালো শব্দে স্মরণ করা হয় না। কিন্তু কুরবান হয়ে যান সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর পবিত্র জীবনের উপর, যে ধনী হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজের পুরো জীবন নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ভালোবাসা এবং তাঁর আহলে বাইতের খিদমতে কাটিয়ে দিয়েছেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ইন্তেকালের সময় সাহাবায়ে কেরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان নিজেদের পবিত্র শব্দে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়েছেন, যা পৃথিবী যতদিন থাকবে ততদিন স্মরণ করা হবে। যেমন, হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর জানাযার সময় কিছুটা এভাবে বর্ণনা করেন: "হে আব্দুর রহমান!" তোমাকে মুবারকবাদ, আমলের জগতে তুমি যে নেকীর ভান্ডার তৈরি করেছ, তা কোনো সঠিক ও সুস্থ এবং আঘাত ছাড়াই অর্জন করতে সফল হয়েছ। অর্থাৎ রাজত্ব ও খিলাফত থেকে তুমি বহু দূরে ছিলে, যা নেকীর ভান্ডার হ্রাসে সবচেয়ে বড় কারণ ছিল)। (আল মুস্তাদারাক, ৪/৩৬২, হাদীস: ৫৩৮৯) আর আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাযা, শেরে খোদা كَرَّمَ اللّٰہُ وَجۡہَہُ الۡکَرِیۡم এভাবে বলতে লাগলেন: "হে আব্দুর রহমান! নিঃসন্দেহে দুনিয়ার সমস্ত কল্যাণ তুমি পেয়ে গেছো এবং এর অনিষ্টতা থেকে তুমি নিরাপদ থেকেছো।"

(আল মুজামুল কাবীর ১/১২৮, হাদীস: ২৬৩)

"পায়কারে শর্ম ও হায়া আব্দুর রহমান বিন আউফ,
'আশিকে শাহে হুদা আব্দুর রহমান বিন আউফ"
"শুমার উন সাহাবা মে হোয়া জিনহি দুনিয়া মে,
টিকেট হুয়া জান্নাত কা আতা আব্দুর রহমান বিন আউফ"

www.dawateislami.net

"সব সাহাবা সে হামে তো পেয়ার হ্যায়,
اِنْ شَآءَ الله আপনা বেড়া পার হে।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে রিসালাতের দরবারের এই মহান সাহাবী হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর পবিত্র জীবনী থেকে প্রাপ্ত মাদানী ফুলগুলোকে নিজের হৃদয়ের ফুলদানীতে সাজানোর তৌফিক দান করুক এবং তার উপর আমল করে সারা দুনিয়াতে শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী এর দেওয়া এই মাদানী উদ্দেশ্য "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে, اِنْ شَآءَ الله" এর মাধ্যমে মাদানী কাজের সাড়া জাগানোর তৌফিক দান করুক।

اٰمِین بِجاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

উৎস ও তথ্যসূত্র

১	**আল-কুরআনুল কারীম:** আল্লাহর বাণী, মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, করাচী।
২	**তরজুমাতি কুরআন কানযুল ঈমান:** আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা, ১৩৪০ হি., মাকতাবাতুল মদীনা।
৩	**তাফসীরে খাযিন:** আলাউদ্দীন আলী বিন মুহাম্মদ বাগদাদী, মৃত্যু: ৭৪১ হি., কোয়েটা, খুশক নওশেরা।
৪	**সহীহ আল-বুখারী:** ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারী, ২৫৬ হি., দারুল কুতুবিল ইলমিয়া।
৫	**সহীহ মুসলিম:** ইমাম মুসলিম বিন হাজ্জাজ কুশাইরী, মৃত্যু: ২৬১ হি., দার ইবনে হাযম, বৈরুত।
৬	**সুনানে ইবনে মাজাহ:** ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযীদ ইবনে মাজাহ, ২৭৩ হি., দারুল মা'রিফাহ, বৈরুত।
৭	**সুনানে তিরমিযী:** ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা তিরমিযী, ২৭৯ হি., দারুল ফিকর, বৈরুত।
৮	**সুনানে নাসায়ী:** ইমাম আবু আব্দুর রহমান আহমদ বিন শু'আইব নাসায়ী, মৃত্যু: ৩০৩ হি., দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত।
৯	**সুনানে আবী দাউদ:** ইমাম আবু দাউদ সুলাইমান বিন আশ'আছ সিজিস্তানী, মৃত্যু: ২৭৫ হি., দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত।
১০	**আল-মু'জামুল কাবীর:** হাফেজ সুলাইমান বিন আহমদ তাবারানী, ৩৬০ হি., দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবী।
১১	**আল-মু'জামুল আওসাত:** হাফেজ সুলাইমান বিন আহমদ তাবারানী, ৩৬০ হি., দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবী।
১২	**আল-মুসনাদ:** ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, মৃত্যু: ২৪১ হি., দারুল ফিকর, বৈরুত।
১৩	**আল-মুসতাদরাক:** ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ হাকীম নিশাপুরী, ৪০৫ হি., দারুল মা'রিফাহ, বৈরুত।
১৪	**সহীহ ইবনে হিব্বান:** আল্লামা আমীর আলাউদ্দীন আলী বিন বালবান ফারসী, মৃত্যু: ৭৩৯ হি., দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত।
১৫	**মুসনাদে আবী ইয়া'লা:** শাইখুল ইসলাম আবু ইয়া'লা আহমদ বিন আলী মুসান্না মুসিলী, মৃত্যু: ৩০৭ হি., দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত।

www.dawateislami.net

নেক-নামাযী হওয়ার জন্য

প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়ত সহকারে সারা রাত অতিবাহিত করুন। ❁ সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য আশিকানে রাসূলের সাথে প্রতি মাসে তিন দিন মাদানী কাফেলায় সফর এবং ❁ প্রতিদিন "পরকালিন বিষয়ে চিন্তা ভাবনা" করার মাধ্যমে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করে প্রত্যেক মাসের ১মা তারিখ আপনার এলাকার যিম্মাদারকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন।

আমার মাদানী উদ্দেশ্য: "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" ان شاء الله নিজের সংশোধনের জন্য নেক আমলের পুস্তিকার উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য "মাদানী কাফেলায়" সফর করতে হবে। ان شاء الله .

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৮৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net